পঞ্চম বর্ষ

৩ও৪ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

ترجمان الحديث

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই

তর্জুমানুল হাদীছ

পঞ্চম বর্ষ—তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

১৩৭৪ হিঃ। বাং ১৩৬১ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয়ঃ—	লেখকঃ—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত্ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী	১০৯
২। ঈদ (কবিতা)	আঃ কাঃ শঃ নূরমোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ	১১৬
৩। মোগল আমলে শিক্ষা, সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চা।	ইব্‌নে সিকন্দর	১১৭
৪। খোদার খানায় কে যাবি আয় (কবিতা)	কাজী গোলাম আহ্‌মদ	১২১
৫। বিলাসে বিরাগ (কবিতা)	চৌধুরী ওসমান	১২১
৬। "আলফাতিহা"	সৈয়দ রশীদুল হাসান, এম-এ, বি-এল	১২২
৭। গ্রানাডার শেববীর	সলিম (এম. এ)	১২৬
৮। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্য তালিকা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি	
৯। ইছলামী রাষ্ট্রে মছজিদের	মূল : কামাল এ, ফারুকী	১৩১
ভূমিকা	অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৪১
১০। বিশ্ব পরিক্রমা	সহকারী সম্পাদক	১৪৮
১১। জাহাঙ্গীরের বিচার	মোহাম্মদ মওলা বখ্‌স নদভী	১৫৩
১২। কোরবানী (কবিতা)	খোন্দকার আবদুর রহিম	১৫৬
১১। সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়)	সহকারী সম্পাদক	১৫৭
১৩। ঈদের কর্তব্য	মোহাম্মদ আবদুল হক হক্কানী	১৬২
১২। জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	সেক্রেটারী	১৬৭

খুলনা যিলার প্রসিদ্ধ আলেম জনাব মওলানা আহমদ আলী ছাহেবের
বৃদ্ধ বয়সের দুইটি অবদান।

১। ছালাতে মোস্তফা
বা আদর্শ নামায শিক্ষা।

ছহীহ্ হাদীছ মোতাবেক কলেমা, অযু, গোছল এবং যাবতীয় নামাযের বিশদ বর্ণনা ও প্রয়োজনীয় দোয়া দরূদ সম্বলিত প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠার পুস্তক। মূল্য—১।০ মাত্র

২। নিয়ত ও দরূদ সমস্যা
বা বিতর্ক ও বিচার।

এই পুস্তিকায় হৃদয়গ্রাহী কথোপকথনের সাহায্যে হাদীছ ও ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রমাণপঞ্জী উধৃতিপূর্বক প্রচলিত নিয়মে নিয়ত ও দরূদ পাঠের অসারতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। মূল্য—৵০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

Contents

উদীয়মান পাকিস্তানী জাতির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুখী পরিবার গঠনের কাজে অপরিহার্য্য ঃ—

১। কুইনোভিনা—নূতন, পুরাতন, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, ত্রাহিক জ্বর, প্লীহা সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি যত কঠিন এবং যত দিনের পুরাতন জ্বরই হউক না কেন এই ঔষধ সেবন করিলে আরোগ্য হইবেই হইবে।

২। হেপাটোন— শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিগণের লিভার এবং যাবতীয় পেটের পীড়ায় অব্যর্থ মহৌষধ। অল্পদিনের ব্যবহারেই রোগ নিরাময় এবং সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ হয়।

৩। অশোক কর্ডিয়াল—

(এডরুক) অনিয়মিত ঋতু, বাধক-বেদনা, প্রদর রোগ ইত্যাদি যাবতীয় স্ত্রীরোগের মহৌষধ। জীবনের প্রতি হতাশ মা ভগ্নীগণের জন্য আশার আনন্দ ভরা নেয়ামত।

৪। সিরাপ তুলসী কম্পাউণ্ড

(কোডিন সহ)

সর্দি, কাশি, নাক দিয়া অনবরত পানি পড়া, স্বর-ভঙ্গ ইত্যাদিতে **সুস্বাদু ও সুগন্ধি** মহৌষধ। নিয়মিত ব্যবহারে সুমিষ্ট গলার সুর আনয়ন করে।

প্রস্তুত কারক—**এড্‌রুক লেবরেটরী, পাবনা।** (ই. পি)

পূর্ব পাকিস্তানে
ইছলামী আদর্শের একমাত্র
সাহিত্যিক মুখপত্র
তর্জুমানুল হাদীছকে উহার জীবন-সংগ্রামে সহায়তা করার আপনার কি কোন দায়িত্ব নাই ?

এ দায়িত্ব আপনি পালন করিতে পারেন (১) নিজে গ্রাহক হইয়া (২) অপরকে গ্রাহক করিয়া (৩) বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া দিয়া (৪) সর্বত্র উহার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া এবং (৫) সহরে বন্দরে নগদ বিক্রির ব্যবস্থা করিয়া।

নিয়মাবলী ঃ—

১। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে ছয় টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য আট আনা ২। ভিঃ পিঃ তে লইতে হইলে ছয় আনা অতিরিক্ত লাগে। ৩। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। ৫। মনিঅর্ডার ও ভি পির অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়। ৬। প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য রচনা সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ—ম্যানেজার, তর্জুমানুল হাদীছ, পোঃ ও জিলা—পাবনা

হিন্দুস্থানে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ--- মৌঃ মোহাম্মদ **আবু হেনা**

গ্রাম ও পোঃ ঃ হরেকনগর, জিঃ মুর্শিদাবাদ।

বিঃ দ্রঃ—হিন্দুস্থানের গ্রাহকবৃন্দ উপরোক্ত ঠিকানায় বার্ষিক চাঁদা ৬॥০ টাকা প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে পূর্ণ ঠিকানা সহ সংবাদ প্রদান করিবেন।

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

পঞ্চম বর্ষ—তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

تفسير القرآن العظيم
কোরআন মজীদের ভাষ্য

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আলফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فی تفسیر ام الکتاب

(২৯)

পঞ্চম আয়ত

ایاک نعبد। আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত وایاک نستعین করি এবং একমাত্র আপনার কাছেই শক্তি যাচ্ঞা করি।

ایاک "এইয়াকা" সম্বন্ধে বৈয়াকরণগণ বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

(ক) সর্বনাম তিনটি, যথা কাফ (ک), ইয়া (ی) ও হা (ه); কিন্তু এগুলি স্ব স্ব আমিল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একক অবস্থায় প্রায় উচ্চারণ-হীন হইয়া দাঁড়ায়। বাক্যের সূচনায় অস্ফুট শব্দের অবতারণা অবিধেয়, বিধায় উচ্চারণকে দৃঢ়তর ও ভারত্বপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সর্বনাম 'কা'র সহিত 'এইয়া' সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে উচ্চারণ দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে এবং সর্বনামটি আমিল "না'বুদু" ক্রিয়াপদ হইতে স্বতন্ত্র ও অগ্রবর্তী হওয়ায় উহার তাৎপর্যে কৈবল্য (حصر) সূচিত হইয়াছে।

(খ) 'এইয়া' সর্বনামটি স্বতন্ত্র—মুন্‌ফাছিল-মন্‌ছুব। কা, ইয়া ও হা উহার সহিত সংযুক্ত হয় শুধু উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষগুলির নির্ণয়ার্থে; যথা—'এইয়াকা', 'এইয়ায়া' ও 'এইয়াহো'।

Contents

(গ) '**এইয়া**' স্বতন্ত্র নয় বরং 'কা'র সহিত মিলিত একই অভিন্ন সর্বনাম এবং ইহার পাঠ চতুর্বিধ, যথা : এয়', এইয়া, আইয়া ও হাইয়া। * তাবেয়ীগণের ফকীহ সপ্তক **এইয়া**, আম্‌র বিনে ফায়েদ **এয়া**, ফযল ও রাকাশী **আইয়া** ও আবু-ছওয়ার **হাইয়া** পাঠ করিতেন। †

"**এইয়াকা না'বুদু**" বাক্যে সবনাম 'কা' মফ্‌উলকে উহার আমিল "না'বুদু"র অগ্রবর্ত্তী করায় উহার তাৎপর্য হইয়াছে কৈবল্য সূচক ও বৈশিষ্ট মূলক। এক্ষণে অর্থ দাঁড়াইল—আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি, অন্য কাহারও ইবাদত করিনা। আর আমরা কেবল আপনারই সাহায্য যাচ্ঞা করি, অন্য কাহারও সহায়তা চাহনা। বাক্য-বিন্যাসের এই রীতি অলংকার শাস্ত্রের অন্তরভুক্ত। ‡ '**এইয়াকা না'বুদু**' বাক্যের অর্থে আবুছ্ ছউদ স্বীয় তফছীরে আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনাকে ছাড়া - نعبدك ولا نعبد غيرك - অন্য কাহারও ইবাদত করিনা। ¶

نعبد **নাঅ্‌বুদু :** আমরা ইবাদত করি। عبدية আব্‌দীয়ত, عبودية উবুদীয়ত, عبودة উবুদত ও عبادت ইবাদত সমস্তই অবদ (ع ب د) ধাতু হইতে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত ও সম অর্থবোধক § সমুদয় শব্দের অর্থই অবনমিত হওয়া। কিন্তু ইবাদত বলে চরমভাবে অবনমিত হওয়ার কার্যকে। x

اظهار التذلل -
غاية التذلل

আরাবী সাহিত্যে বশ্যতা স্বীকার করা, — অনুগত হওয়া ও সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করার অর্থে ইবাদত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এরূপ আত্ম-সমর্পণ যাহাতে প্রতিরোধ ও অবাধ্যতার ক্ষীণতম ভাবও মনের কোণে জাগ্রত না হয় এবং নিজের সর্বস্বকে যদৃচ্ছ ব্যবহার করার অধিকার প্রভুর হস্তে সমর্পিত হইয়া থাকে। ছওয়ারীর জন্য সম্পূর্ণ — বশীভূত উষ্ট্রকে 'মুআব্বদ' (بعير معبد) বলা হয়। অত্যন্ত চলাচলের ফলে যে পথ সম্পূর্ণরূপে সমতল ও মসৃণ হইয়া গিয়াছে তাহাও মুঅ্‌ব্বদ (طريق معبد) বলিয়া কথিত হয়।

দাসত্ব, আনুগত্য, পূজা, চাকরী, কয়েদ ও বাধা প্রভৃতি ইবাদতের আনুষংগিক অর্থ। আবুছ ছউদ লিখিয়াছেন, যেকার্য দ্বারা সৃষ্টিকর্তা তুষ্ট হন তাহা ইবাদত, আর সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় ও কার্যে সন্তুষ্ট থাকা হইতেছে উবুদীয়ত। *

আব্‌দ—ইবাদত ও উবুদীয়তের আভিধানিক অর্থ ও কোরআনী প্রয়োগগুলি আমরা অতঃপর স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ করিব।

ক্রীতদাস অর্থে : লিছানুল আরবে — কথিত হইয়াছে যে, আবদের অর্থ ক্রীতদাস, স্বাধীন মানুষের বিপরীত। তাআব্বাদা, আব্বাদা, আঅ্‌বাদা এ'তাবাদা সমস্তই সম অর্থবোধক। অর্থাৎ মানুষকে দাস বানাইয়াছে, অথবা উহার সংগে দাসের মত ব্যবহার করিয়াছে।

العبد' المملوك' خلاف
الحر - تعبد الرجل :
عبده' اعبده' اعتبده -

কোরআনে 'আব্দ' শব্দের প্রয়োগ ছুরত আল-মুমেনুনে উপরিক্ত অর্থে পরিদৃষ্ট হয়, যথা আল্লাহ বলেন— অতঃপর — আমরা মুছা ও তদীয় ভ্রাতা হারূনকে — আমার নিদর্শনসমূহ এবং প্রত্যক্ষ অলৌকিক ক্ষমতা সহকারে ফিরআওন ও তাহার পরিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করিলাম, কিন্তু তাহারা অহংকার করিয়া বসিল, বস্তুতঃ তাহারা ছিল উদ্ধত

ثم ارسلنا موسى و اخاه
هارون بآياتنا و سلطان
مبين الى فرعون وملائه
فاستكبروا و كانوا قوما
عالين - فقالوا انؤمن
لبشرين مثلنا و قومهما
لنا عابدون -

---

* আবুছ্ছউদ, তফছীর (১) ১৫৩ পৃঃ (সবিস্তার)

† শওকানী, ফত্হুলকদীর (১) ১২ পৃঃ।

‡ মুখ্‌তছরুল মআনী।

¶ তফ্‌ছীর (১) ১৫৬ পৃঃ।

§ কামুছ (১) ৩১১ পৃঃ।

x মুফ্‌রাদতুল কোরআন, ৩২১ পৃঃ।

* তফ্‌ছীর (১) ১৫৫ পৃঃ।

জাতি! তাই তাহারা বলিল, আমরা কি আমাদেরই মত দুইজন মানুষের উপর ঈমান স্থাপন — করিব? অথচ তাহাদের স্বগোত্রগণ আমাদেরই আবেদ—সেবাকারী দাস,—৪৫—৪৭ আয়ত।

ফিরআওনের উক্তি, "মুছা ও হারূনের স্বজাতীয়রা আমাদের আবেদ"— এ কথার তাৎপর্য এই যে, উহারা আমাদের আদেশের ভৃত্য। যে ব্যক্তি সম্রাটের অনুগত, সে প্রকৃতপক্ষে তাহারই আবেদ।

قومهما لنا عابدون اى دائنون' و كل من دان لملك فهو عابده –

ছুরত আশ্শুআরায় উক্ত হইয়াছে যে, মুছা ফিরআওনকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমার প্রতি আপনার যে সকল অনুগ্রহ গণনা করিতেছেন, সেগুলির বড়াই কি শুধু এই জন্যই নয় যে আপনি ইছরাইলের বংশধরদিগকে দাস বানাইয়া রাখিয়াছেন? —২২ আয়ত।

و تلك نعمة تمنها على ان عبدت بنى اسرائيل !

ইয়াহুদীদের জাতীয় অভিশাপের বর্ণনা প্রসংগে ছুরত আলমায়েদায় কথিত হইয়াছে যে, এবং আল্লাহ তাহাদের কতককে বানর ও শূকরে পরিণত করিলেন, তাহারা তাগূতের— ইবাদত করিয়াছে- —৬০ আয়ত।

وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت -

ছুরত আয্যুমরে বলা হইয়াছে, যাহারা তাগূতের ইবাদত পরিহার করিয়াছে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাগমন করিয়াছে তাহাদের জন্যই সুসংবাদ! —১৭ আয়ত।

والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى -

তাগূতের ইবাদতের তাৎপর্য হইতেছে, উহার দাসত্ব করা, সর্বতোভাবে উহার অনুগত হওয়া। যাহারা আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্বের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়া তাঁহার বিধান লঙ্ঘনপূর্বক ভূপৃষ্ঠে নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হয় আর যোর-যবরদস্তি করিয়া অথবা প্রলোভন দেখাইয়া নিজেদের কপোলকল্পিত আদেশ নিষেধ সমূহের অনুসরণ কল্পে মানব সমাজকে প্ররোচিত করিয়া থাকে, তাহাদের প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব কোরআনে তাগূত নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইমাম রাগিব কোরআনের অভিধানে লিখিয়াছেন, প্রত্যেক বিদ্রোহী ও আল্লাহ ব্যতীত প্রত্যেক উপাস্যকেই তাগূত বলা হয়।

كل متعد و كل معبود من دون الله !

ইহা এক বচন ও বহু বচনে তুল্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। †

ইবাদতের ধাতুরূপ অ-ব দ হইতে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত আব্বদা ও ই'তাবাদা প্রভৃতি শব্দগুলি দাসত্ব অর্থে রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিকও ব্যবহৃত হইয়াছে। হুযুর (দঃ) বলিয়াছেন, যে তিন প্রকার লোকের বিরুদ্ধে কিয়ামতে— আমি অভিযোগকারী হইব, তন্মধ্যে এক— শ্রেণীর অন্তরভুক্ত হইবে সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করে অথবা গোলামকে মুক্তি দেওয়ার পর পুনরায় তাহার সহিত ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করিয়া থাকে।

ثلاثة انا خصمهم : رجل اعتبد محررا و فى رواية اعبد محررا –

ইবাদত ব্যাপক আনুগত্যের অর্থে

ছুরত ইয়াছীনে উক্ত হইয়াছে যে, আল্লাহ— বলেন, হে আদমের বংশধরগণ আমি কি তোমাদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি নাই যে, তোমরা— শয়তানের ইবাদত করিবেনা! বস্তুতঃ শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু! আর এই প্রতিশ্রুতি যে. তোমরা শুধু আমারই ইবাদত করিবে— ৬১ আয়ত।

الم اعهد اليكم يابنى آدم ان لاتعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين' وان اعبدونى هذا صراط مستقيم –

কিয়ামতের দিন আল্লাহ আদেশ করিবেন— অত্যাচারীদিগকে, তাহাদের পরিবারবর্গকে এবং বিশ্বপতিকে পরিহার— করিয়া তাহারা যাহা কিছু ইবাদত করিত তাহাদের সমস্তকেই একত্রিত

احشروا الذين ظلموا و ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم !

---

† মুফ্রদাত, ৩০৭ পৃঃ।

Contents

কর, অতঃপর তাহাদিগকে জলন্ত হুতাশনের পথে পরিচালিত কর—আছ্ছাফ্ফাত, ২৩ আয়ত।

প্রথম আয়তের লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে শয়তানের ইবাদতের তাৎপর্য। কারণ এই পৃথিবীতে কেহই শয়তানের উপাসনা বা পূজা করেনা। সুতরাং এস্থলে ইবাদতের তাৎপর্য হইতেছে শয়তানের আনুগত্য। আর দ্বিতীয় আয়তে মানুষের যাহাদের ইবাদত করে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা প্রতিমা ও দেব দেবী নহে, বরং যে সকল গোমরাহীর নেতা এবং দুষ্টামীর পথপ্রদর্শকগণ স্বীয় ধর্মীয় অথবা রাষ্ট্রীক গুরুত্বর ভান করিয়া মনুষ্য সমাজের নিকট হইতে সীমাহীন আনুগত্যের —(Unlimited Allegiance) দাবী করিয়া থাকেন, জনগণ বস্তুতঃ তাঁহাদেরই ইবাদত করে এবং এই ইবাদতের তাৎপর্য আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। ছুরত-আত্তওবায় এই ইবাদতের কথা অধিকতর বিশদ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, তাহারা তাহাদের— বিদ্বান ও দরবেশদিগকে আল্লাহর — পরিবর্তে রব্ব বানাইয়া লইয়াছে, আর মরিয়মের পুত্র মছীহ্‌কেও। অথচ তাহারা একক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিবার জন্য আদিষ্ট হয় নাই— ৩১ আয়ত।

اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الـها واحدا -

এই আয়তের ব্যাখ্যায় তিরমিযী আদী বিনে হাতিম-তাইয়ের বাচনিক রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে,— রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, খ্রীষ্টানগণ তাহাদের বিদ্বান ও দরবেশদের ইবাদত করিতনা— বটে, কিন্তু তাহারা যাহা হালাল করিতেন খ্রীষ্টানগণ তাহাই হালাল এবং তাহারা যাহা হারাম করিতেন তাহারা তাহাকেই হারাম বলিয়া ধরিয়া লইত। †

اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوالهم شيئًا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئًا حرموه -

ছুরত ইউছফেও এই ভাবে সীমাহীন আনুগত্যকে ইবাদত বলা হইয়াছে। হযরত ইউছফ তাঁহার কারাগারের সহচরবৃন্দের সম্মুখে যে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তোমরা একক ও পরাক্রান্ত বিশ্বাধিপের পরিবর্তে তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের— মন গড়া অপ্রমাণিত নিছক কতিপয় নামের ইবাদত করিতেছ— কেন? আল্লাহ ব্যতীত আরও কি কাহারও আদেশের অধিকার আছে? তিনি আদেশ করিতেছেন তাঁহাকে ছাড়া তোমরা অন্য কাহারও ইবাদত করিওনা—৩৯ আয়ত। এই আয়তে আদেশের— সীমাহীন আনুগত্যকেই ইবাদত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

ءارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ! ان الحكم الا لله ؟ امران لاتعبدوا الا اياه -

ইবাদত আন্তরিক বিনয় সহকারে আনুগত্যের অর্থে

লিছানুল আরবে কথিত হইয়াছে যে, আন্তরিক বিনয় সহকারে যে আনুগত্য প্রতিপালিত হইয়া থাকে তাহাকেও ইবাদত বলা হয়। العبادة الطاعة مع الخضوع তাগূতের ইবাদতের অর্থ হইতেছে উহাদের আনুগত্য। عبد الطاغوت اى اطاعه -

আমি বলিতে চাই, একথার কোরআনে স্পষ্টতর ভাবেই বিশ্লেষণ রহিয়াছে। ছুরত আন্‌নিছায় আল্লাহ বলিয়াছেন, ঈমানের এক দল দাবীদার— তাগূতকে আদেশকারীরূপে মান্য করিতে চাহিতেছে, অথচ— তাহারা উহার সহিত কুফর করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে,—৬০ আয়ত।

يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به -

আয়ত দুইটিকে একত্রিত ভাবে পাঠ করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, তাগূতকে আদেশকারীরূপে মান্য করাই উহার ইবাদতের নামান্তর মাত্র। ইবনুল আমবারী বলেন যে, "অমুক ব্যক্তি আবিদ" فلان عابد وهوالخاضع لربه

---

† তিরমিযী (৪) ১১৭ পৃঃ।

Contents

একথার তাৎপর্য এই المستسلم المنقاد لامره — যে, সে তাহার প্রভুর নিকট অবনত এবং তাঁহার আদেশের অনুগত।

ইবাদত উপাসনা ও পূজার অর্থে

উপাসনা ও পূজার অর্থে যে ইবাদতের প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহা রসনা, দেহ ও সম্পদের সাহায্যে সম্পাদিত হয়।

(ক) রসনার সাহায্যে—যেরূপ হাম্‌দ প্রশস্তি, দোআ, প্রার্থনা, তেলাওয়াত বা আবৃত্তি।

(খ) দেহের সাহায্যে—যেরূপ ছিজদা, রুকু, কিয়াম, তহ্‌রীমা, হজ্জ, তওয়াফ ও আস্তানা চুম্বন প্রভৃতি।

(গ) সম্পদের সাহায্যে—যথা; নযর, নিয়ায, কোরবানী, খয়রাত, ছাদাকা ও যাকাত প্রভৃতি।

উপাস্যের উদ্দেশ্যে সরাসরিভাবে হউক অথবা উপাস্যের নৈকট্যলাভের জন্য উপলক্ষ স্বরূপ হউক উল্লিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করা ইবাদত বলিয়া গণ্য হইবে। আল্লাহ বলেন, অবহিত হও, অবিমিশ্র দ্বীন শুধু আল্লাহর—জন্যই! আর যাহারা তাঁহার পরিরর্তে অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বলিয়া থাকে আমরা উহাদের ইবাদত শুধু এই জন্যই করি যাহাতে তাহারা — আমাদিগকে আল্লাহর নিকটবর্তী করিয়া দেয়—আযযুমর, ৩ আয়ত।

الا لله الدين الخالص ! والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى !

ছুরত-ইউনুছে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহকে ছাড়িয়া তাহারা এরূপ বস্তু বা ব্যক্তির ইবাদত করিতেছে যাহারা তাহাদের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি করার অধিকারী নয়; ইহা জানা স্বত্ত্বেও মুশ্‌রিকরা তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়া থাকে উহারা আল্লাহর কাছে আমাদের শাফাআতকারী—১৮ আয়ত।

و يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم و يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله !

এই আয়ত দুইটি প্রতিপন্ন করিতেছে যে,—মুশ্‌রিকরা যাহাদের ইবাদত করিতেছে, তাহাদিগকে তাহারা পরম প্রভু ও চরম উপাস্য বলিয়া স্বীকার করে নাই, বরং তাহাদিগকে আল্লাহর নৈকট্যলাভের সহায়ক এবং তাঁহার সান্নিধ্যে শাফাআতকারী — বলিয়া কল্পনা করিয়া তাহাদের ইবাদত করিতেছে।

পূজা ও উপাসনার অর্থে যে ইবাদত উল্লিখিত হইল, তাহার অন্যতম লক্ষণ উপাস্যকে প্রাকৃতিক কার্য কারণের মধ্যে সর্বপ্রকার অঘটন সংঘটিত করার অধিকারী মনে করা এবং সর্ববিধ মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী বলিয়া বিশ্বাস করা এবং দুঃখে ও কষ্টে তাহাকেই আহ্বান করা।

ছুরত-আল আনাআমে উক্ত হইয়াছে,—হে — রছুল (দঃ) আপনি বলুন, আল্লাহই — তোমাদিগকে ইহা হইতে এবং অপরাপর সমুদয় কঠোরতা হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তথাপি তোমরা পুনরায় শির্কে লিপ্ত হও!—৬৪ আয়ত।

قل الله ينجيكم منها و من كل كرب ثم انتم تشركون !

ছুরত ইউনুছে বলা হইয়াছে,—যদি আল্লাহ তোমাকে—বিপন্ন করেন, তাহা হইলে স্বয়ং তিনি — ব্যতীত আর কেহ উহার ত্রাণকর্তা নাই, আর যদি তিনি তোমার কল্যাণকামী হন তাহা হইলে সে মংগলের প্রতিরোধকারী অন্য কেহইনাই। তদীয় দাসসমূহের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি মংগল দান করিয়া — থাকেন—১০৭ আয়ত।

ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو و ان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده !

উল্লিখিত আয়ত দুইটির সমবায়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, মানুষ যাহাকে বিপত্তারণ বলিয়া জানিবে, যাহাকে কল্যাণের ভাণ্ডারী বলিয়া বিশ্বাস করিবে সেই তাহার উপাস্য ও মা'বুদ এবং এ-ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহাকে আহ্বান করাই হইতেছে ইবাদত।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জিহ্বা, শরীর ও ধন দ্বারা ইবাদত করার কার্যকে পূজা বা — উপাসনার ইবাদত বলা হয়। আব্বাদাহু, ইবাদাতুন,

عبده عبادة و معبدا و معبدة : تاله له - التعبد التنسك !

ওয়া মুআব্বাদুন, ওয়া মুআব্বাদাতুনঃ তাহার ইবাদত করিল অর্থাৎ তাহাকে পূজিল। তাআব্বুদের তাৎপর্য হইতেছে কাহারও উপাসক বা পূজারী হওয়া, আরব কবি গাহিয়াছেন :—

ارى المال عند الباخلين معبدا

আমি দেখিতেছি, কৃপণদের কাছে ধন পূজিত—হইয়া থাকে।

নমাযের ভিতর তশহ্হুদের যে পাঠ — রছুলুল্লাহ (দঃ) উম্মতকে শিখাইয়াছেন, তাহার ভিতর পূজা ও উপাসনার অর্থ সম্বলিত ইবাদতের যাবতীয় প্রকরণকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে,—যথা,

আত্তাহীয়্যাতো (التحيات) অর্থাৎ রসনার ইবাদত, হাম্দ, প্রশস্তি, দোআ ও ওযীফা ইত্যাদি. **লিল্লাহে** (لله) সমস্তই আল্লাহর জন্য।

ওয়াছ্ছালাওয়াতো (والصلوات) এবং — সমুদয় দৈহিক ইবাদত, নমায, ছিয়াম, হজ্জ এবং তীর্থ ভ্রমণ ও যিয়ারতের ছফর ইত্যাদিও আল্লাহর জন্য।

ওয়াত্তাইয়্যেবাতো (والطيبات) এবং সকল প্রকার যকাত, খয়রাত, ছাদাকা, নযর, নিয়ায, মানসিক, কোরবানী ও উৎসর্গ প্রভৃতিও আল্লাহর জন্য।

ইবাদত সাহচর্য্যের অর্থে

যদি বলা হয় আব্বাদাহু অথবা আব্বাদাবিহী তাহা হইলে ইহার তাৎপর্য হইবে, সে—

عبده و عبدبه لزمه فلم يفارقه -

তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল আর কখনও — বিচ্ছিন্ন হইলনা, তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল, আর ছাড়িলনা।

ইবাদত বাধা, আটক বা কয়েদ অর্থে

যদি কোন ব্যক্তি কাহারও কাছে যাতায়াত বন্ধ করে, তাহা হইলে তাহাকে বলা হইবে

ما عبدك عنى ؟ اى ما حبسك ؟

মাআব্বাদাকা আন্নী অর্থাৎ কোন্ বস্তু তোমাকে—আমার নিকট আসিতে বাধা দিয়াছে?

ইবাদতের যতগুলি তাৎপর্য এ যাবত আমরা কোরআনী প্রয়োগ ও আভিধানিক বিশ্লেষণ দ্বারা উল্লেখ করিয়াছি, অভিনিবেশ সহকারে সেগুলি লক্ষ করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ইবাদতের মৌলিক অর্থ হইতেছে কাহারও সার্বভৌম প্রভুত্ব (Supreme Authority) স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার সমকক্ষতায় নিজের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতার অধিকার সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করা—প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের সমুদয় ভাব অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলা এবং একেবারেই তাহার বশীভূত হইয়া পড়া। ইহাই প্রকৃতপক্ষে দাসত্বের তাৎপর্য। সুতরাং ইবাদত শব্দে একজন আরবের মনে সর্বপ্রথম দাসত্বের কল্পনাই উদিত হইয়া থাকে। আর যেহেতু দাসের প্রকৃত কাজ হইতেছে প্রভুর অনুগত হওয়া এবং তাহার সমুদয়—আদেশ নির্বিচারে পালন করিয়া যাওয়া, সুতরাং ইবাদত দ্বারা দাসত্বের সংগে সংগে আনুগত্যের কল্পনাও অবিচ্ছেদ্য ভাবে মনে জাগ্রত হয়। আর দাস যখন তাহার প্রভুর আনুগত্য ও তাবেদারীর জন্য দৈহিক ভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং অন্তরে তাহার প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব মানিয়া লয়, প্রভুর অনুগ্রহ ও বদান্যতায় তাহার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞায় ভরপুর হইয়া উঠে তখন প্রভুর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন সময়ে প্রভুর দয়া ও অনুগ্রহগুলি প্রকাশ করিতে থাকে। দাসের এই কার্যকেই পূজা, অর্চনা ও উপাসনা বলা হয়। ইহাই হইতেছে আবদীয়তের স্বরূপ। উল্লিখিত ভাবের অধিকারী সেই সময়েই হওয়া সম্ভব যখন দাসের মস্তকের সংগে সংগে তাহার অন্তরও প্রভুর পায়ে লুটাইয়া পড়িতে উন্মুখ হইয়া উঠে। সে জীবনে ও মরণে প্রভুকে পরিত্যাগ করিতে চায়না এবং তাহার সন্তুষ্টি অর্জনকল্পে তাহার অনভিপ্রেত সমুদয় কার্য হইতে সে নিজেকে বিরত রাখার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে।

ইবাদতের যতগুলি তাৎপর্য কোরআনের বিভিন্ন আয়ত হইতে আমরা উধৃত করিয়াছি, **ইয়্যাকা না'বুদু** বাক্যের অন্তরভুক্ত ইবাদতের ভিতর তাহার সমস্ত তাৎপর্যই সন্নিবেশিত রহিয়াছে। শুধু উপাসনা ও পূজাকেই এই আয়তে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়নাই। ইবাদতের ব্যাপক অর্থকে আনুসংগিক ও বলিষ্ঠ কারণ ব্যতীত বর্জন করা এবং শুধু একটি নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করা অত্যন্ত অন্যায় এবং একদেশদর্শিতামূলক।

ওয়া এইয়াকা নছ্‌তঈন এবং একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য যাচ্ঞা করি। ইছ্‌তিআনত (استعانت) শব্দটি আওন (عون) ধাতু হইতে বুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। আওনের অর্থ হইতেছে সাহায্য। আরাবী ভাষায় বলা হয় (فلان عونی) অমুক আমার আওন, ইহার তাৎপর্য হইল সে আমার মুঈন অর্থাৎ সাহায্যকারী। কোরআনে ছুরত আলকহফে যুলকারনাইনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত — প্রসংগে তাঁহার উক্তি فأعينوني بقوة — উল্লিখিত হইয়াছে; তোমরা দৈহিক শক্তিদ্বারা আমাকে সাহায্য কর, তাহাহইলে আমি তোমাদের ও ইয়াজুজ মাজুজদের মাঝখানে একটি পুরু প্রাচীর গাঁথিয়া দিব। তাআউনের তাৎপর্য হইতেছে — বলীয়ান করা। আল্লাহ বলেন, তোমরা পূণ্য ও ধর্ম কার্যকে বলীয়ান কর। পাপাচরণ ও বাড়াবাড়িকে বলীয়ান করিওনা—আলমায়েদা ২ আয়ত।

وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان —

ইছতিআনতের অর্থ হইতেছে সাহায্য ও শক্তি — যাচ্ঞা করা।

والاستعانة طلب العون

আল্লাহ বলেন, তোমরা ধৈর্য ও প্রার্থনা দ্বারা সাহায্য যাচ্ঞা কর—আল বাকারা ১৫৩ আয়ত। *

قال : استعينوا بالصبر والصلوة —

হাফিয ইবনুল কাইয়েম লিখিয়াছেন, আল্লাহর কাছে সাহায্য যাচ্ঞা করার ভিতর দুইটি বিষয় নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহাকে বিশ্বাস করা, দ্বিতীয়, তাঁহার উপর নির্ভরশীল হওয়া। কোন ব্যক্তিকে হয়ত বিশ্বাস করা যাইতে পারে কিন্তু সকল কার্যে তাহার উপর নির্ভর করা চলিতে পারেনা। পক্ষান্তরে কোন লোকের উপর নির্ভর করিতে—পারিলেও হয়ত তাহাকে বিশ্বাস করা সম্ভবপর হয়না। যেমন বিশেষ প্রয়োজনে এবং অন্যলোকের অভাবে কোন ব্যক্তিকে অবিশ্বস্ত জানা স্বত্বেও কখন কখন তাহার উপর নির্ভর করিতে হয়। কোরআনে যাহাকে তাওয়াক্কুল বলে তাহার অর্থেও এই বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইবাদতের অব্যবহিত পরেই সাহায্য প্রার্থনা করার কথা উল্লিখিত হইবার দুইটি কারণ অনুমিত হয়। ইবাদত ও উবুদিয়তের আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা এবং ইহার দায়িত্ব যথোচিত ভাবে বহন করা আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আদৌ সম্ভবপর নয়। সুতরাং "না'বুদু"র পরে পরেই আল্লাহর সাহায্য যাচ্ঞা করার জন্য নাছ্‌তঈন বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ এইযে, সাহায্য প্রার্থনা ও দোআও ইবাদতের অন্যতম প্রকরণ এবং ইবাদতের ভিতর ইহার স্থান অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, দোআ الدعاء مخ العبادة — ইবাদতের মজ্জা। * তিনি আরও বলিয়াছেন, দোআই হইতেছে ইবাদত। † الدعاء هو العبادة — অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) নিম্নলিখিত আয়তটী পাঠ করিলেন। তোমাদের প্রভু আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর আমি—তোমাদের প্রার্থনা—গ্রাহ্য করিব। যাহারা আমার ইবাদত করিতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, অচিরেই তাহারা অত্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে দুযখে প্রবেশ করিবে;—আলমুমেন, ৬০ আয়ত।

وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين !

এই আয়তে দোআকে ইবাদত বলা হইয়াছে।

---

* মুফরাদত, ৩৬০ পৃঃ।

* বলুগোল মরাম

† হিছ্‌নেহেছীন

Contents

ঈদ

—আঃ কাঃ শঃ নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ

আজকে ঈদের দিন পৃথিবীর জড়ক্লেদ নাশি'—
আলোক আশ্বাস ল'য়ে স্নিগ্ধ হাসি মুখে
পংকিল আবর্ত্ত ছাড়ি' পরম কৌতুকে
উঠে এসো কথা কই, গান গাই, খেলি আর হাসি।
আজকে করুণা নয়, দিতে হ'বে পূর্ণ অধিকার ঃ
সকলে সমান আজ, ছোট বড় সব একাকার।

ঈদের আসিষ মুখে, বুকে লয়ে নতুন সংবাদ
অসীম আনন্দে ভরে' সারা-তনু-মন,
ব্যথা আর ব্যথীতের দূরে ফেলে সকল ক্রন্দন
এসো আজ দূর করি' ঃ মিথ্যা মায়া ফাঁদ····
আজকে চতুরী নয়—দুর্নীতির চক্র ঘূর্ণমান,
জীবন করিতে হবে সুশোভন সুন্দর মহান।

মানবতা মানবের দ্বারে চায় ঃ শুধু একমন—
শত্রু মিত্র ভেদ ভুলি' নাশ করি সকল সঞ্চয়
এক আলো, এক বায়ু প্রত্যেকের ধমনীতে বয়,
আজকে ঈদের দিন ভুলে যাও দুঃসহ পীড়ন।
মুছে দাও বুকে বুকে যত সব বিভেদ আগুন—
সকল মানুষ পাক হরষের শাশ্বত ফাগুন !

Contents

মোগল আমলে শিক্ষা, সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চা

ইব্‌নে সিকন্দর

মোগল বাদশাহগণ শুধু যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্য জয়, অট্টালিকা নির্মাণ আর আমোদ ফুর্তি নিয়েই মত্ত থাকতেন না। জ্ঞানচর্চা এবং শিক্ষা বিস্তারেও তাঁরা যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করেছিলেন। মোগল শাসনের পূর্বে হিন্দু পণ্ডিতগণ বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ভাগবদ্গীতা প্রভৃতির চর্চা করলেও সাধারণ লোক সাধারণ শিক্ষালাভের সুযোগ খুব কমই পেত।—মোগল বাদশাহগণ শিক্ষার যে নীতি অবলম্বন করেন তাতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই শিক্ষার—আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার সম অধিকার জন্মেছিল। এই সময় ভারতবর্ষ জ্ঞান গরিমায়, শিল্পে, ঐশ্বর্যে জগতের শ্রেষ্ঠ দেশ বলে পরিকীর্তিত হয়েছিল। মুছলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রত্যেক বড় মছজিদের সঙ্গে অপরিহার্য ভাবে একটি করে সুবৃহৎ মাদ্রাসার ব্যবস্থা ছিল।

প্রথম মোগল সম্রাট বাবর নিজে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, খ্যাতনামা সমালোচক এবং উঁচু দরের কবি ছিলেন। তিনি বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন—পার্শী, তুর্কী এবং আরবী ভাষায় তাঁর অসামান্য দখল ছিল। তিনি তুর্কীতে তুযকী-বাবরী নামে নিজের আত্মকাহিনী লিখে যান। কবিতায় তিনি নূতন নূতন ছন্দ আবিষ্কার করতেন আর সেই সব ছন্দে কবিতা লিখতে আনন্দ পেতেন। তিনি আরবীতে এক নূতন ধরণের হস্তাক্ষর উদ্ভাবন করেন এবং সেই অক্ষরে কোরআন মজীদ লিখে মক্কা মোয়য্যমায় ও মদিনা মনাওওয়ারায় পাঠিয়ে দেন। দিল্লী এবং উপকণ্ঠে তিনি বহু মাদ্রাসা এবং স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন।

হুমায়ূনও বিদ্বান এবং বিদ্যোৎসাহী বাদশাহ রূপে খ্যাতিলাভ করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি নিজেও উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তাঁর দাস গওহর লিখিত 'তাযকীরাতে হুমায়ূন' এ তাঁর জ্ঞানচর্চার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কখনও পণ্ডিত ব্যক্তি এবং পুস্তকের সাহচর্য ত্যাগ করেন নাই। তিনি শের শাহের প্রমোদ কক্ষটিকে পাঠাগারে রূপান্তরিত—করেন। এখানে বসেই তিনি অধিকাংশ সময় জ্ঞানচর্চা করতেন এবং এর ছাদে দাঁড়িয়ে আসমানের সেতারা এবং গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি লক্ষ করতেন। একদা ধ্যানমগ্নচিত্তে শুক্রগ্রহের উদয় নিরীক্ষণের চেষ্টা করছিলেন হঠাৎ আযানের প্রাণমোহিনী শব্দে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। ব্যতিব্যস্ত হয়ে ত্রস্ততার সঙ্গে নিচে নাবতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পা ফস্‌কে নিচে পড়ে যান। আর তাতেই তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

আকবর শাহ নিরক্ষর ছিলেন-এটাই সর্বজনবিদিত কথা। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর গৃহশিক্ষকদের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন একথাও কেহ কেহ লিখেছেন। তিনি উপকথা পড়তে ভালবাসতেন এবং অধিক রাত্র পর্যন্ত অধ্যয়ন করতেন। যাহোক তিনি যে একজন পরম বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন একথা সর্বজনবিদিত। ঐতিহাসিক এবং সুফী ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহাচর্য তিনি ভালবাসতেন। তাঁর দরবারে মুছলমান, হিন্দু, খৃষ্টান সব ধর্মের পণ্ডিত এবং বিদ্বানগণ স্থান পেতেন। ধর্ম বিষয়ে তাঁর সভাপতিত্বে নানারূপ তর্কালোচনা চলত আর তাতে বাদশাহ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁর সভাসদের নবরত্নের নাম সুবিখ্যাত। তাঁর আদেশে মহাভারত এবং রামায়ণ পার্শী ভাষায় অনূদিত হয়। অথর্ববেদ, সিংহাসনবত্তিশি, সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র, বাইবেল, তযকী-বাবরী এবং বহু জ্যোতিষ গ্রন্থেরও অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

আকবর দিল্লীর শাহী লাইব্রেরীর গ্রন্থ সংখ্যা অনেক বর্ধিত করেন। আগ্রাতেও তিনি একটি—

Contents

বিরাট লাইব্রেরী নির্মাণ করেন এবং প্রত্যেক নগরে পাঠাগার স্থাপনে উৎসাহ দেন। তিনি বহু সংখ্যক মাদ্রাসা এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। হিন্দু ছাত্রদের লেখা পড়ার জন্য তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। সাধারণ বিষয় ছাড়াও তাদের জন্য তিনি ব্যাকরণ, বেদান্ত এবং পাতঞ্জলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তাঁর দরবারে ৯৩ জন কবি এবং অসংখ্য সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, জ্যোতিষী স্থান এবং সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর বিদ্যোৎসাহের কথা শুনে দেশ বিদেশ থেকে পণ্ডিত এবং বিদ্যান ব্যক্তিগণ রাজধানী—দিল্লীতে আগমন করতেন।

জাহাঙ্গীর পিতার সুযত্নে উচ্চ শিক্ষালাভ করেন। তুর্কী এবং পারশ্য ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মে। তাঁর স্বরচিত তুযক-ই-জাহাঙ্গীরি তাঁর—সাহিত্য জ্ঞান এবং রচনাশক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ Memoirs of the Emperor Jahangueir এর উপক্রমণিকায় অনুবাদক Major David Price এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:—

"Tne autobiographical memoirs left by the Emperor Jahangueir is reckoned as one of the most valuable contributions to Indian history. As an interesting work it has perhaps, not its equal in the world. The imperial author takes his reader back to a period since which three centuries have passed and not only places before him a vivid picture of the state of the country as it existed at the time, but also lays bare his mind with its joys and sorrows, hopes and aspirations, its virtues and failings."

“জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীর যে স্মৃতিগাঁথা রেখে গেছেন সেগুলো ভারতীয় ইতিহাসের এক মহামূল্যবান অবদানরূপে গণ্য হবে। রচনার চমৎকারিত্বে সম্ভবতঃ সমগ্র জগতে এর তুলনা মিলবে না। রাজকীয় লেখক উক্ত পুস্তকের পাঠককে তিনশত বৎসর পূর্বের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং সে যুগে যে অবস্থা দেশে বিরাজ করছিল তার একটা জীবন্ত চিত্র তার সামনে তুলে ধরেন। শুধু তাই নয়, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের মনের পাতাগুলোও এক এক করে বিছিয়ে দেন। তাঁর হৃদয়ের আনন্দ এবং বেদনা, আশা এবং আকাঙ্খা, দোষ এবং গুণসমূহ পাঠকের চোখের সম্মুখ জ্বলন্ত হয়ে ফুটে উঠে।”

জাহাঙ্গীর রাজ্যের সর্বত্র মাদ্রাসা মক্তব স্থাপন ও পরিচালনায় শুধু রাজস্বের আয় থেকেই নয়, নিজস্ব তহবিল থেকেও অকাতরে অর্থদান করতেন। উত্তরাধিকারী হীন মৃত ব্যক্তির অর্থ ও সম্পদ—তিনি শিক্ষালয়গুলোতে প্রদানের আদেশ জারী করেছিলেন। লাইব্রেরী এবং পাঠাগারের উন্নতিতেও তিনি কম আগ্রহ দেখান নাই। তিনিও পণ্ডিত এবং কবিদের দ্বারা পরিবৃত্ত থাকতে ভাল বাসতেন।

শাহজাহান স্থাপত্য-শিল্পে এবং সঙ্গীত চর্চায় বেশী অনুরাগী হলেও শিক্ষার উৎসাহ দানে তাঁর পূর্বপুরুষদের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন। দিল্লীর শাহী মাদ্রাসা তিনি স্থাপন করেন এবং বহু পুরাতন মাদ্রাসার সংস্কারসাধন করেন। কবি এবং বিদ্যান ব্যক্তিগণ তাঁর দরবারে সমভাবেই অভ্যর্থিত হতেন।

মোগল বাদশাহদের মধ্যে সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেব শ্রেষ্ঠতম বিদ্যান ছিলেন। তিনি কোরআন, হাদীছ এবং ফেকাহ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি কোরআনের হাফেয ছিলেন এবং বহু হাদীছ মুখস্থ করেছিলেন। প্রেম কাব্য এবং সঙ্গীত শিল্পের দুশমন ছিলেন কিন্তু নীতি কবিতা ও জ্ঞানগর্ভ কাব্য পছন্দ করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস, বিভিন্ন দেশের ভৌগলিক অবস্থান, তাদের শক্তি-সামর্থ, শাসন-পদ্ধতি, রণ কৌশল প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট—ছিলেননা আরও অধিক না জানার জন্য জীবনভর আফছোছ করে গিয়েছেন। তাঁর হস্তলিপি অত্যন্ত সুন্দর ছিল। রাজকার্যের অবসর সময়ে অন্যান্য রাজা বাদশাহদের ন্যায় আমোদ প্রমোদ এবং রঙ্গলীলার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে আল্লাহর জন্য নিবেদিত-প্রাণ এই মহর্ষী সম্রাট নিপূণ হস্তে

কোরআন মজীদ লিখতে বসে যেতেন। স্বহস্ত-লিখিত এই সব কোরআন এবং স্বীয় প্রস্তুত টুপী সমূহ বিক্রি করে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতেন। রাজকোষ থেকে এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় তহ্‌বীলে মাত্র ৩০৫৲ টাকা রেখে যান এবং এই অর্থেই তাঁরই নির্দেশমত অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে কাফন-দাফন এবং দানখয়রাতের কাজ সমাধা করা হয়।

ইছলামী শিক্ষার প্রচারে সম্রাট আলমগীরের উৎসাহের অন্ত ছিলনা। তিনি রাজ্যের সর্বত্র — ধর্ম শিক্ষার জন্য অগণিত মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ধর্মীয় বিদ্যার উচ্চ শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত বৃত্তি-দানের ব্যবস্থাও করেন। বহু মাদ্রাসার স্থায়ী—আয়ের পথ পরিষ্কার রাখার জন্য প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ ক'রে দেন। তাঁর সময়ে শিয়ালকোট নগরী ধর্মশিক্ষার প্রধানতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

আওরঙ্গজেবের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি'। পরিবর্তিত অবস্থায় ইছলামের ব্যবহারিক শাস্ত্রের নূতন গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ধর্মভীরু সম্রাট দেশের সর্বপ্রান্ত থেকে বিখ্যাত আলেম ও প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞদের আহ্বান ক'রে এই বিরাট এবং মহামূল্যবান কেতাব সঙ্কলনের ব্যবস্থা করেন।

আউরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর জ্ঞানচর্চায় ভাটা পড়ে। পরবর্তী বাদশাহগণের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্বানদের সমাদর করতেন—দু একটি নূতন মাদ্রাসাও তাঁরা স্থাপন করেন। কিন্তু অন্তহীন ভ্রাতৃ-বিরোধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ব্যাপক অশান্তির জন্য শিক্ষার চর্চা অত্যন্ত ব্যাহত হয়। নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠনের সময় মোগলদের বিশ্ববিখ্যাত শাহী লাইব্রেরীর—যাবতীয় পুস্তক দেশে নিয়ে যান। পরবর্তী আযাগ্য বাদশাহদের লাইব্রেরী পুনঃস্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চায় মোগল হেরেমের বিদূষী নারীরাও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাবরের কন্যা গুলবদন সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বহস্তে 'হুমায়ুন নামা' রচনা করেন। তাঁর কন্যা সালিমা সুলতানা 'মাখ্‌ফী' ছদ্ম নামে কবিতা রচনা করতেন। আকবর শাহ ফতেহপুর-সিক্রীতে মোগল হেরেমের মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জাহাঙ্গীরের প্রেমিকা স্ত্রী সম্রাজ্ঞী নূরজাহান আরবী ও পারসী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর কন্যা জাহানারা বিদূষী নারী রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। শাহজাহানের প্রাণ-প্রতীমা বেগম মমতাজমহল পারসীতে কবিতা লিখতেন। আউরঙ্গজেবের কন্যা জেবেউন নিসা—আরবী ও পারশী ভাষায় আসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং উঁচু দরের দার্শনিক কবি ছিলেন। তাঁর দিওয়ানে জেবেউন-নিসা বিশ্ব সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। বিভিন্ন ভাষায় এ কাব্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরই আগ্রহ-প্রচেষ্টায় মোগল হেরেমে নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটে। ক্রীত দাসীদেরও লেখা পড়া শিখাতে তিনি শ্রম স্বীকার করেছিলেন।

মোট কথা মোগল আমলে বিশেষ ক'রে প্রথম ৬ জন খ্যাতনামা সম্রাটের যুগে শিক্ষা, সাহিত্য এবং জ্ঞানচর্চার যথেষ্ট প্রসারলাভ ঘটেছিল। দিল্লী, আগ্রা, ফিরোজাবাদ, ফতেহপুরসিক্রী, বদাউন,—হায়দরাবাদ, শিয়ালকোট প্রভৃতি স্থান বিভিন্ন দেশের জ্ঞানপিপাসুদের আকর্ষণ করে আনতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও একথা না বলে উপায় নেই যে, মোগল বাদশাহগণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু এবং নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন নাই।

সমসাময়িক কালের প্যারিস, লণ্ডন অথবা আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ব্যাপক আকারে সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে এবং সুব্যবস্থিত উপায়ে কোন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে নাই। পরস্পর সম্পর্কহীন মাদ্রাসাগুলোতেও শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্য তালিকার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয় নাই। ইছলামের শাশ্বত

Contents

শিক্ষার বাহক কোরআন করীম এবং ইছলামী জীবন ব্যবস্থার ধারক হাদীছ শরীফ সমূহের শিক্ষাদানের যথোচিত ব্যবস্থা হয় নাই। ফিকাহ্ শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং বিচারহীন তকলীদের পথ গতানুগতিকভাবে অনুসৃত হয়। শরীঅতের আসল দুই উৎস কোরআন ও হাদীছ থেকে মছলা মাছায়েল এবং জীবন সমস্যার সমাধান পথ অনুসন্ধানের পরিবর্তে দলীয় ফিক্হ শাস্ত্রের নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতর শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে তাদের স্বাধীন বিচার ক্ষমতাকে খর্ব এবং ইজ্‌তেহাদী শক্তির উন্মেষলাভের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে আকবরের সময় থেকে একটা বিশেষ শ্রেণীর ভিতর হিন্দু ধর্ম, হিন্দুদর্শন এবং পৌরাণিক কাহিনীর অধ্যয়নের প্রবণতা বাড়িয়া যায়। আকবরের আদেশ অথবা পৃষ্ঠপোষকতায় বহু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ এবং দর্শন শাস্ত্র অনূদিত হয়। ইছলাম ধর্ম শিক্ষার্থীগণের প্রতি পথে ঘাটে বিদ্রূপের শেল বর্ষিত হয়। জাহাঙ্গীরের শেষ জীবনে এবং শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম দিকে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটলেও দারাশিকোর প্রভাবে পরবর্তী যুগে মোগল আমীর ওমারাদের চিন্তাধারা এবং তামাদ্দুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আকবরের আদর্শই প্রতিফলিত হয়ে উঠে। দারাশিকো হিন্দু যোগী —সন্ন্যাসীদের সাহচর্যে অবস্থান করে বেদান্তদর্শনের অনুরাগী হয়ে উঠেন এবং অতীন্দ্রিয় সুফী মরমীবাদের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা ক'রে এক কিম্ভূতকিমাকার সাধনার ধারা আবিষ্কার ও প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি উপনিষদ, ভাগবৎ গীতা, যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থ এবং হিন্দু যোগীদের কতিপয় পুস্তক পারশীতে অনুবাদ—করেন। সুফী মতবাদের কয়েকখানা পুস্তকও তিনি রচনা করেন। ভ্রাতৃ-যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের পরাজয় এবং দারাশিকোর জয়লাভ ঘটলে ভারতবর্ষে ইছলামের ভবিষ্যৎ কোন্ রূপ পরিগ্রহ করত তা ভাবতেও শরীর শিউরে উঠে। বলা বাহুল্য — আওরঙ্গজেব আকবর ও দারার প্রভাব নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছলমানদের অন্তরে ইছলামী ভাবধারা আনয়নের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। নানা কারণে—তার চেষ্টা খুব বেশী ফলবতী হতে পারে নাই আংশিক সফল হয়েছিল মাত্র।

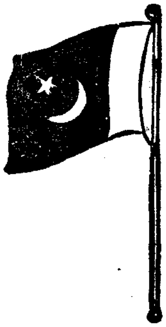

Contents

খোদার খা'নায় কে যাবি আয়!

—কাজী গোলাম আহ্‌মদ

খোদার খানায় কে যাবি আয়!
বাণ ডেকে যায় দিল্-দরিয়ায়॥

ইব্‌রাহিম যার বইলো পাথর
দেখ্‌তে সে ঘর মন যে কাতর
মাখ্‌তে আতর নবীর নূরের
ঝরণা ব'য়ে যায় যেথায়॥

কবে হবে সেথায় যাওয়া
যেথা শিলা, 'সাফা-মার্‌ওয়া',
'হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ'—মা হাজেরার
স্মৃতি আজো বয়॥

পড়েছে যেথায় নবীর কদম,
যে পাক ভূমিতে আবে 'জম্‌জম্',
মন ছোটে ঐ আরাফাতে
প'ড়তে নামাজ এক জুমায়॥

দিল দরিয়ার বাদাম তুলে
মন-মাঝি মোর ছুটে চলে
মা ফাতেমা, হাসান হোসেন
খেল্‌তো যে পাক ফুল-ধুলায়॥

বিলাসে-বিরাগ

—চৌধুরী ওস্‌মান

একদা ওমর হাজির হলেন নবীজির নিজ ঘরে,
শোবার ঘরের দশা দেখে তাঁর আঁস্থ এলো চোখ ভরে।
নবীর পরণে ছিল সাদাসিধে একখানি তহবন,
শোবার একটি চারপাই: চলে তাহার উপরে শয়ন।
শিয়রেতে শুধু একটি বালিশ, তাঁর কাছে আছে প'ড়ে
খোরমার খোসা, একমুঠো যব—মশক মাথার পরে।
ওমরের চোখে আঁস্থ দেখে নবী শুধালেন মধুস্বরে:
কি কারণে, ওহে বলতো ওমর, কাঁদছো এমন ক'রে?
ওমর বলেন: নিজের আরামে কে এতো নির্বিকার?
তুনিয়ার এই বাগবাগিচায় বাদশাহ কায়সার
চিরজীবনের সুখ-সম্পদ উপভোগ করে, আর
আপনি খোদার নবী হয়ে কেন এই হাল আপনার?
নবীজি বলেন: তারা যে নিয়েছে তুনিয়ার হুরমাত,
(আর) আমি যে নিয়েছি সকলের লাগি শুধু সেই আখেরাত।

Contents

"আল-ফাতেহা"

সৈয়দ রশীদুল হাসান, এম-এ, বি-এল।

"আল ফাতেহা" পবিত্র কোরআনের সর্ব্বপ্রথম সুরত। "ফাতেহ" শব্দের অর্থ— উদ্বোধনকারী বা যে খুলে দেয়। তাই সুরত "আল ফাতেহার" অর্থ—যে 'সুরত' দ্বারা কোরআন মজীদ উন্মুক্ত বা আরম্ভ করা হয়েছে। এই পবিত্র সুরতটি নমাজের জন্য অপরিহার্য্য। এই সুরত না পড়লে নমাজ হয় না। আবার নমাজ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ—অবশ্যকরণীয়।

তাই প্রত্যেক মুছলমানের পক্ষে এই সুরতটির অর্থ জানা এবং ইহার তত্ত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধির চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। এই পবিত্র সুরতের অর্থ বুঝতে পারলে, এর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে পারলে শুধু মুসলনান নয়, যে কোন বিবেচক ও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন লোক মানতে বাধ্য হবেন যে, এই সুরতটি প্রার্থনা হিসেবে অনুপম— অতুলনীয়। অন্যকোন ধর্মে এমন সার্বজনীন, সর্বব্যাপক সুন্দরতম প্রার্থনার নযির মিলবে না।

অনেক বড় বড় জ্ঞানী ও সুপ্রসিদ্ধ আলেম এই পবিত্র সুরতের বিশদ ব্যাখ্যা লিখে গিয়েছেন। আমি আলেম বা পণ্ডিত নই, তাই তেমন ধরণের কিছু পেশ করতে পারবোনা এবং সে প্রচেষ্টার পথে আমার অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্খাও নেই।— যেহেতু এই পবিত্র সুরত আমাদের সাধারণ জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাই আমার ইচ্ছা যে, সরল ভাষায় এই সুরতের সাধারণ অর্থ, ব্যাখ্যা ও আমাদের জীবনের সঙ্গে এর নিগূঢ় সম্বন্ধ সকলের সামনে পেশ করি! যদি এ মহান কার্য্যে কিছুটাও কৃতকার্য হই তবে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো। আল্লাহপাক আমার সহায়তা করুন এবং এই — খেদমতটুকু কবুল করুন, এই আমার আকুল আবেদন, আমিন।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে এই সুরতের সঙ্গে নমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাই প্রথমতঃ নমাজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

প্রত্যেক মুসলমানের উপর দৈনিক পাঁচবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমাজ পড়া ফরজ (فرض) —অবশ্যকর্ত্তব্য।

ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
(النساء)

"নমাজ মোমেনদের উপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিধি-বদ্ধ।" বস্তুতঃ কোন অবস্থায়ই নমাজ হতে অব্যাহতি নেই— এমনকি জেহাদে (ধর্মযুদ্ধেও) নমাজ মা'ফ নেই। যে মুসলমান নমাজকে অস্বীকার করে সে কাফের। কোরআন এ-করীমে আল্লাহপাক প্রায় বিরাশী (৮২) বার নমাজ কা'য়েম করার জন্য হুকুম দিয়েছেন এবং কোরআন পাকের প্রারম্ভেই আল্লাহ মোমেন-মোত্তাকীর যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন তার ভেতরে দ্বিতীয় স্থানই হ'ল নমাজের। প্রথম পরিচয়: অদৃশ্য আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করা—ইহাই ঈমানের ভিত্তি, দ্বিতীয় পরিচয়: নমাজ কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করা। "এই কিতাব (অর্থাৎ কোরআন), এতে কোন সন্দেহের অবকাশ— নেই, ইহা মোত্তাকী-দের (পরহেজগারদের, যাহারা আল্লাহকে— ভয় করে) হেদায়ত বা পথ প্রদর্শন করে, যাহারা (যে মোত্তাকীগণ) না দেখেই ঈমান আনে— অদৃশ্য আল্লাহকে না দেখেই বিশ্বাস করে এবং **নমাজ কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করে।**

الم ذالك الكتاب
لاريب فيه هدى
للمتقين الذين
يومنون بالغيب و
يقيمون الصلوة -

ঈমান মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত: বিশ্বাস ও কর্ম্ম—ঈমান ও আমল। একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। একটি অন্তরের জিনিষ ও অপরটি তারই বাহ্যিক বিকাশ। ঈমানের বহিঃপ্রকাশের প্রথম চিহ্নই হলো নমাজ। এই নির্দ্দিষ্ট

আমলের, অর্থাৎ নমাজের উপর আল্লাহ্ পাক এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন কেন? এটা বুঝবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এক কথায় বলতে গেলে, এই নমাজ মানুষকে সত্যিকার মানুষে—ইনসানে কামেলে পরিণত করে তুলতে পারে। এই নমাজ সৃষ্ট মানুষ এবং তার সৃষ্টিকর্ত্তা মা'বুদের সঙ্গে যোগ সম্পর্ক—স্থাপন করে। ইহা মানুষকে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা দান করে। নমাজ মানুষকে মানব জীবনের সত্যিকার উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়। আমরা অনেকেই নমাজ পড়ি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক সত্যিকার মানুষ বা যথার্থ ইনছান। তার কারণ আমরা নমাজের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বুঝে যেমন ভাবে নমাজ পড়া উচিত তেমন ভাবে পড়ি না এবং নমাজ থেকে আমাদের যে শিক্ষা গ্রহণকরা উচিত তা আমরা করিনা। তাই এখানে নমাজ ও নমাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু একটি কথা পেশ করার প্রয়োজন বোধ করছি।

নমাজের উদ্দেশ্য

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে নমাজ অন্তরে প্রদীপ্ত ঈমানের প্রকাশ্য চিহ্ন। নমাজের ভিতর দিয়েই ঈমানের বিকাশ। যদি নমাজের ব্যবস্থা না থাকতো তবে ঈমান বলতে কেবল একটা মুখের কথা ছাড়া আর কিছুই বুঝাত না। নমাজের আরবী শব্দ হলো الصلوة (আস্‌সালাত)। "সালাত" শব্দের এক অর্থ দোওয়া। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা, তাঁর কাছে ফরিয়াদ করা, কাঁদাকাটি করা। সেই প্রার্থনা, সেই ফরিয়াদ, সেই কাঁদাকাটির মূখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহতা'লার সঙ্গে একটা মধুর ও শুভ সম্বন্ধ স্থাপন করা।

অতি পবিত্র ও মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হলে আমাদের শরীর ও মনের পবিত্রতা অর্জন করা সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। এই শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ মুসলিম জীবনের চরম লক্ষ্য। দুনিয়ায় অবস্থিতিকালে দুনিয়ার সঙ্গে পূর্ণ সম্বন্ধ বজায় রেখে তাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছাতে হবে, ইহাই বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ইছলামের বাস্তব বিধান। দুনিয়াকে কোন ক্রমেই বর্জন করা চলবেনা, ন্যায় সঙ্গত উপায়ে দুনিয়ার দাবী মিটাতে হবে। কিন্তু দুনিয়ার সীমাহীন আরাম আয়েশের আকর্ষণ তাকে কখ্‌খনো বিভ্রান্ত করবেনা। দুনিয়ার অন্যায় অবিচার, পাপ তাপ তাকে স্পর্শও করবেনা। এটা সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, এই ধরণের উন্নত জীবন গঠন ও যাপন করতে হলে মানুষকে একটা সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে আদর্শ শিক্ষালাভ করতে হবে।

কোরআন পাকে আছে:—

واقم الصلوة - ان الصلوة تنهى عن الفحشاء
والمنكر و لذكرالله اكبر-

"নমাজ কায়েম কর। নমাজ অসৎ ও অন্যায় কার্য্য হতে বিরত রাখে এবং নিশ্চয় আল্লাহকে স্মরণ করা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কাজ"। তাই নমাজ আমাদিগকে শরীর ও মনের পবিত্রতা দান ক'রে সকল প্রকারের কুকর্ম্ম ও অন্যায় হতে দূরে রাখবে। নমাজ পড়া সত্ত্বেও যদি আমরা যাবতীয় অসৎ, অপকর্ম্ম ও অন্যায় কার্য্য হতে বিরত থাকতে না পারি বা বিরত না থাকি তাহলে বুঝতে হবে আমরা যথাযথভাবে নমাজের পাবন্দ হতে পারি নি।

নমাজ যেমন একদিকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং আল্লাহর প্রেমে জীবনকে সরস ও সুন্দর ক'রে তার আলোকে আলোকিত করে তুলে, তেমনি আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতিও প্রেম ও—ভালবাসার শিক্ষা দেয় আর জনসেবার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলে।

সাম্যের ও সত্যের শিক্ষা, দয়া-মায়া, ভালবাসা ও সহানুভূতির প্রেরণা দান করে, নমাজ মানুষকে জনসেবার উপযোগী ক'রে তোলে। যে নমাজ জাতি ধর্মনির্ব্বিশেষে জন সেবার (Service to humanity) শিক্ষা দেয়না, সেই নমাজ নমাজই নয়। আমাদের নবী করিম রহমতুল্‌লীল আলামীন (দঃ) এরশাদ করেছেন,— تخلقوا باخلاق الله - তোমরা আল্লাহর আখ্‌লাকে আল্লাহর গুণে, তার

ব্যবহারে নিজেকে গুণান্বিত ও রূপায়িত কর। কোরআন পাকে আছ :—

صبغة اللّٰه و من احسن من اللّٰه صبغة –

"আল্লাহুরই রং। আল্লাহুর রংএর চেয়ে সুন্দর রং আর কি।" অর্থাৎ ইলাহী গুণাবলীই সর্বোৎকৃষ্ট।

সৃষ্টি, প্রতিপালন, দান, দয়া, মায়া, ক্ষমা,—রহমত—এই সমস্ত আল্লাহুরই গুণ বিশেষ, আমাদেরও এই সমস্ত ও অন্যান্য ইলাহী গুণাবলীতে ভুষিত হতে হবে – ইহাই নমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

আল্লাহ পাকের চারিটি শ্রেষ্ঠতম গুণের বিশেষ পরিচয়ের সঙ্গে এই পবিত্র সুরত আরম্ভ করা হয়েছে। সেই গুণ চারিটি হলো : —

১। রবুবীয়ত (ربوبيت) : সৃষ্টি ও লালন-পালন।
২। রহমানীয়ত (رحمنيت) : দয়া ও করুণা।
৩। রহীমীয়ত (رحيميت) : বার বার দয়া—অসীম দয়া ও ক্ষমা।
৪। মালেকিয়ত (مالكيت) শাসন, সংরক্ষণ, ইন্‌ছাফ, বিচার ইত্যাদি।

এই চারিটি গুণের বিশদ আলোচনা যথাস্থানে হবে, মোটকথা মানুষকে আল্লাহর এই ধরণের গুণে গুণান্বিত হতে হবে। রসুলের (দঃ) নির্দ্দেশের অর্থও হলো এই।

সাধারতঃ মানুষ কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা ইত্যাদি রিপুরই বেশীর ভাগ বশীভূত।

তারপর এই সমস্ত কুপ্রবৃত্তি মানুষকে সব সময়ই অন্যা অপকর্ম্ম ও পাপের দিকে প্ররোচিত করছে। তাই নিজেকে সুপথে রাখতে হলে এবং চরিত্রবান, সংযমী, দয়াবান, দানশীল, সত্যবাদী ও সদ্ব্যবহারী করে তুলতে হলে তার সেই কুপ্রবৃত্তি গুলিকে বশীভূত ক'রে সুপ্রবৃত্তিসমূহকে শক্তিশালী করতে হবে। তাই তাকে সব সময়ই এমন একটা শক্তিশালী শিক্ষা অবলম্বন করে চলতে হবে এবং এমন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যে যখনই তার কুপথে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেবে তখনই যেন তাকে সেই শক্তি কুপথ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে; কুপ্রবৃত্তি (Evil propensity) যেমন সব সময়ই মানুষের সঙ্গে লেগেই রয়েছে,—সুতরাং তাকে দমন বা counteract করার জন্য যে শিক্ষা অবলম্বন করতে হবে মনের উপর সেটার প্রভাবও Constant বা চিরস্থায়ী হতে হবে। নমাজই হলো সেই স্থায়ী শিক্ষা (Constant training)। নূন্যকল্পে দৈনিক পাঁচ বার নমাজ পড়তে হবে। এবং প্রত্যেক বার যদি ঠিক ভাবে নমাজ পড়া হয়—যে ভাবে পড়া উচিত, তাহলে দুই নমাজের মধ্যবর্ত্তী সময়টুকুও নমাজের অবস্থা বলে গণ্য হবে। কিন্তু কি করে তা হয়? সে সব বলতে গেলে প্রবন্ধ অতি লম্বা হয়ে যাবে, তবে সত্যিকার ভাবে নমাজের মর্ম উপলব্ধি করতে পারলে এবং নমাজের প্রভাব জীবনে বিস্তার করলে সেটা বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হবে না। এক কথায় বলা চলে, মুসলমান সব সময় নমাজের অবস্থায় থাকে। ফলে তার দ্বারা কোন প্রকারের অন্যায় অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

ইসলাম দৈনিক পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ে সেই শিক্ষা বা Training এর ব্যবস্থা ক'রে এবং উহাকে ধর্ম্মের বাধ্যবাধকতার মধ্যে এনে প্রত্যেকের জন্য এই ট্রেণিংকে অপরিহার্য কর্ত্তব্য বা Compulsory করে দিয়েছে।

ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا –

"যথার্থই নির্দিষ্ট সময়ে নমাজ মোমেনদের উপর লিপিবদ্ধ"। কোন মুছলমান কোন অজুহাতেই এ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেনা। মুসলমান বলে দাবী করলে নমাজ পড়তেই হবে এবং এমন নিয়ম নিষ্ঠা ও সুষ্ঠু ভাবে পড়তে হবে যাতে ক'রে সত্যিকার মানুষ বা ইনসানে কামেল হওয়া যেতে পারে।

সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই আবহমান কাল থেকে, উপাসনা, এবাদত বা নমাজ জাতীয় প্রার্থনার ব্যবস্থা ছিল। নিজ প্রভু বা সৃষ্টিকর্ত্তার সম্মুখে—প্রাণের আবেগ নিয়ে, মনপ্রাণে কাঁদাকাটি করার ফরিয়াদ ও প্রার্থনা জানাবার এবং ক্ষমা চাইবার একটা সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু ভাইদের জন্যও দৈনিক একাধিকবার প্রার্থনার ব্যবস্থা ছিল, খৃষ্টান ও ইয়াহুদদের মধ্যেও দৈনিক 'সালাত' বা নমাজের

Contents

বিধান ছিল কিন্তু সেই সমস্ত দৈনিক ব্যবস্থার আনুগত্য আজকাল তাদের ভিতর বড় একটা দেখা যায় না। বৎসরে একবার পূজাপাট বা সপ্তাহে একবার গির্জ্জায় উপস্থিতি ছাড়া এ সব প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। আবার বর্ত্তমান বিকৃত সমাজ ব্যবস্থানুযায়ী হিন্দু ভাইদেরত সকলের পূজোপাটে অংশ গ্রহণেরও অধিকার নাই। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ ছাড়া পূজো হতেই পারেনা। কিন্তু আমাদের এবাদত বা উপাসনার যে ব্যবস্থ' তা সমভাবে সকলের উপর প্রযোজ্য। নমাজই ইস্‌লামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবাদত বা উপাসনা। ছোট বড়, ধনী নির্ধন সকলেরই ইহা সমভাবে পালনীয় এবং যথাসম্ভব একসঙ্গে একত্রিত হয়ে জমাতের সঙ্গে করণীয়। আমাদের হিন্দু ভাইদের মত বৎসরে মাত্র কয়েকটা দিন হৈ হৈ রৈ রৈ ক'রে আড়ম্বরের সহিত পূজো করে নিলেই এবাদত বা উপাসনা সুসম্পন্ন হয় না। অথবা সপ্তাহে একবার খৃষ্টানদের মত গীর্জ্জায় হাজিরা দিলেই উপাসনার কর্ত্তব্য পালিত হয়না। এবাদত বা উপাসনা প্রত্যেককেই করতে হবে। ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাপারে পৌরোহিত্য বা Representation এর স্থান ইস্‌লামে নেই। নিজ কর্ম্মের জন্য প্রত্যেকে নিজে নিজে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর নিকট দায়ী। নিজ নিজ সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে, ডাকতে হবে, প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে নিজে। আল্লাহকে কি করে ডাকতে হবে তা অতি সুন্দরভাবে আল্লাহ পাকই কোরআন মজীদে বলে দিয়েছেন।

قل ادعوالله اوادعوالرحمان ايا ما تدعو فله الاسماء
الحسنى - ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها
وابتغ بين ذالك سبيلا -

[হে রছুল (দঃ)], "বলে দিন, আল্লাহ বলেই ডাক বা রহমান বলেই ডাক (না কেন), তাঁরই সব সুন্দর নাম, চিৎকার করে করে প্রার্থনা করোনা এবং চুপটি করে মনে মনেও করোনা, এই দুটির মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করো'' কি সুন্দর উপদেশ, হৈ হৈ রৈ রৈও করোনা, একেবারে মনে মনেও করোনা, মাঝামাঝি ভাবে আল্লাহকে তাঁর যে কোন সুন্দর নাম নিয়ে ডাকো ও প্রার্থনা করো। সেই মাঝামাঝি পথই নমাজ যা রছুলে করিম (দঃ) আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছিলেন এবং মানব জাতিকে দিয়ে গেছেন। রছুল (দঃ) নিজে নমাজ প'ড়ে দেখিয়ে ও শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কি ভাবে নমাজ পড়তে হবে, তার সাহাবা এবং অনুসারীগণও নিজ নিজ জীবনে সে শিক্ষাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রে নমাজের সুষ্ঠু আদর্শকে মিল্লতের সম্মুখে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে রেখে গেছেন। যথাযথ প্রক্রিয়ায় তাই প্রত্যেক মুসলমানকে পাঁচ বার সেই নমাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং উক্ত নমাজ থেকে সম্ভাব্য যাবতীয় শিক্ষা নিজে পেতে হবে ও অপরকে দিতে হবে। —চলবে

Contents

"গ্রানাডার শেষ বীর"

—সলিম

১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ আন্দালুসের মূর সাম্রাজ্যের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইতেছে! শেষ যবনিকাপাতের যে আর বিশেষ বিলম্ব নাই তাহা চারিদিকের ঘটনাবলী হইতে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু যাহাদের নাম ও নিশানা পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলার জন্য কুটিল ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করা হইয়াছে, তাহাদের কিন্তু তখনও চেতনা জাগ্রত হয় নাই! ইহাই বোধহয় প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম! তাহারা যেভাবে যুগযুগান্তর ধরিয়া—শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে নিমগ্ন রহিয়াছে— ভ্রাতৃহত্যায় নিজেদের হস্ত কলুষিত করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের হৃদয় হইতে নিজেদের পরিণাম সম্বন্ধে অতি সাধারণ চেতনাও যে বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে—বিস্ময়বোধের কিছুই নাই!

যে মূর সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র আইবেরীয়া উপদ্বীপ (Iberian Peninsula) জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল, তাহা সঙ্কুচিত হইতে হইতে গ্রানাডা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী সামান্য ভূভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। উহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন গ্রানাডা নগরীর পর মালাগা নগরী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। মালাগা চতুর্দ্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। আর উহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ দ্রাক্ষাকুঞ্জ ও মিষ্ট ফল ভারাক্রান্ত বৃক্ষ সমন্বিত উদ্যান, শস্যশ্যামলা প্রান্তর এবং কুলকুলনাদিনী ঝর্ণা ধারার জন্য বিখ্যাত ছিল। এই মালাগা অধিকারের জন্য যখন "ক্যাস্টাইল" ও "আরাগণ" এর মিলিত সৈন্যবাহিনী উহা অবরোধ করিল, তখন গ্রানাডা অধিপতি মোহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ (যিনি ইতিহাসে বু-আব্দিল নামেই সাধারণত ভাবে পরিচিত) মালাগাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, উহা যাহাতে খৃষ্টান রাজদ্বয়ের করতলগত হয় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন! ক্যাস্টাইলরাজ ধূর্ত্ত ফার্ডিনাণ্ড গ্রানাডাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এই দাড়িম্বের প্রত্যেকটী দানা আলাদা আলাদা ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিব।" এই বিচ্ছিন্ন করার নীতিতে হতভাগ্য বুআবদিল হইল তাঁহার যন্ত্র স্বরূপ। কিন্তু নির্ব্বোধ বুআবদিলের সে জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত ছিল না। তাই ঐতিহাসিক কণ্ডে (Dr. J. D. Conde) মন্তব্য করিয়াছেন,—"যাহারা তাঁহার শত্রু, তাহাদের সমস্ত মনোবাঞ্ছাই বুআবদিল পূরণ করিয়াছিলেন; তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, যাহাদিগকে তিনি তাঁহার রক্ষাকারী বলিয়া ভাবিয়াছিলেন তাহারা পরিণামে তাঁহাকে গ্রাস করার জন্যই তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্থূলকায় করিতেছিল।"

তৎকালে গ্রানাডা নগরী ছিল বহু দিক দিয়াই অনুপম। সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের মধ্যে তখনও উহাই ছিল একমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল। নগরীর মধ্যে বিরাজিত ছিল অগণিত মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল আর হাম্মামখানা। অসংখ্য নয়নাভিরাম অট্টালিকার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্য্য ও সৌকর্য্যের চরম পরাকাষ্ঠারূপে "আল-হামরা" বা লোহিত প্রাসাদ বিরাজিত ছিল। উহার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্যের কথা বর্ণনা করিতে কবির লেখনী হার মানিয়া ছিল। নগরীর তৎকালীন অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষের উপর। উহা ছিল বহুবিধ শিল্পের প্রাণ কেন্দ্র। তাই অগণিত লোকজনের কলকোলাহলে উহা থাকিত সর্ব্বদাই মুখরিত। উহার প্রশস্ত রাস্তা ছিল প্রস্তরাবৃত। ২০টী অতি সুন্দর সিংহদ্বার দ্বারা বহির্জগতের — সহিত নগরীর যোগসূত্র ছিল গ্রথিত। তাহা ছাড়া এক সহস্র রক্ষীস্তম্ভ (Watch Tower) হইতে রাত্রিদিন পাহারার বন্দোবস্ত ছিল। গ্রানাডার চতুষ্পার্শ্বে বহু জনাকীর্ণ ৭টী উপনগরও বিরাজিত ছিল।

মালাগারের পতন সংবাদ যখন বুআবদিলের

কর্ণে আসিয়া পৌছাইল তখন তিনি তাঁহার— উজীরকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "ইউসুফ,— আমার সহিত আনন্দ যোগদান কর। যে কুগ্রহ গুলি আমার ভাগ্যাকাশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা দূরীভূত হইয়াছে। লোকে যেন আর আমাকে "ভাগ্যহীন" বলিয়া অভিহিত না করে।" কিন্তু উজীর তাঁহার মত এত নির্ব্বোধ ছিলেন না। তাঁই তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন "ঝড় আপাততঃ শান্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কিন্তু যে কোন মুহূর্ত্তে দিকচক্রবালে আবার উহা দেখা দিতে পারে। আমরা এখনও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ভাসমান। আর আমাদের চতুষ্পার্শে নিমজ্জিত পাহাড় আর চোরাবালীর স্তূপ। সুতরাং জাহাপানাহ, সব কিছু শান্ত হওয়ার পূর্ব্বে আপনি আনন্দোৎসব বন্ধ রাখুন।" অবুঝ রাজা এই সরল কথাটি সহজে বুঝিতে চাহেন নাই। অপরিণামদর্শী রাজাকে আনন্দ উৎসব হইতে নিবৃত্ত করার জন্য উজীরকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল।

"আলহামরা" প্রাসাদে বসিয়া হতভাগ্য— বুআবদিল যখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মালাগার গভর্ণর এর পতন আর তাঁহার তথাকথিত মিত্র খৃষ্টান রাজদের বিজয়লাভের সংবাদে হাসিয়া কুটিকুটি হইতেছিলেন তখন নাগরিকদের মনে কিন্তু অন্য রকম প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল। নগরীর পার্ক ও স্কোয়ারগুলিতে ক্ষুব্ধ জনতা ভীড় জমাইয়াছিল। "হায়, মালাগা" বলিয়া মালাগার হতভাগ্য নারীরা যে আর্ত্তনাদ তুলিয়াছিল, তাহাই নূতন করিয়া গ্রানাডার অধিবাসীদের কণ্ঠে হাহাকার রবে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। এই অবস্থায় বুআবদিল যখন পরম স্ফূর্ত্তিভরে আলহামরা প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন তাঁহার মুখের উপরই ক্ষুব্ধ জনতা তাঁহাকে "দেশদ্রোহী, বিশ্বাসহন্তা, শত্রুদের সহায়ক ও খৃষ্টানদের পদলেহনকারী" বলিয়া গালিদিল। শুধু তাহাই নয়। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মালাগার গবর্ণর "আজজগলের" শত মুখে তাহারা প্রশংসা করিল। বলিল "আজজগল ছিলেন দেশ-প্রাণ। তিনি বিধর্ম্মীর বশ্যতা স্বীকার অপেক্ষা আত্মত্যাগই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছেন। নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক হইলেও তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের দেশ-প্রেমিক। তিনি রাজ মুকুটের গৌরব রক্ষ করিতে জানিতেন। তাঁহার রাজদণ্ড প্রজাপুঞ্জের নিকট লৌহদণ্ড স্বরূপ বিবেচিত হইত বটে, কিন্তু উহা শত্রুদের প্রতি ছিল উন্মুক্ত খরশান তরবারী। কিন্তু বুআবদিলের স্বরূপ কি? তিনি যে তাঁহার তথাকথিত রাজদণ্ডের বিনিময়ে তাঁহার ধর্ম, তাঁহার দেশ, তাঁহার দেশবাসী, আত্মীয় স্বজন সব কিছুই জলাঞ্জলী দিতে বসিয়াছেন।" বিরূপ সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়া বুআবদিল ত্বরায়— আলহামরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং জনসাধারণ যাহাতে প্রাসাদ পর্যান্ত ধাওয়া না করিতে পারে তজ্জন্য উহার ফটক বন্ধ করিয়া দিলেন।

কিন্তু যে অসহায় অবস্থার মধ্যে তিনি— নিজেকে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মিত্ররূপী ক্যাষ্টাইল রাজ ফার্ডিনাণ্ডের আচরণে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। এক অশুভক্ষণে বুআবদিল ফার্ডিনাণ্ডের সাহায্যলাভার্থে যে চরম অবমাননাকর চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পূরণ করার জন্য ফার্ডিনাণ্ড তাকীদ দিয়া পাঠাইলেন। খৃষ্টান রাজের সাহায্যের বিনিময়ে বুআবদিল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি খৃষ্টান রাজের অনুগত সামন্ত হিসাবে তাঁহাকে নিয়মিত ভাবে বাৎসরিক কর দিবেন, তাঁহার আহ্বান মাত্র তাঁহার দরবারে হাজিরা দিবেন, প্রয়োজন মাফিক সৈন্য যোগাইবেন, এবং সর্ব্বোপরি "আলমীরা" "বাজা" প্রভৃতি নগরী যদি খৃষ্টান হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে তিনি মুর সভ্যতার— গৌরব-কেন্দ্র নগরীকুল-শিরোমণি গ্রানাডাকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া মাত্র কতিপয় জনপদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন। গ্রানাডাবাসীর বিক্ষোভ দর্শনে বুআবদিল প্রতিজ্ঞা পূরণের সাহস হারাইয়া ফেলিলেন। বিক্ষুব্ধ জনতার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তাই আলহামরার নিরাপদ প্রকোষ্ঠ হইতে তিনি ফার্ডিনাণ্ডের নিকট তাঁহার অসহায় অবস্থার কথা

বর্ণনা করিয়া কিছু দিন সময় দিবার জন্য সকাতর অনুরোধ জানাইয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু হায়, অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! যে ফার্ডিনাণ্ডের কাছে বুআবদিল সব কিছুই বিসর্জন দিয়াছিলেন, আজ সেই ফার্ডিনাণ্ডই তাহাকে অবিশ্বাসী আর প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী রূপে অভিহিত করিলেন। ফার্ডিনাণ্ড অবশ্য অপেক্ষা করার বা নিবৃত্ত হওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি অচিরাৎ গ্রানাডাবাসীর উদ্দেশ্যে এক চরমপত্র [ultimatum] প্রেরণ করিলেন। উহাতে লিখিত হইল, "কেবল মাত্র বশ্যতা স্বীকারেই নগরবাসীর জানমাল অক্ষুন্ন থাকিবে।"

গ্রানাডাবাসীর অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণের দাবী জানাইয়া ফার্ডিনাণ্ড যে চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহার কথা যখন মূসা বিন আবি গাস্‌সান এর কর্ণগোচর হইল তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কী, খৃষ্টানরাজ কি মনে করেন যে, আমরা সকলেই বৃদ্ধ হইয়াছি? আর লাঠিই আমাদের জন্য যথেষ্ট? তিনি কি সত্যসত্যই আমাদের সকলকে অথর্ব্ব বৃদ্ধ আর অসহায় নারী মনে করিয়া— লইয়াছেন? তাহার একথা জানা দরকার যে, মূরদের জন্মই হইয়াছে তরবারী পরিচালনার জন্য, বর্শা নিক্ষেপের জন্য আর দুরন্ত তাজী ধাবমান করার জন্য। যদি এসব হইতে তাহাদিগকে কখন বঞ্চিত করা যায়, কেবল মাত্র তখনই তাহাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন সম্ভব। খৃষ্টান রাজ আমাদের অস্ত্রশস্ত্র চান? বেশত তিনি আসুন! ক্ষমতা থাকিলে, তিনি ঐ গুলি আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারেন। কিন্তু এর জন্য যে মূল্য তাঁহাকে দিতে হইবে তাহা বোধ হয় তাহার ধারণার বহির্ভূত! আমার কথা হইতেছে এই যে, আমার সাধের গ্রানাডা রক্ষার্থে আমাকে যদি আত্ম বলিদান করিতে হয় তাহাতে আমি এতটুকুও পশ্চাদ্‌পদ হইব না। বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রাসাদের মধ্যে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় বিশ্রাম গ্রহণ অপেক্ষা এইরূপ বীরসুলভ মরণকে আমি সহস্র গুণে শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া মনে করি!"

এই সেই মূসা। গ্রানাডার শেষ বীর, যাঁর বীরত্ব কাহিনীর মহিমা কত শতাব্দীর পর আজও অম্লান রহিয়াছে। তিনি ছিলেন রাজ বংশসম্ভূত। যেমন সুন্দর, সুঠাম, ব্যায়ামপুষ্ট তাঁহার শরীর, তেমনই অদম্যতেজ, অপরিমেয় শক্তি, অতুলনীয় সাহস। যেমন তরবারী চালনায়, তেমনই বর্শানিক্ষেপে সমান দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন আর যেমন দ্বৈরথ যুদ্ধে, তেমনই সৈন্য পরিচালনায় তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সৈন্যদলের মস্তকমণি আর জনসাধারণের আদর্শ বীর! খৃষ্টান শক্তিনিচয় যে মুছলমানদের নাম ও নিশানা ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য কঠোর পণে ব্রতী, একথা তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ছিলেন। মৃত্যুভয়ে তিনি ভীত ছিলেন না, তদুপরি গ্রানাডা বাসীর সাহস ও পরাক্রমের উপর তাহার আস্থা ছিল অটল। ইহারই উপর ভরসা করিয়া তিনি ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলার সম্মিলিত বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি ফার্ডিনাণ্ডের চরমপত্রের উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, "গ্রানাডার যে অধিপতি ক্যাস্টাইল রাজের নিকট কর প্রেরণ করিতেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের টাকশালগুলিতে বর্ত্তমানে কোন মুদ্রা প্রস্তুত হয় না, এখন সেগুলিতে প্রস্তুত হইতেছে শুধু তরবারী আর বর্শাফলক"। মূসার তেজপূর্ণ বাক্যে নগরবাসীর অন্তর নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল! সম্মুখের কঠিন দিনগুলের কৃচ্ছ্রতা ও ক্লেশ সহ্য করার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই নির্ভীক উত্তর ফার্ডিনাণ্ডের হস্তগত — হইলে, তিনি সকলকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, — "আমাদের ধৈর্য্য ধারণ করা উচিত। অনাবশ্যক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া লাভ নাই।" কারণ গ্রানাডা কিরূপ সুরক্ষিত এবং গ্রানাডা বাসীরা কেমন যুদ্ধকুশলী তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তদুপরি মূরদের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রানাডা রক্ষার্থে মূর বীরেরা যেরূপ আপ্রাণ সংগ্রাম করিবে তাহাতে বিরাট আয়োজন ও প্রস্তুতি ছাড়া জয়লাভের আশা

সুদূর পরাহত। তাই ফার্ডিনাণ্ড সিদ্ধান্ত করিলেন, “এখন আমাদের ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত। এই বৎসর আমরা পল্লী অঞ্চল বিধ্বস্ত করিব; ফলে শহরে খাদ্যাভাব দেখা দিবে। পরবর্ত্তী বৎসর আমরা সহজেই নগর অবরোধ করিয়া উহার ক্ষুধাজীর্ণ অধিবাসীকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইব।” এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফার্ডিনাণ্ড প্রেরিত দুর্বৃত্তের দল গ্রানাডার পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত শস্যশ্যামলা সবুজ প্রান্তর ও মুসলিম অধ্যুসিত অঞ্চলগুলিকে অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিল। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সহিত গ্রানাডার যোগসূত্রও ছিন্ন করা হইল। ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ আর কৃষি ক্ষেত্রগুলি বিধ্বস্ত হওয়ায় গ্রানাডার পরাজয় যে সুদূর পরাহত নয়, তাহা ক্রমেই পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল।

জাল্লাকার মহাসমরের তিক্ত-স্মৃতি তখনও—স্পেনের খৃষ্টানদের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। এই মহাসমরে মূরেরা অচিন্তনীয়ভাবে জয়লাভ করেন। স্পেনের উদীয়মান খৃষ্টান শক্তিগুলি তখনকার জন্য পর্য্যুদস্ত হয় এবং স্পেনের মূর সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আর একটী নূতন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় যুক্ত হয়। আবার যাহাতে জাল্লাকারের পুনারবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন—করিয়া সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত হইয়া তারপর ফার্ডিনাণ্ড গ্রানাডার উপর চরম আঘাত হানিবার জন্য বহির্গত হইলেন (১১ই এপ্রিল, ১৪৯১ সাল)। উত্তর আফ্রিকার সহিত গ্রানাডার যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া তিনি তাঁহার নৌবহর জিব্রালটার প্রণালীতে পাহারায় নিযুক্ত করিলেন আর তিনি স্বয়ং স্পেন ও অপরাপর দেশের নামজাদা নাইট [knight] ও বিরাট সৈন্যদল সহ ১৪৯১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে গ্রানাডার তোরণ দ্বারে উপনীত হইলেন।

৫০ হাজার খৃষ্টান সৈন্যের পদভরে যখন গ্রানাডার আকাশ বাতাস ধুলিধুসরিত হইয়া উঠিল, তখন নগরবাসীদের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। শুধু তাই নয়; ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য আলহামরায় আহূত সভায় যখন সমবেত জ্ঞানী আর বিচক্ষণ সৈনাধ্যক্ষের দল জানালা দিয়া শত্রু সৈন্যের বিপুল শক্তির পরিচয় পাইলেন তখন তাঁহাদেরও ধারণা হইল যে পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে। দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ আর অসম যুদ্ধের ফলাফলের কথা ভাবিয়া তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। নগরের দুর্ব্বল চিত্ত গভর্ণর আবুল কাছেম আবদুল মালিক সমবেত সকলকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, “নগরবাসী ও ব্যবসায়ীদের হাতে এবং আমাদের নিকট যে খাদ্য-শস্য মওজুদ রহিয়াছে তাহাতে আমাদের সকলের কয়েক মাস অনায়াসেই চলিয়া যাইবে বটে কিন্তু ক্যাষ্টাইল রাজের নিরবিচ্ছিন্ন অবরোধের প্রতিকার কি ভাবে করা যায়? নগরবাসীদের মধ্যে যাঁহারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম এমন লোকের সংখ্যা অনেক কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ কিছু আশা করা যায় না। শত্রু যখন দূরে থাকে তখন তাহাদের বাহবাস্ফোটে কান পাতা দায়। কিন্তু সত্যিকার যুদ্ধের সময় আর তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহারা আমাদের চিন্তা বৃদ্ধি করা ছাড়া, আর কি কাজে আসিতে পারে?”

মূসার অদম্য সাহসে তখনও কিন্তু এতটুকুও ভাটা পড়ে নাই। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে এই অভয় বাণী শুনাইলেন, “নিরাশ হওয়ার মত কি ঘটিয়াছে? স্পেন-বিজয়ী মূরদের তপ্ত রক্ত এখনও আমাদের—শিরায় শিরায় প্রবাহিত। আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট আমরা বিসর্জন দিয়াছি, তাই আমাদের এই দুর্দশা। আবার যদি আমরা আমাদের স্বকীয়ত্ব পুনঃ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলি, তাহা হইলে আমাদের বিরূপ ভাগ্য আবার সৌভাগ্যের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত হইয়া উঠিবে। আমাদের যাহা কিছু রসদ সামগ্রী আছে তাহা যদি আমরা বিশেষ বুদ্ধি ও বিবেচনার সহিত কাজে লাগাই তাহা হইলে উহাতেই আমাদের অভাব—মিটিয়া যাইবে। আমাদের অশ্বারোহী ও পদাতিক যে সৈন্য দল রহিয়াছে, তাহা মোটেই নগণ্য নহে। শত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া আর শত রকমের বিপদ আপদের সম্মুখীন হইয়া তাহারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং ভুয়োদর্শন লাভ করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই।

Contents

তাহা ছাড়া নগরবাসীদের সম্বন্ধেই বা আমরা কেন নৈরাশ্যব্যঞ্জক মনোভাব পোষণ করিব? এই নগরে আজও ২০০০০ তরুণ রহিয়াছেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহারা স্বঃ স্ব গৃহ পরিবার রক্ষার্থে অভিজ্ঞ সৈনিক অপেক্ষা কোন অংশেই কম কৃতিত্ব দেখাইবেন না। আমাদের আরও খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। আমাদের অশ্বই আমাদের নৌবল; আমাদের অশ্বারোহীই আমাদের নৌবাহিনী। তারা পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে হানা দিয়া শত্রুদের আর শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণকারী কুলাঙ্গার মুসলমানদের গৃহে হানা দিক। আমরা অচিরে দেখিতে পাইব যে তাহারা ভারে ভারে খাদ্য শস্য লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।"

মূসার এই বাক্যে ভীরু ও কাপুরুষদের মনেও সাহস সঞ্চারিত হইল। চির-ভীরু আর অস্থিরচিত্ত বু-আবদিলও সাময়িকভাবে ইহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "আপনারাই রাজ্যের ঢাল স্বরূপ। আমাদের দেশ, আমাদের রাষ্ট্র ও আমাদের ধর্ম্মের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হইয়াছে, তার প্রতিশোধ আপনারাই লইতে পারেন। যাহা করা উচিত, তাহাই আপনারা করুন। আপনাদের উপরই রাজ্য রক্ষার ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।" মূসাকে সিপাহসালার পদে বরণ করা হইল। অশ্বারোহী সৈন্যদের নায়ক "নইম বিন রাজওয়াল" ও "মোহাম্মদ বিন জায়দা" তাঁহার প্রধান লেফ্‌টেনাণ্ট নিযুক্ত হইলেন। আবদুল করিম জেগরীর উপর নগরের প্রাচীর রক্ষার ভার অর্পিত হইল। স্বয়ং উজীর স্বেচ্ছাসৈন্য সংগ্রহ ও রসদ-সামগ্রী বণ্টনের ভার গ্রহণ করিলেন।

মূসা বলিলেন, "নগরের সিংহদ্বারগুলি উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হউক। প্রয়োজন মুহূর্ত্তে আমাদের দেহ দ্বারাই আমরা দ্বার বন্ধ করিব।" এই বাক্যে সমস্ত অধিবাসীর হৃদয়ে যেন বিদ্যুতের চমক খেলিয়া গেল। মূসা সত্যিকার বীর ছিলেন, বাক্য বীর ছিলেন না। আরভীং (Washington Irving) বলিয়াছেন, "ইহা মূসার বাহ্বাস্ফোট ছিল না, বা শূন্যগর্ভ ভীতি প্রদর্শনও ছিল না। তিনি বাক্যে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা আরও বেশী প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সব অদ্ভুত সাহসিকতার কার্য তিনি করিয়াছিলেন, যাহা বাক্যবীরেরা কল্পনাও করিতে পারে না। তাঁহার দৃপ্ত ভাষণ আর নিপুণ কর্মতৎপরতায় জনগণের ভয়বিহ্বলতা দূরীভূত হইল; শুধু শুনা যাইতে লাগিল অস্ত্রের ঝনঝনানী আর সমরায়োজনের ব্যস্ততাজনিত ঘট্ ঘট্ শব্দ। এই নবজাগ্রত উত্তেজনা দেখিতে দেখিতে সমগ্র অধিবাসীর মনে আগুন জ্বালাইয়া দিল; ফলে খৃষ্টান শক্তি তখনকার মত স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিরাট নগরীর সর্ব্বত্রই মূসা ঘূর্ণিবেগে ছুটাছুটি করিয়া সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যে বিপুল উৎসাহের বাণ ডাকাইয়া দিলেন। তরুণ সৈনিকেরা তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইল তাহাদের আদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক; প্রবীণ আর অভিজ্ঞ সৈনিকেরা তাঁহার ভিতর খুঁজিয়া পাইল তাদের সাধের সৈন্যাধ্যক্ষ। বাজারিয়া জনগণ তাঁহার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিল। দুর্বলদেহ বৃদ্ধ আর অসহায় নারীরা তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা রূপে বরণ করিয়া অজস্র আশীর্ব্বাণী বর্ষণ করিতে লাগিল।"

বাছাইকরা অশ্বারোহী সৈনিকদিগকে পূর্ণভাবে সজ্জিত অবস্থায় নির্বাচিত অশ্বসহ প্রত্যেক সিংহদ্বারে মোতায়েন রাখা হইল। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে তারা তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া শত্রুপক্ষের— গোপন গতিবিধি ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিল। মূসার প্রেরিত স্কাউটরা পুনঃ পুনঃ অবরোধকারীদের শিবিরে হানা দিয়া নিহত ও মরণোন্মুখ স্পেনীয় সৈন্য ও প্রচুর খাদ্যদ্রব্য কাড়িয়া আনিল। মূসার — নাম গ্রানাডাবাসীর মুখে মুখে সগৌরবে উচ্চারিত হইতে লাগিল। আর শত্রুপক্ষ তাঁহার নাম শুনা মাত্রই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িত। মূর স্কাউটদের এই প্রকার সাফল্যজনক হানা দেওয়ার ফলে ফার্ডিনাণ্ড অতিশয় চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন। কারণ এই সব স্কাউটেরা ছিল অতিশয় ক্ষিপ্রগামী। তাহাদের গতিরোধ করা বা তাহাদিগকে ধৃত করার মত সাহস

Contents

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্য তালিকা

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

তর্জুমানুল হাদীছের ১ম বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় শিক্ষার বিশ্বপ্রচলিত সাধারণ আদর্শ এবং ইছলামী আদর্শ, অষ্টম, নবম ও দশম সংখ্যায় "পাকিস্তানের শিক্ষানীতি বনাম প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক" এবং ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় "আমাদের শিক্ষাসমস্যার" আলোচনায় আমরা বিস্তৃতভাবে বিশ্বের বিভিন্ন—প্রগতিশীল দেশের অতীত এবং বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা এবং ইছলামী শিক্ষার আদর্শগত পার্থক্যের আলোচনা করিয়াছি, সুনিদিষ্ট ইছলামী আদর্শের ইঙ্গিতে আমাদের অর্জিত স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্য তালিকার ত্রুটী বিচ্যুতিসমূহও বিশ্লেষণ করিয়া—দেখাইয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী জাতির জনক কায়েদে আযম মরহুম মোহাম্মদ আলী যিন্নাহ ও উহার প্রথম প্রতিপালক কায়েদে মিল্লত মরহুম শহীদ লিয়াকৎ আলী খাঁ এবং অন্যান্য নেতা ও শিক্ষাবিদগণের উক্তি উধৃত করিয়া নবজাত রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের আশু প্রয়োজনীয়তার দিকে রাষ্ট্রের নবকর্ণধার এবং শিক্ষা পরিচালক বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছি।

দুঃখের বিষয় এ যাবৎ মুখে মুখে এই মহা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও আমাদের শিক্ষা নিয়ন্তাগণ বাস্তবক্ষেত্রে—পাঠ্য তালিকায় নামকে ওয়াস্তে এক আধটু পরিবর্তন ভিন্ন লক্ষ্যপানে এক পদও অগ্রসর হন নাই। কর্তৃপক্ষের এই চরম উদাসীনতা এবং বিশেষ করিয়া পাঠ্য তালিকায় আকাঙ্খিত পরিবর্তনে সীমাহীন দীর্ঘসূত্রতার কারণে উদ্ভূত অবাঞ্ছিত কুফল আজ রাষ্ট্রীয় আদর্শের মূলে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া দেওয়ায় এবং উহার ফলে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় সমূহ বিপদাশঙ্কা প্রকাশ পাওয়ায় তাঁহাদের টনক কিছুটা নড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। অবস্থার বিপাকে পড়িয়া এখন তাঁহারা শিক্ষার ইছলাম প্রদর্শিত নীতি অনুসারে এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার সমগ্র কাঠামটির পরিবর্তন এবং পাঠ্য তালিকার আমূল সংশোধনের চেষ্টায় শীঘ্রই ব্রতী হইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

(১৩০ পৃষ্ঠার পর)

বা বলবীর্য স্পেনীয় সৈন্যের ছিল না। তাহারা ছিল যেন জীবন্ত ঘূর্ণিবায়ু। ঘূর্ণিবায়ু যেমন পশ্চাতে—রাখিয়া যায় ধ্বংসস্তূপ, তাহারাও তেমনই পশ্চাতে রাখিয়া আসিত শত্রুপক্ষের হাহাকার। তাহাদের এইরূপ পৌনপুনিক হানার প্রতিবিধান করিতে অক্ষম হইয়া ফার্ডিনাণ্ড অবশেষে তাঁহার সমগ্র শিবিরের চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টন করিলেন। কণ্ডে মন্তব্য করিয়াছেন, "এই প্রাকারও যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় উহার চতুপার্শ্বে গভীর পরিখা খনন করিয়া উহার রক্ষা ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় করা হইয়াছিল।"……

শত্রুপক্ষের এই প্রকার রক্ষাব্যূহ নির্ম্মাণে মূসা কিন্তু এতটুকুও বিচলিত বা চিন্তিত হইলেন না। এই পরিখা ও প্রাকার উত্তীর্ণ হইয়াও স্কাউটেরা হানা দিতে লাগিল। এমন কি এক দিন ফার্ডিনাণ্ডের—নিজের শিবির সন্নিধানেই মুর স্কাউটের বর্শাফলক রৌদ্র কিরণে ঝকঝক করিয়া উঠিয়াছিল। মূসা—তাঁহার লোকজনদের বলিয়াছিলেন, "যে ভূখণ্ডের উপর আমরা দাঁড়াইয়া আছি তাহা ছাড়া সবই হারাইয়াছি। যদি এইটুকুও আমরা হারাই, তাহা হইলে আমাদের অস্তিত্ব এবং নাম সবই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।"

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

Contents

সরকারের এই নব জাগ্রত শুভ চেতনা শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে এবার আমাদের শিক্ষানিয়ন্তাগণকে পরিচালিত করিবে এ আশা বোধ হয় কতকটা দৃঢ়তার সঙ্গেই পোষণ করা যাইতে পারে। সুতরাং এই সময়ে তাঁহাদের এবং দেশের শিক্ষাবিদ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দের সম্মুখে আমরা বক্ষমান প্রবন্ধে আমাদের বিচারে জাতির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং উপযোগী পাঠ্য তালিকার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের প্রয়াস পাইব।

প্রচলিত তিন প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আমরা ইতিপূর্ব উল্লেখ করিয়াছি। পুরাতন পদ্ধতির — মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসঙ্গই প্রথম উত্থাপন করিতেছি। মানব জীবন একটি কঠোর সংগ্রাম ক্ষেত্র। এই সংগ্রাম প্রত্যেক দেশে ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। এই সংগ্রামে জয়লাভ এবং সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে শিক্ষ জীবনে সর্বাত্মক প্রস্তুতির চেষ্টা এবং সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পুরাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষায় উহা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। তাই জীবন যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় এই ব্যবস্থার শিক্ষার্থীদিগকে প্রায়ই হটিয়া আসিতে হয়। অনেকের মতে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর শারীরিক এবং মানসিক শক্তি নিচয়ের যথোচিত স্ফুরণ, বিকাশ এবং উহাদেরও সুষ্ঠু কার্যপ্রয়োগ সম্ভবপর নয়। ফলে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকবৃন্দের পক্ষে আগামী দিনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কতব্যপালন এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বহন ও জনগণের নেতৃত্ব দানের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন সম্ভবপর হইয়া উঠেনা। অধিকন্তু অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরবী ও উর্দু সাহিত্য, ছরফ নুহু ফেকাহ, উছুল, কালাম ও মন্তেক শিক্ষাদানের সহিত কোরআন, হাদীছ, তফছীর এবং বাংলা, ইংরাজী, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের দুরূহ চাপ নব শিক্ষার্থীর দুর্বল মস্তিষ্ক ও অবিকশিত চিন্তা শক্তিকে এমন এক অসহ গুরুভারে নোয়াইয়া ফেলে যাহার ফলে কোন বিষয়েই তাহাদের সুষ্ঠু জ্ঞানলাভ প্রায়সই ঘটিয়া উঠেনা বরং অবৈজ্ঞানিক পথ অনুসরণের ফলে ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা এবং মনন শক্তি জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়। ফলে শিক্ষার বিশিষ্ট দুই উদ্দেশ্য : আত্মশক্তির স্ফুরণ এবং জীবন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি উভয়ই একরূপ ব্যর্থ হইয়া যায়।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, প্রত্যেক পাকিস্তানী মুছলিম শিক্ষার্থীকে সাধারণভাবে এবং কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বিশেষ ভাবে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে। মোট কথা ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব আমাদের নিকট অনস্বীকার্য তো নয়ই বরং উহা বিশেষভাবে উপলব্ধির চেষ্টা করা কর্তব্য। আমাদের বিবেচ্য শুধু ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ্য তালিকা এবং শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠন ব্যবস্থা লইয়া। আমাদের বিশ্বাস অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত রাখা হইয়াছে, এমন কি সেই সব বিষয় উহার অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে আবার অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর বিশেষ কোন গুরুত্বই আরোপ করা হইতেছেনা। পূর্বেই বলিয়াছি এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের মনন শক্তির যথাযথ স্ফুরণ এবং স্বাধীন চিন্তা ও ইজতেহাদ শক্তির বিকাশ লাভের বিশেষ সুযোগ নাই।

প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষার আরেকটি বড় ত্রুটী এই যে, ছাত্রদের মাতৃভাষা এবং অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষনীয় বিষয় সমূহে সাধারণ জ্ঞানলাভ এবং চিন্তাশক্তির যথাযোগ্য স্ফুরণের পূর্বেই ধর্মীয় শিক্ষার দুরূহ ও বন্ধুর ক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিমূল এইভাবে কাঁচা রহিয়া যাওয়ায় ধর্মীয় শিক্ষার প্রাসাদ সুদৃঢ় ও মজবুত রূপে গড়িয়া উঠিতে পারেনা। এই বুনয়াদী ত্রুটীর প্রতি লক্ষ রাখিয়া এবং বৈষয়িক প্রয়োজন মিটাইতে এ ব্যবস্থার অনুপযোগিতার কথা বিবেচনা করিয়া কোন কোন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ প্রচলিত ওল্ডস্কীম মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দিয়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখিয়া সকল মুছলিম শিক্ষার্থীদের জন্য একই প্রকার সাধারণ শিক্ষার সুফারিশ জানাইয়াছেন।

Contents

এই সুফারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের পর উচ্চ মানের ধর্মীয় শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক বিশেষ ধরণের ব্যবস্থা থাকিবে। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের পর ছাত্রদের রুচি ও প্রবণতা এবং অভিভাবকবৃন্দের— সুনির্দেশ অনুসারে উচ্চ শিক্ষাভিলাষী শিক্ষার্থীগণ বিভিন্নদিকে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। গতানুগতিক ধারা এবং পুরাতনের প্রতি মোহান্ধ ব্যক্তিদের নিকট এই প্রস্তাব অভিনব বিবেচিত হইলেও সংস্কার মুক্ত মন লইয়া বিচার এবং বিবেচনা করিতে বসিলে ইহাতে আশঙ্কার কোন কারণ অথবা অভিনবত্বের কিছুই মিলিবেনা। ধর্মীয় শিক্ষা এবং বৈষয়িক শিক্ষার ভিতর একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা টানিয়া দিয়া আমাদের ভিতর পরস্পর বিরোধী দুইটি শ্রেণী সৃষ্টির জন্য বিদেশী শাসকমণ্ডলী যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন আমাদের বর্তমান আরবী এবং ইংরাজী শিক্ষা এখনও সেই পুরাতন পথ অনুসরণ করিয়া শ্রেণী বিদ্বেষ এবং পারস্পরিক ঘৃণা ও হিংসার জের টানিয়া চলিয়াছে। আমাদের নব গৃহীত ইছলামী আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিভেদনীতি এবং বিরোধমূলক মনোভাব ও তৎপ্রসূত হিংসা বিদ্বেষ ও ঘৃণা বোধের চির — অবসান একান্তভাবে কাম্য। অবশ্য শিক্ষা ব্যবস্থার একত্রীকরণের প্রস্তাব এবং পরবর্তী স্তরে বিশেষ— ধরণের উচ্চ মানের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা কি আকারে উহার শেষরূপ গ্রহণ করে উহা প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত পুরাতন পদ্ধতির মদ্রাসা শিক্ষার পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক এবং সহানুভূতিশীল ও সমর্থকবৃন্দ— উহার অস্তিত্ব বিলোপের প্রস্তাবে রাযি হইয়া— যাইবেন এতটুকু আশা কেহই করিতে পারেন না।

জীবনযুদ্ধে অসাফল্যের কারণ এবং বিশেষ করিয়া চাকুরী ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অসামর্থ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পুরাতন পদ্ধতির স্থলে নূতন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থায় উল্লিখিত বিশেষ উদ্দেশ্য কতকটা সাফল্যমণ্ডিত — হইলেও ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়া পড়ে। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, নূতন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্রগণ বাংলা, ইংরাজী, গণিত প্রভৃতি সাধারণ বিষয়সমূহের দিকেই অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিয়া থাকে এবং ইংরাজী শিক্ষার সাধারণ কুফল হইতে ছাত্রগণ বড় একটা অব্যাহতি পায় না। আরবী এবং ধর্মীয় শিক্ষায় ছাত্রগণ অত্যন্ত কাঁচা রহিয়া— যায় এবং ঐ সব বিষয়ে কোন রকমে পাশের নম্বর পাওয়ার জন্য যে সামান্য পরিমাণ শ্রম স্বীকার অথবা যে ধরণের কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন তাহার— অতিরিক্ত সাধারণ ছাত্রগণ আর কিছুই করিতে চাহে না। হাই মাদ্রাসা অথবা ইন্টার মেডিয়েট স্তর অতিক্রমের পর অধিকাংশ ছাত্রই জেনারেল লাইনে ঢুকিয়া পড়ে। ইংরাজী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভাবে ও আচরণে, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে তাহাদের উভয়ের সমস্ত পার্থক্য এবং স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত হইয়া যায়। আরবী জ্ঞানের দিক দিয়াও হাইমাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ আরবীসহ পাশ-করা হাই স্কুলের ছাত্রদের উপর বিশেষ গর্বানুভব করিতে পারে না। বরং কোন কোন সময় হাই স্কুলের মেধাবী ছাত্রদের আরবীজ্ঞান হাই মাদ্রাসার সাধারণ ছাত্র অপেক্ষা বেশীই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

এই সব বিষয় গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বর্তমান অবস্থাতে হাইমাদ্রসা শিক্ষা চালু রাখার বিশেষ কোন যৌক্তিকতা দৃষ্টিগোচর হইবে না। আগামী শিক্ষা সংস্কারে মাধ্যমিক ইংরাজী স্কুলগুলিতে আরবী এবং ধর্মীয় শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে এবং নূতন সিলেবাসে কোরআন, হাদীছ, ইছলামের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অন্যান্য মৌলিক বিষয় এবং ইছলামী আখলাক,— ইছলামের ইতিহাস ও তামাদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যসমূহের কোর্স একটা বিশিষ্ট স্থান পাইবে— এ ভবিষ্যৎ বাণী সহজেই করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় আগামী শিক্ষা ব্যবস্থায় নূতন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষার— অস্তিত্ব বজায় রাখার সপক্ষে একমাত্র ভাবালুতা ভিন্ন কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা

Contents

মনে করি না।

এখন প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনায় আসা যাউক। আমাদের ছাত্রবৃন্দের শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন এই শিক্ষাই গ্রহণ করিয়া থাকে। ইংরাজী শিক্ষার প্রতি ছাত্র এবং অভিভাবকগণের এই আগ্রহ ও ঝোঁকের কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ভবিষ্যৎ জীবনে বিবিধ উপায়ে উত্তম রুজী রোজগার, পদ, সম্মান ও কর্তৃত্বলাভ এবং সুখ ও স্বচ্ছন্দময় জীবন অতিবাহনের ইহাই শ্রেষ্ঠতম উপায় এবং প্রশস্ততম পথ। এই শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর যদি ইছলামী শিক্ষার আদর্শ প্রতিফলিত হইত এবং শিক্ষার ইছলামানুগ উদ্দেশ্য যদি সার্থক হইত তাহা হইলে আমাদের ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলার প্রয়োজন অথবা ইহা লইয়া আলোচনার কিছুই থাকিত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইছলামী আদর্শের প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে বিরাগ এবং অবজ্ঞার ভাবই ইহা দ্বারা প্রায়শঃ সৃষ্ট এবং জাগ্রত হইয়া উঠে। এই অবাঞ্ছিত ফলের কারণ আবিষ্কারের জন্য অধিকদূর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন করে না। এই শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন বিদেশী ইংরাজ শাসকবৃন্দ। আমাদিগকে আমাদের সুমহান ধর্ম, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও তমদ্দুন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত রাখিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন করিয়া তুলিবার ফন্দি আঁটিয়া ইংরাজের বিশ্বস্ত রাজ-কর্মচারী এবং ব্রিটীশ সাম্রাজ্য রক্ষার উপযুক্ত অস্ত্র হিসাবে অথবা আরও ঠিক মত বলিতে গেলে রক্ষাকবচ রূপে গড়িয়া তোলাই ছিল এই শিক্ষানীতির প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ৩টি সুপ্রসিদ্ধ R (Reading, Writing, Arithmetic— পড়ন, লিখন এবং অঙ্ক কষণ) এর শিক্ষায় দক্ষতা শিক্ষাদানই ছিল এই শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। অফিসাদির কার্যসমূহ সুচারু রূপে পরিচালন এবং হিসাবপত্র সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করিতে পারিলেই ইংরাজ প্রভুদের উদ্দেশ্য সাধিত হইত। এই জন্যই উপরোক্ত ৩ বিদ্যায় পারদর্শিতার উপরই ইংরাজী শিক্ষায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল।

শিক্ষার অন্যতম মহান উদ্দেশ্য যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সচেতনতা (National Consciousness) আনয়ন—একথা ইংরাজ শিক্ষাবিদ এবং শাসকগোষ্ঠি বহুকণ্ঠে স্বীকার এবং নিজেদের বেলায় প্রয়োগ করিলেও সাম্রাজ্যিক স্বার্থের গরজে এখানে উহা গোপন করিতেন এবং ভারতীয় শিক্ষার্থীদের অবচেতন মনেও যাহাতে কোন উপায়ে উহা ঢুকিতে না পারে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্য তালিকা সেইভাবেই নির্ধারণের নীতি তাঁহারা ঠিক করিয়া দিতেন। কিন্তু এত কিছু স্বত্বেও বাঙলার তথা ভারতের হিন্দু—সমাজ তাহাদের জাতীয় সাহিত্য এবং পশ্চিম ও উত্তর ভারতের মুছলমানগণ শক্তিশালী উর্দু সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিজস্ব তা'রীখ ও তমদ্দুনের সহিত ক্রমে ক্রমে পরিচিত এবং জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। বাঙলার মুছলমানদের অন্তরও উক্ত সাহিত্যের ছোঁয়াচে এবং প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনে আলোড়িত হইয়া উঠে। কিন্তু যে শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং পরিবেশের ভিতর দিয়া পূর্ববাঙলার ছাত্র ও যুব সমাজ গড়িয়া উঠে তাহাতে ইছলামী আদর্শের প্রভাব বিশেষ কিছু বিদ্যমান না থাকায় রাজনৈতিক ঝটিকা বেগ প্রশমিত হওয়ার পরই হঠাৎ-উজ্জীবিত জাতীয় চেতনায় এক নৈরাশ্যজনক স্তব্ধতার ভাব পরিদৃশ্যমান হয়। জাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসা এবং শক্তিস্তম্ভ—ছাত্র এবং কিশোর ও যুবমনে জাতীয় সচেতনতার স্থায়ী—বীজ রোপণ এবং উহার অঙ্কুরোদ্গম এবং ফলপ্রসূ সতেজ বৃক্ষের আশা একমাত্র সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সুনির্ধারিত পাঠ্য তালিকার ভিতর দিয়াই পোষণ করা যাইতে পারে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার আশা ছিল এক প্রকার আকাশ কুসুম কল্পনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এইদিকে যথাযোগ্য মনোযোগ প্রদানই ছিল আমাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কার্য। আমাদের এবং অন্যান্য মহল হইতে এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করা স্বত্বেও কর্তৃপক্ষ কেন যে বাস্তব, ফলপ্রসূ, কার্যকরী এবং উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই একথা বুঝিয়া উঠা সত্যই দুঃসাধ্য।

রাশিয়া এবং তুরস্কে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও রাজনৈতিক আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল অন্ততঃ উহা হইতেও আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তাদের কি শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল না? ইছলামের খাতেরে না হউক অন্ততঃ রাষ্ট্রের সুনির্ধারিত এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আদর্শের খাতেরে উক্ত আদর্শের তাৎপর্য ও মর্মকথা ছাত্রদের অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া তোলার এবং বিশ্বের অন্যান্য রাজনৈতিক আদর্শ ও দৃষ্টান্তের মোকাবেলায় ইছলামী জীবন ব্যবস্থা যে শ্রেষ্ঠতর এবং সুন্দরতর এই বোধ, বিশ্বাস এবং প্রতীতি তাহাদের হৃদয়ে উন্মেষিত করা এবং সদাজাগ্রত রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁহাদের উচিত ছিল। এই কাজ খুব কঠিন ছিল না। মনে রাখা প্রয়োজন ছিল যে, ছাত্র এবং যুব সমাজ যে আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পাকিস্তানের দাবীকে জয়যুক্ত করিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল উহার সঠিক ব্যাখ্যা শুনার, বাস্তব কার্যকারিতা দেখার এবং সাধারণ্যে উহার ব্যাপক প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণে তাহাদের উৎসাহের অভাব ছিল না।

আজ ইছলামের পরিবর্তে ইছলামের সম্পূর্ণ বিপরীত এক নাস্তিক্যবাদী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের প্রতি ছাত্র ও যুব সমাজের একটি বৃহৎ অংশের উংকট আগ্রহ ও প্রবণতা এবং ইছলামের প্রতি বৃহত্তর ছাত্রসমাজের বিরূপ মনোভাবের যে সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহার প্রধানতম— দায়িত্ব সরকার এবং সরকারী শিক্ষা বিভাগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

বাস্তবতার রুঢ় আঘাতে আমাদের সরকার দস্তুর মত হোচট খাইয়া তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সত্য সত্যই দদি সজাগ ও সচেতন হইয়া থাকেন এবং ব্রিটীশ আমলের পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন এবং আদর্শ মাফিক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বারা যদি এখনও পূর্ব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আগাইয়া আসেন তাহা হইলে উহাকে মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

এই পরিবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে শিক্ষার্থীদের মনে ইছলামের জাতীয় সচেতনতা (National consciousness) আনয়ন। আমরা যে জাতীয় চেতনশীলতার কথা বলিতেছি উহা হইবে আদর্শ ভিত্তিক। ইছলামের সুনির্দিষ্ট আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই এই জাতীয়তার ভিত্তি রচিত হইবে। এই আদর্শের সংরক্ষণ এবং জয়যুক্তির জন্য উহার সমস্ত অনুরাগীবৃন্দকে সুনিয়ন্ত্রিত সাধনা, সদা জাগ্রত ব্যাকুলতা, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং মহত্তম আত্মত্যাগের পথে সমভাবে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করিবে যে আত্মিক চেতনাবোধ উহাকেই বলা যাইতে পারে National consciousness বা জাতীয় চেতনশীলতা। ইছলামিক জাতীয়তার সহিত ভৌগলিক বা বর্ণগত জাতীয়তার আকাশ পাতাল পার্থক লক্ষযোগ্য। শেষোক্ত জাতীয়তার পূজারীগণ একটা নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখায় পরিবেষ্টিত দেশ অথবা বর্ণ বা রক্ত সম্পর্কিত নির্দিষ্ট মানব সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই একটি জাতীয় সরকারের অধীনে সংগঠিত হয়। এইভাবে সংগঠিত সরকার অন্যান্য দেশ ও জাতির উপর রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন অথবা প্রভাব বিস্তার দ্বারা এবং অর্থনৈতিক শোষণের সাহায্যে আপন জাতির সুখ-সম্পদ বৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হয়; এমন কি এজন্য আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করিতেও কসুর করেনা। ভৌগলিক ও রক্ত কেন্দ্রিক জাতীয়তার এই স্বার্থসর্বস্ব নীতি বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দুনিয়ার বুকে যে ভয়াবহ রক্তপাত এবং সর্বনাশা ধ্বংসলীলা ডাকিয়া আনিয়াছে বিশ্বের প্রতিটি দেশের আঘাত-জর্জরিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মানবগোষ্ঠী তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে।

অপর পক্ষে ইছলামের আদর্শ-প্রসূত জাতীয় চেতনশীলতার ভিতর এই ধরণের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থ সংরক্ষণের মনোভাব স্থান পাইবেনা। এই সচেতনতা সুমহান আদর্শের চুম্বক কেন্দ্রে বর্ণ-গোত্র-জাতি-নির্বিশেষে সকলকেই আকর্ষণ করিবে এবং পরস্পরের ভিতর সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহা-

Contents

দের যোগ-সূত্র স্থাপন করিবে। ইছলাম উহার স্বর্ণযুগে মুছলমানদের ভিতর এইরূপ সুগভীর জাতীয় চেতনশীলতার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের চিরমজ্জাগত বংশ, বর্ণ, রক্ত ও কুলীনতার গর্ব ও গরিমা বোধ নিশ্চিহ্ন করিয়া যুগযুগান্তর হইতে প্রচলিত—আত্মধ্বংসী ভ্রাতৃবিরোধ ও গোত্রীয় কলহের চির অবসান ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছিল। ইছলামের দেশ ও বর্ণ-গোত্র নিরপেক্ষ এই জাতীয় আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, দৃঢ় প্রত্যয় এবং উহার সংরক্ষণ ও জয়যুক্তির জন্য একনিষ্ঠ আগ্রহ, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং সুনিয়ন্ত্রিত কর্মতৎপরতাই দুন্য়ার চির অবজ্ঞাত, বর্বর ও যাযাবর উষ্ট্রচালকদিগকে এক সুমহান সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা ও অর্ধ বিশ্বের শাসনদণ্ড পরিচালনার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিল।

পাকিস্তান দুন্য়ায় অধুনা প্রচলিত সর্বনাশা—ভৌগলিক এবং রক্ত ও বর্ণকেন্দ্রিক জাতীয়তার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইছলামী জাতীয়তার সুনির্দিষ্ট ও সুমহান আদর্শের প্রস্তর-ভিত্তিতে পাক-রাষ্ট্রের ধবল-সৌধ রচিত হইয়াছে। ইছলামী আদর্শের ভিত্তিতে সাধারণ মিলন সূত্রে বিভিন্ন—মুছলিম দেশগুলির সহিত পাকিস্তান উহার ভ্রাতৃ-বন্ধন দৃঢ় করিবে, অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রের সহিত শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবে, আক্রান্ত না হইলে কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করিবেনা, কস্মিনকালে অপরের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের অথবা অর্থনৈতিক শোষণের কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিবেনা। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের ইছলামী আদর্শ এবং শান্তি ও ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে দুন্য়ার সম্মুখে প্রচার ও উঁচু করিয়া ধরিবে।—রাজ্যের অভ্যন্তরে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ন্যায় এবং উদার ব্যবহার প্রদর্শন করিবে। আর নিজেদের ভিতর গোত্র, বংশ, শ্রেণীভেদ, ভাষা ও প্রাদেশিকতার কৃত্রিম ব্যবধান এবং পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্য ও আচার পদ্ধতির স্থূল পার্থক্যগুলির গুরুত্ব হ্রাস করিয়া ইছলামী জাতীয়তার মৌলিক ঐক্যকে এবং — অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্বের যোগসূত্রগুলিকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করিয়া সকলের অন্তরে একাত্মবোধ জাগ্রত ও উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবে। সর্বোপরি স্রষ্টা, প্রতি-পালক ও ব্যবস্থাদাতা আল্লাহর সহিত বান্দার সঠিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁহার প্রতি মানবের কর্তব্য এবং তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিবে।

পাকিস্তান উপরোক্ত আদর্শকে রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দ্বারা কার্যকরী করিয়া তুলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন জাতি ও দেশের ভবিষ্যৎ স্তম্ভ ছাত্রদিগকে উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা। এ কাজে সাফল্য অর্জনের আশা করা যাইতে পারে তখনই যখন পাক-রাষ্ট্রের শিক্ষা নীতি রাষ্ট্রের এই মূল লক্ষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্ধারিত হইবে এবং উহার মাধ্যমে ছাত্রদিগকে ইছলামের বৈশিষ্ট্যময় জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা সম্ভব হইবে। এজন্য তাহাদিগকে ইছলামের মৌলিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহিত সু-পরিচিত এবং তাঁহাদের আশা ও আকাঙ্খা,—ইচ্ছা ও অভিলাষ, বিশ্বাস ও আচরণ এবং কথা ও কার্যগুলিকে উহারই ভিত্তিতে সুনিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সে এবং তাহার মত প্রতিটি সমভাবাপন্ন মানুষ বৃহত্তর জাতীয় সত্ত্বার একটি প্রয়োজনীয় এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই বোধ সঠিকভাবে হৃদয়ে জাগ্রত হইলে সে সমষ্টির বৃহত্তর কল্যাণ অথবা জাতীয় মর্যাদা রক্ষার খাতেরে বিনা দ্বিধায় সানন্দে এবং স্বেচ্ছায়—কতকটা সহজাত বৃত্তির তাড়নায় তাহার ব্যক্তিগত খোশখেয়াল, সুখ সুবিধা, এমনকি নিজস্ব অভিমত ও যুক্তি---সব কিছুকেই বিসর্জন দেওয়ার জন্য আগাইয়া আসিবে। কারণ সে এই সত্য উপলব্ধি করিতে শিখিবে যে তাহার নিজের, পরিবারের অথবা বংশের কিম্বা গ্রাম এবং সমাজের স্থায়ী সুখ এবং কল্যাণ জাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

Contents

পাকিস্তানের দাবী উত্থাপনের সূচনায় ভারতীয় মুছলমানের অন্তরে এই প্রাণ উন্মাদিনী আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হইয়াছিল যে, তাহারা হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং শ্রেষ্ঠতর এক জীবন ব্যবস্থার অধিকারী; তাহারা এই লৌহ-কঠিন— সঙ্কল্প লইয়া ঐক্যবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিল যে তাহাদিগকে এক পৃথক রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব জীবনাদর্শের ভিত্তিতে এক— সম্ভাবনাময় সুমহান ভবিষ্যত গড়িয়া তুলিতে হইবে। পৃথক জাতীয় সত্তার প্রতি এই প্রত্যয়দৃঢ় আত্মসচেতনতা, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের নব রূপায়ণ মানসে এই বজ্রকঠোর সঙ্কল্প এবং আত্মত্যাগের সামগ্রিক প্রস্তুতি অবশেষে শত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া জাতীয় আবাস— ভূমির প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই আবাস ভূমিকে সেই প্রতিশ্রুত আদর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করার আসল কার্য এবং উহার অস্তিত্বকে বাহিরের রাহুগ্রাস ও আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের সর্বনাশ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা এবং স্থায়িত্ব বিধানের বিরাট দায়িত্ব এখনও আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে। প্রকাশ্য অভিযান এবং সম্মুখ যুদ্ধে ইহার সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত করা যত কঠিন, আদর্শের মূলে সুকৌশলে আঘাত হানিয়া জনগণের নৈতিক মনোবল ভাঙ্গিয়া দিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তোলা তত কঠিন নহে। আমাদের শত্রুরা উভয় দিকে সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পাকিস্তানকে সুরক্ষিত এবং ততোধিক প্রিয় উহার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে উভয় দিকে প্রতর্ক্য প্রহরা এবং চিত্তকে সদা জাগ্রত রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পাকিস্তান আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করার কার্যে দেশের দুর্বার ছাত্রশক্তি বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। আজ এবং ভবিষ্যতেও এই রাষ্ট্রের ভৌগলিক এবং আদর্শগত সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই— দুর্ধর্ষ শক্তির সহায়তা একান্তভাবে অপরিহার্য। আগামী দিনে ইহারা দেশের কর্ণধার, শাসক এবং শাসন-যন্ত্রের পরিচালনে দায়িত্বপূর্ণ পদে উপবিষ্ট হইবেন। আজ যদি তাঁহারা আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকেফহাল না হন কিম্বা তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী— এবং জীবনের মূল্যবোধ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্যদিকে মোড় গ্রহণ করে তাহা হইলে রাষ্ট্রের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়া উহার অস্তিত্বের প্রশ্নে নিশ্চিতভাবে সঙ্কট দেখা দিবে। কারণ যে ভিত্তির উপর এই রাষ্ট্রের পৃথক সত্তা দাঁড়াইয়া আছে তাহাই যদি ধ্বসিয়া যায় তাহা হইলে উহা কিসের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে? এই জন্যই পাকিস্তানের নাগরিকদের— অন্তরে এবং বিশেষ করিয়া ছাত্রদের হৃদয়-মনে, চিন্তা-ভাবনায়, শয়নে-স্বপনে রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি অনুরাগ বর্ধিত এবং জাতীয় সচেতনতাকে জীবন্ত ও সদাজাগ্রত রাখিতে হইবে। এ উদ্দেশ্যসাধন সুপরিকল্পিত সিলেবাসের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিবে। এই জন্যই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং পাঠ্য তালিকার ভিতর ইছলামী জাতীয়তার সুস্পষ্ট ছাপ প্রতিফলিত করার উপর আমরা বক্ষমান প্রবন্ধে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ এবং সুদীর্ঘ আলোচনার শ্রম স্বীকার করিয়াছি। আমরা আমাদের কণ্ঠের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া এই বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলিতে চাই যে, পাকিস্তানের অস্তিত্ব বজায় এবং উহার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেই আদর্শ কার্যে রূপায়িত করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যতালিকায় এবং সিলেবাসে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্নভাবে এরূপ ভাবধারা প্রবহমান রাখিতে হইবে যাহাতে উপর বর্ণিত ইছলাম-ভিত্তিক পাকিস্তানী জাতীয়তার জীবন্ত দ্যোতনা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দেহ ও মন এবং রগ ও রিশায় অনুরণিত হইয়া উঠে।

এখন আমাদের সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে কি ধরণের সিলেবাস এবং পাঠ্য তালিকার সাহায্যে এই দ্যোতনা সৃষ্টি এবং চেতনবোধ জাগ্রত ও জীবন্ত রাখা সম্ভব তাহাই সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনার চেষ্টা করিব।

আমাদের মতে সকলের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে একই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক

শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয় শিক্ষা দান করা উচিত।

প্রথম, মাতৃভাষা; উহার উদ্দেশ্য হইবে মাতৃভাষায় অক্ষরজ্ঞানলাভ, ত্রুটীবিহীন পঠন এবং চিঠিপত্র ও সাধারণ বক্তব্য লিখিয়া প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন। দ্বিতীয়, প্রাথমিক অঙ্ক শিক্ষা যাহার ফলে ছাত্রগণ সাধারণ হিসাব পত্র সংরক্ষণের জ্ঞানার্জন এবং অভ্যাস গঠন করিতে সক্ষম হয়। তৃতীয়, ভূগোলের—প্রাথমিক জ্ঞান। ইহার উদ্দেশ্য হইবে ছাত্রদের মনোরাজ্যের সম্প্রসারণ এবং কল্পনা শক্তির উজ্জীবন। গতানুগতিক উপায়ে বন্দর, থানা, মহকুমা, জিলা, দেশ, রাজধানী, হ্রদ, নদী, পাহাড়, পর্বত, সাগর, মহাসাগর প্রভৃতির নাম অথবা সংজ্ঞা মুখস্থ করার রীতি পরিবর্জন করিয়া মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ গল্পের আকারে অথবা সম্মুখ দৃষ্টান্তের সাহায্যে চিত্তাকর্ষক উপায়ে ছাত্রদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে। বলা বাহুল্য পাকিস্তান এবং মুছলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং উহাদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। পাকিস্তানের উভয় অঙ্গের মোটামুটি পরিচয় প্রদান করিতে হইবে।

চতুর্থ, ইতিহাসের পাঠন প্রাইমারী শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচিত হইবে। প্রাথমিক স্তরে কোমলমতি ছাত্রদের মনে গভীর ছাপ অঙ্কনে ইতিহাসের সুলিখিত গল্প খুবই কার্যকরী হইয়া থাকে। এই জন্য ইসলামের ইতিহাস হইতে বাছা বাছা জীবনী এবং স্মরণীয় ঘটনা সমূহ গল্পের আকারে এমনভাবে ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের মানসিক গঠন ইসলামের সুমহান আদর্শিক ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে পারে—এবং মহৎ কাজের জন্য সাহস ও উদ্দীপনা এবং ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির জন্য কর্ম্ম ও ত্যাগের প্রেরণা লাভ করিতে পারে! প্রচলিত ইতিহাসের পুস্তকগুলিতে গতানুগতিক প্রথায় লিখিত শুধু যুদ্ধবিগ্রহের ধারাবাহিক বর্ণনা এবং সন ও তারীখ প্রভৃতির বিভীষিকা হইতে ছাত্রদিগকে এই স্তরে অব্যাহতি দিতে হইবে।

পঞ্চম, ধর্ম্মীয় শিক্ষা। প্রাইমারী স্তরে ইহাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়রূপে স্বীকার করিতে হইবে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখিত দিনীয়াতের "অপাঠ্য" বহিগুলি পড়িয়া তাহারতের নিয়মসমূহ আর—নমাজের অপ্রয়োজনীয় বাঁধাধরা আরবী নিয়ত এবং কতিপয় ছুরা না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া লইলেই ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারেনা। উহার উদ্দেশ্য হইবে ছাত্রদিগকে সত্যকার মুছলমান রূপে গড়িয়া তোলা। এই উদ্দেশ্যের সার্থকতার জন্য একদিকে যেমন কলেমা, নমাজের আবশ্যকীয় ছুরা ও দোয়া দরূদ, রোযার নিয়ম কানুন এবং অন্যান্য জরুরী বিষয় শিখিয়া লইতে হইবে তেমনি সাধারণ ভাবে ইস্‌লামী আদব কায়দা, নীতি-নৈতিকতা এবং শুভ ও নিন্দনীয় কাজগুলি সম্বন্ধেও ওয়াকেফ্‌হাল্ হইতে এবং ট্রেনিং গ্রহণ করিতে হইবে। কোরআন মজীদের বিশুদ্ধ পঠন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়িবার পুর্ব্বেই সমাপ্ত করিতে হইবে। ছোট ছোট ছূরা এবং আবশ্যক দোয়া দরূদ্ সমূহ অর্থ সহ শিখিয়া লইতে হইবে এবং দৈনিক অভ্যাসের ভিতর দিয়া ওজুর প্রক্রিয়াগুলি কার্য্যকরী ভাবে শিখিতে হইবে। ওয়ার্ধ স্কীমের অনুকরণে উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে ও সুলিখিত পুস্তকের সাহায্যে অজুর উপর ভিত্তি করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয় যাবতীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় স্বাস্থ্য বিষয়ক পৃথক পুস্তক পাঠ্য করার প্রয়োজন নাও দেখা যাইতে পারে।

আজকাল সর্বস্তরের ছাত্রদের মধ্যে সদাচরণের যে লজ্জাস্কর অভাব এবং বেআদবীর দুঃখজনক নিদর্শন অহরহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রাথমিক ও—মাধ্যমিক শিক্ষার সোপানে ইছলামী আচার ব্যবহার, আদব কায়দা এবং নীতি নৈতিকতা সম্পর্ক শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাবই এই জন্য বিশেষভাবে দায়ী। আমাদের জাতীয় দেহের শক্তি-আধার ছাত্র সমাজ হইতে এই মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ দূরীভূত করিতে হইলে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হইতেই কঠোর

নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়া তাহাদিগকে ইসলামী আদব কায়দায় শিক্ষিত ও সদাচরণে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের চিত্ত-মুকুরটির এরূপ—সুপরিষ্কৃত এবং স্বচ্ছ রূপ প্রদান করিতে হইবে যাহার ফলে ভাল ও মন্দের অনুভূতি, শুভ ও অশুভ বোধ উহাতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। এই এই বিষয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের হৃদয়ে এরূপ সুতীক্ষ্ণ ও সতেজ অনুভূতি শক্তি জাগ্রত করার চেষ্টা করিবেন যেন ছাত্রগণ সেই অনুভূতির প্রেরণায়—যাহা কিছু নিচ এবং কুৎসিৎ, মন্দ এবং অন্যায় তাহারই বিরুদ্ধে স্বভাব সঞ্জাত ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতে শিখে, আর যাহা কিছু মহৎ এবং সুন্দর, শুভ এবং কল্যাণকর তাহারই জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দ এবং গৌরব বোধ করিতে পারে। অবশ্য এই ধরণের অনুভূতি জাগরণের জন্য সুপরিকল্পিত ও সুলিখিত পুস্তকের যেমন প্রয়োজন, সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতার অনুসারী আদর্শ শিক্ষকের ততোধিক প্রয়োজন। হৃদয়ে শুভ অনুভূতির সৃষ্টি এবং দৈহিক সুঅভ্যাস গঠন শুধু পুস্তকের শিক্ষায় সম্ভব নহে, প্রেরণা সঞ্চারক শিক্ষকের দৃষ্টান্তমুলকআদর্শ এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশ এই জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং নিশ্চিতরূপে কার্যকরী।

সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক সোপান জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্তররূপে বিবেচিত হইবে। নানা কারণে অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে এই সোপান শেষে লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া জীবনের বিচিত্র কার্য ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। যাহারা মেধাবী এবং স্বচ্ছল অবস্থা-সম্পন্ন তাহারা তাহাদের যোগ্যতা এবং মানসিক প্রবণতা অনুসারে উচ্চ ও ব্যবহারিক শিক্ষার বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হয়। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরে এমন শিক্ষাধারার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন যাহার ফলে এই স্তর অতিক্রমের পর একদিকে সংসার প্রবেশেচ্ছু শিক্ষার্থীগণ জীবনের বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রস্তুতি সহ প্রবেশ লাভ করিতে পারে আর অতিরিক্ত পাঠেচ্ছু শিক্ষার্থীগণ সাধারণ উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ পর্যায়ের ধর্মীয় শিক্ষা, বিভিন্ন কারিগরী ও ব্যবহারিক বিদ্যার যে কোন বিভাগে যেন প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়। অন্য দিকে সবল শিক্ষার্থী ইছলামী আদর্শের মূল স্পিরিট এই সিলেবাসের মাধ্যমে এমন ভাবে যেন আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে যাহাতে উক্ত স্পিরিট তাহার জীবন সত্তায় ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যায়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোন ক্ষেত্রে সে অবস্থান অথবা যে কোন দায়িত্ব সে বহন করুক সে যে মুছলমান এবং মিল্লাতে ইছলামীয়ার একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ এই জাতীয় চেতনশীলতা এবং অনুভূতি তাহাকে সুনির্দিষ্ট সামাজিক দায়িত্ব ও সুব্যবস্থিত জাতীয় কর্তব্য প্রতিপালনে অনুপ্রাণিত রাখিবে।

উপরোক্ত বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ৫।৬ বৎসরের কোর্সে বিভিন্ন শ্রেণীর মান অনুসারে বাংলা, ইংরাজী ও আরবী সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান এবং—কোরআন ও হাদীছের শিক্ষা অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসাবে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দীর্ঘ হইয়া পড়ায় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা বাদ রাখিয়া যেসব বিষয়ের যথাযোগ্য পাঠন ব্যবস্থার উপর শিক্ষার ইছলামী আদর্শের পরিস্ফুটন এবং জাতীয় চেতনশীলতার বিকাশ নির্ভর করে শুধু সেই সব বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

নির্দিষ্ট দেশকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি পাশ্চাত্য মার্কা জাতীয়তার ঐতিহ্য হইতে ধার করা হইয়াছে। ইতিহাস শিক্ষাদানের এই ধারা ভৌগলিক জাতীয়তার আদর্শকে উৎসাহিত করিয়া থাকে। বিশ্ব শান্তির পক্ষে এই আদর্শ—বিপজ্জনক প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা মুছলিম জাতি—বিশ্বের সর্বত্র এ জাতি ছড়াইয়া আছে। পাকিস্তানের মুছলমান এই সুবৃহত জাতির একটি অংশ মাত্র। আমাদের জাতীয় জীবন পাকিস্তানের ভৌগলিক ইলাকাকে কেন্দ্র করিয়া শুধু পার্থিব স্বার্থ ও সুখ সুবিধা লুটিবার জন্য গঠিত হয় নাই, একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ এবং সুনির্ধারিত নৈতিক নীতির

কেন্দ্রমূলে সমবেত সমভাবাপন্ন, একই জীবন ব্যবস্থার অনুসারী ও গৌরবময় তমদ্দুনের ঐতিহ্যবাহীদের লইয়া উহা গঠিত। আমাদের জাতীয়তার এই আদর্শ সাম্যের ভিত্তিতে সমস্ত বনি আদমকে এক অখণ্ড ইছলামী ভ্রাতৃত্বের পবিত্র সূত্রে গ্রথিত করিতে চাহে। পাকিস্তানের মুছলিম সমাজ এই অখণ্ড মুছলিম জাতি ও ভ্রাতৃসঙ্ঘের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মাত্র। আমাদের ইতিহাস ইছলামী জাতীয়তার এই আদর্শকে সামনে রাখিয়াই লিখিত হইবে। আমাদের ছাত্রদের সম্মুখে এই মহান জাতির উত্থান, প্রসার ও সমৃদ্ধ এবং বিশ্বসভ্যতায় এবং মানবতার কল্যাণ ও সেবায় এই জাতির বিশিষ্ট অতীত অবদান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতগুলিকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। পাক-ভারতে মুছলিম শাসন এবং বিশেষ করিয়া পাকিস্তান অংশের জাতীয় কীর্তিগাঁথাসমূহ এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই উপস্থাপিত করিতে হইবে। এই জন্য শুধু রাজা বাদশাহকে কেন্দ্র করিয়া ইতিহাস লেখার গতানুগতিক রীতি যথাসম্ভব পরিহার করিয়া জাতির উত্থান পতনের সহিত সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ এবং ইছলামের পুনরুজ্জীবন ও আদর্শের রূপায়ণ কামনায় অনুপ্রাণিত আন্দোলনগুলির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

বাংলা, ইংরাজী ও আরবী সাহিত্য পঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য যদিও ভাষা শিক্ষা এবং সাহিত্যের—সহিত পরিচিতি লাভ তবু এই উদ্দেশ্যকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া জাতীয় আদর্শের সমর্থক এবং উহার সহিত সুসমঞ্জস বিষয়বস্তু উপরোক্ত সাহিত্যের পাঠ্য পুস্তকগুলির অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। জাতীয় আশা আকাঙ্খার পক্ষে ক্ষতিকর এবং আদর্শের পরিপন্থী কোন বিষয় শুধু সাহিত্যিক মূল্যের খাতেরে কস্মিনকালে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা চলিবে না।

আরবীকে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে অবশ্য পাঠ্য বিষয়রূপে গণ্য করিতে হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন আরবী আমাদের ধর্ম ও জাতীয় তমদ্দুনের বাহক। মহামূল্য এক বিশাল সাহিত্য এবং ধর্মীয় আলোচনার এক অমূল্য ও অফুরন্ত ভাণ্ডার এই ভাষাতে মওজুদ রহিয়াছে। আজও বিভিন্ন মুছলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন এবং ভাবের—আদান প্রদান এই ভাষার মাধ্যমেই হইয়া থাকে।

পদার্থ, রাসায়ণ, শারীর ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভুগোলের পাঠ্য বহিগুলি এমন ভাবে লিখিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ছাত্রগণ নাস্তিক্যবাদী এবং বস্তুতান্ত্রিক মতবাদের দিকে না ঝুকিয়া বিজ্ঞানের রহস্য এবং প্রকৃতির বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপের ভিতর অদৃশ্য আল্লাহর অসীম শক্তি এবং অনন্ত রহমতের আশ্চর্য নিদর্শন খুঁজিয়া লইতে পারে।

সর্বশেষ কথা, পুনর্গঠিত সিলেবাসে ধর্মীয় শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য, অপরিহার্য এবং অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু বিষয়বস্তুর নির্বাচন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি ওল্ড ও নিউস্কীম মাদ্রাসায় প্রচলিত সিলেবাস এবং পাঠন পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইবে। এই স্তরে ফিকাহ্‌র মছআলা অথবা হাদীছের বিরোধমূলক বিষয় এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে শিক্ষা দানের প্রয়োজন নাই। ইছলামের পঞ্চস্তম্ভ—কলেমা, নমাজ, ছিয়াম, যাকাৎ ও হজ্জের মোটামুটি হুকুম আহকাম এবং ফযীলৎ সম্পর্কে ছাত্রদিগকে অবহিত করাইতে হইবে এবং ওগুলির নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্য ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে সঠিক জ্ঞান দান করিতে হইবে। ব্যক্তি জীবনের আত্মিক পবিত্রতা, দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, সৎ স্বভাব ও সদাচরণশীলতা, সত্যবাদিতা ও—ন্যায়নিষ্ঠা এবং সর্বোপরী আত্মসংযম, আত্মশোধন এবং কৃচ্ছ্র সাধনার উপর ইছলাম যে ভাবে জোর দিয়াছে; অপরের দুঃখ মোচন এবং পরহিত ব্রতে অর্থ ও খাদ্যদান, নিজস্ব সুখ সুবিধা বিসর্জন এবং সমাজ কল্যাণ, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, মিল্লতে ইছলামীয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি ও গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য ইছলাম যেরূপ উৎসাহদান এবং আত্মত্যাগের পথে উহার অনুসারীবৃন্দকে আহ্বান জানাইয়াছে সেগুলিকে সেই দৃষ্টি ভঙ্গীতেই মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের সামনে তুলিয়া ধরিতে হইবে। এই বিষয়ে

ইছলামী রাষ্ট্রে মছজিদের ভূমিকা

—কামাল এ, ফারুকী

আড়ষ্টতা এবং পরাভব এই দুটি মাত্র শব্দের আক্ষরিক বঁধনে পাকিস্তানের বর্তমান নৈরাশ্যজনক অবস্থাকে বুঝান যেতে পারে। এর বহুবিধ কারণ খুজে বের করা যেতে পারে—দারিদ্র, দুর্নীতি,—অযোগ্যতা এবং আদর্শ বিরোধী অনুপযোগী ভাবধারার একরূপ অবাধ অন্তর্প্রবেশ! অবশ্য সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে বুঝতে পারা যাবে এর অনেকগুলোই—আসল বা মূল কারণ নয় বরং অন্য কতকগুলি গভীরতম কারণের প্রতিক্রিয়া মাত্র। এ সব গভীরতম কারণ সমূহের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অন্যসব কারণকে নিয়ন্ত্রিত করছে যে মুখ্যতম কারণ সে হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট—পক্ষের সুপরিকল্পিত এক অশুভ প্রচেষ্টা যা দক্ষিণ এশীয় মুছলিম দেশগুলোর ইছলামী পুনর্জাগরণ—আন্দোলনের গতিধারার মোড় ঘুরিয়ে বিপরীত দিকে পরিচালিত করতে চাচ্ছে।

ইছলামী রাষ্ট্রের আদর্শ

ভারতে আদর্শ ইছলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল তার মৌলিক প্রকৃতিটা কি ছিল? পাশ্চাত্য এবং হিন্দু এই দু দিক থেকে দু তরফা আক্রমণের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের মুছলমান তার স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষার তাকীদে এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে, তাকে বাঁচতে হলে মুছলমান হিসেবেই বাঁচতে হবে। সর্বপ্রথম সে মুছলমান এ বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে তার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনকে গড়ে তুলতে হবে, তার মৌলিক আনুগত্য হবে ইছলামের প্রতি, ভারতের প্রতি নয়, কোন নির্দিষ্ট প্রদেশের প্রতি তো নয়ই। যে সব রাজ্যখণ্ডে মুছলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তথায় তাদের জন্য পৃথক এবং স্বরাট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—উপরোক্ত উপলব্ধির সঙ্কেত থেকেই তারা এই স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছেছিল।

কিন্তু একটি স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য তার পেছনে বিপুল শক্তি সমাবেশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ

(১৪০ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

হাদীছের গ্রন্থসমূহ হইতে একটি মূল্যবান চয়নিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

জাতীয় চেতনার উন্মেষ এবং উহা সদাজাগ্রত রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইতিহাস, বাংলা এবং—আরবী সাহিত্য পুস্তকের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইতে পারে। কিন্তু কোরআন মজীদের শিক্ষা হইতে এ বিষয়ে অধিকতর প্রেরণালাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোরআনের তর্জমা মাধ্যমিক স্কুলের শেষ চারি শ্রেণীতে বিশেষ পরিকল্পনাসহ পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাই হইবে ধর্মীয় শিক্ষার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ সুপাঠ্য বিষয়। শেষ চারি শ্রেণীর প্রথম দুই শ্রেণীতে প্রধানতঃ নবী কাহিনী এবং শেষ দুই শ্রেণীতে ইছলামের মৌলিক শিক্ষা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্য এবং উহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতিফলক ছুরা ও আয়াত সমুহ পাঠ্য তালিকা ভুক্ত করিতে হইবে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারও পুনর্গঠনের প্রশ্ন বিশেষ ভাবে আলোচনার পর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক—শিক্ষার উপযোগী সিলেবাসের বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়া এইখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। সাধারণ উচ্চ শিক্ষা, বিবিধ ব্যবহারিক বিদ্যা, উচ্চ মানের ধর্মীয় শিক্ষা, নারী এবং বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আল্লাহ্ তওফিক দিলে পরে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা রহিল।

Contents

এবং হিন্দু উভয়ের অন্তরে এ বিশ্বাস জাগ্রত এবং বদ্ধমূল করে দেওয়ার প্রয়োজন ঘটেছিল যে, এ আন্দোলন প্রতিরোধ করার যে কোন প্রচেষ্টা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকে বিভীষণ আকারে রক্তপ্লাবনের দিকে ঠেলে দেবে। এ জন্যই পাকিস্তান আন্দোলনের—নেতৃবর্গ সমগ্র মুছলিম জনমণ্ডলীর ভাবপ্রবণতাকে এ আদর্শের পশ্চাতে আকর্ষিত এবং কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। একাজ সফল করে তোলার জন্য শুধু একটি মুছলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট বিবেচিত হ'ল না। ইছলামের আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞ, উদাসীন কিম্বা উক্ত আদর্শের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন তথাকথিত মুছলিম সরকার কর্তৃক শাসিত হওয়াকে জনগণ অমুছলিম শাসনের চাইতে বিশেষ কিছু লোভনীয় মনে করবে না। বরং ক্ষতিকরও ভাবতে পারে। কারণ শেষোক্ত শাসকবৃন্দ খোলাখুলি ভাবেই তা'দের আদর্শের প্রতি—সে আদর্শ যত ভ্রান্তই হোক না কেন—নিষ্ঠাবান এবং উহার অনুসারী হয়ে থাকবে। আসল যে ব্যাপারটি ভারতীয় উপমহাদেশের মুছলমানদের কল্পনায় উৎসাহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং যে কারণটি পাকিস্তান আন্দোলনকে অপ্রতিরোধ্য ও আবেগময় এক বিপুল গণ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে সহায়তা করেছিল তা ছিল একটি ইছলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিত্তাকর্ষক আদর্শ।

আদর্শের কার্যকরীকরণ

মুছলমানগণ হিন্দুর বর্ণগত গঠন-শৈলীর ভেতর নিজেদরকে বিলীন করে দিতে অস্বীকার করে বসল, তারা পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় বস্তুতান্ত্রিক—সাফল্যের আকর্ষণে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিয়ে নির্বিচারে এবং পুরোপুরিভাবে তাদের চালচলন এবং দৃষ্টিভংগীকে গ্রহণ করতে পারলনা; কারণ ইছলামের আদর্শ এবং যে জীবন বিধানকে ইছলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাদের নিকট সে সবের মূল্য ছিল অপরিসীম। প্রতিশ্রুত ইছলামী রাষ্ট্রে (শুধুমাত্র মুছলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানে নয়) ইছলামের সুমহান আদর্শকে রূপায়িত করা হবে—জনগণের অন্তরে নিক্ষিপ্ত এই সম্ভাবনাসমুজ্জ্বল বিশ্বাসই এ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় শক্তি যুগিয়েছিল। বক্তৃতার মঞ্চ এবং পত্রিকার পৃষ্ঠার মারফত সাধারণ বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তির জন্য অহরহ এই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিল যে, তাকে মুহূর্তের জন্য ভুললে চলবেনা যে, সে সর্বপ্রথম একজন মুছলিম এবং একথা সর্বক্ষণ তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু ব্যক্তিগতভাবে একজন সৎ মুছলিম হওয়াই যথেষ্ট নয়। ইছলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার নাম। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে উহার পূর্ণ এবং সার্থক রূপায়ণ দেখতে হলে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক দিকেই উক্ত ব্যবস্থা এবং বিধান সমুহের কার্যকরীকরণের জন্ উপযুক্ত সুযোগ এবং পরিবেশের প্রয়োজন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ইছলামের বৎসর গণনা মক্কায় প্রথম ওয়াহী অবতরণের পূণ্যমুহূর্ত থেকে শুরু হয়নি—শুরু হয়েছে সেদিন থেকে যেদিন স্বাধীন ইছলামী রাজত্ব ও ইলাহী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পবিত্র উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র দল মদীনায় শুভ পদার্পণ করেছিল।

আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম

তবু আশ্চর্যের বিষয় পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পরপরই এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সত্যকার ইছলামপন্থীদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সার্থক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি অদ্ভুত আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম ক্রমেই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। যে সব তথাকথিত মুছলমান শুধু হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ কিংবা আর্থিক অথবা অন্যবিধ আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে পাকিস্তান সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের নিকট ইছলামের প্রতি অনুরাগ-উদ্বুদ্ধ সংগ্রামীরা করুণার পাত্ররূপে বিবেচিত হতে লাগল। প্রথমোক্ত দলের নিকট ইছলাম ছিল একটি যন্ত্র বিশেষ—এ যন্ত্রের কাজ খতম হয়ে যাওয়ায় এখন উহা উপেক্ষার বস্তুরূপে পরিগণিত হল। যতই দিন যেতে লাগল তারা ততই ইছলাম বিরোধী ভূমিকায় এগিয়ে আসতে লাগল। তারা সীমা ছাড়িয়ে চলল এবং ইছলামকে মারাত্মকরূপে ঘায়েল করার

Contents

অপচেষ্টার এরূপ স্পষ্ট নিদর্শন দেখাতে লাগল যে, কোন চরমপন্থী অমুছলিম তার উৎকট স্বপ্নেও সে কথা কল্পনা করতে সাহস করতনা। তারা শরীঅতের বিধানকে উপহাস করল, তারা তাদের বিদ্যা ও বুদ্ধির দৌড়ে বাজীমাত দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাইল যে, ইছলাম একটি অ-ধর্মীয় "জীবন ব্যবস্থার" নাম অথবা পাকিস্তান শুধু এই হিসেবে একটি ইছলামী রাষ্ট্র যে, এর অধিকাংশ অধিবাসী "ঘটনাচক্রে" মুছলমান। তারা নিজেদেরকে সিন্ধি, পাঞ্জাবী অথবা বাঙ্গালীরূপে প্রতিভাত ক'রে তাদের আসল মূর্তিকে নগ্নরূপে প্রকাশ করে তুলল। ইছলামের প্রতি আনুগত্য এবং ভৌগলিক জাতীয়তার প্রতি বিরুদ্ধতার (যখন হিন্দুগণ মিলিত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল) বাহানা অতীতের মরচে ধরা অস্বচ্ছ স্মৃতিতে পরিণত হল। মুছলিম রাষ্ট্রের যে চিত্র তারা তাদের অন্তরে রচনা করেছিল তারই রূপায়ণের জন্য তারা অতীতের এক বিচ্ছিন্ন মুছলিম সম্রাটের অনৈছলামিক নীতিকে বেছে নিল।

উদ্দেশ্য প্রস্তাব,

এ সত্ত্বেও পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী ইছলামপন্থী দলের বিরামহীন চাপ ক্রমেই আয়তনে এবং পরিমাণে বেড়ে চল্‌ল। উদ্দেশ্য প্রস্তাবে স্বীকার করে নেয়া হ'ল যে, সমগ্র বিশ্বের উপর সার্বভৌম অধিকার একমাত্র আল্লাহর, স্বীকার করা হ'ল পাক রাষ্ট্রে মুছলমানদের ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত জীবন কোরআন এবং ছুন্নাহর নির্দেশানুসারে পরিচালিত করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে, মেনে নেয়া হল ইছলামের নীতি দ্বারাই রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু মুশকীল এই যে, কাগজে কলমে পাকিস্তান একটি ইছলামী প্রজাতন্ত্র রূপে কথিত এবং এ রাষ্ট্র ইছলামের নামে উৎসর্গীকৃত হলেও ইছলামের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট এবং লৌকিক পন্থীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চল্‌তে থাকল। অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ যদি পাকিস্তানে আদর্শের ক্ষেত্রে পরাজিতের মনোবৃত্তি এবং এর কর্মস্রোতে স্তব্ধতা এসে গিয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বিশ্বাস, ঐক্য এবং নিয়মানুবর্তিতার শক্তি দ্বারা যতই অনুপ্রাণিত হোক না কেন, কোন জনমণ্ডলীকেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য দু দিকে টেনে রাখা চলতে পারেনা। কোন জাতিকে ৫০ বৎসর পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট পথে (ইছলামের প্রতি আনুগত্যের) চলার জন্য উৎসাহিত ক'রে— আচম্বিৎ তাদের সমস্ত বিশ্বাস এবং প্রত্যয়গুলিকে উল্‌টাভিসারী ক'রে ভৌগলিক জাতীয়তার আদর্শকে ইছলামের অগ্রস্থলে বসাতে চাইলে তার পরিণাম রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলকে প্রকম্পিত করে তোলার সমূহ বিপদ ডেকে না এনে পারে কি?

অর্থনৈতিক স্বার্থ, বংশগত সম্পর্ক, ভাষাগত— সাদৃশ্য অথবা আঞ্চলিক জাতীয়তার আদর্শ নয়,— বরং ইছলাম এবং একমাত্র ইছলামই ভারতের— সহিত পাকিস্তানের পুনঃ অন্তর্ভুক্তির স্বপ্ন অথবা বাঙলাভাষী বাঙ্গালীদের জন্য স্বতন্ত্র বাঙ্গালার কল্পনা কিম্বা একক সেচ ব্যবস্থায় জড়িত মিলিত পাঞ্জাবের খেয়াল অথবা পস্তভাষী পাঠান জাতির জন্য পৃথক পখতুনিস্তানের পরিকল্পনার উপর অবিচ্ছেদ্য ও সার্বভৌম পাকরাষ্ট্রের ধারণাকে উর্ধে ধরে রেখেছে।

এতৎসত্ত্বেও—যেমন কোরআন আমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছে—আল্লাহ মোনাফেকদেরকে ক্রমবর্ধমান অন্ধতার ভেতরে অসহায় ভাবে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করবেন। পাকিস্তানের জন্য ইছলামের গুরুত্ব সম্পর্কে এই সহজ ও চিরস্মরণীয় কথাটি রাষ্ট্রের এক শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে, এবং — ভবিষ্যতেও যেতে থাকবে। কিন্তু এ সব ইছলাম-বিরোধী ও ধর্ম-বিরোধী দল সম্বন্ধে এত কথা বলার পর স্বয়ং ইছলামপন্থীদের সম্বন্ধেও চিন্তা ও পরীক্ষা করে দেখার সময় সমুপস্থিত হয়েছে। এখন — আমাদেরকে এই আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে যে, আমরা নিজেরা এই বেদনাদায়ক ও হতাশব্যঞ্জক অবস্থার জন্য কতটা দায়ী। ভেতরে এবং বাইরে ইছলামের শত্রু চিরদিন ছিল এবং থাকবে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন ইছলাম অতীতে শত্রুদলের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে বিজয়মাল্য গলে ধারণ করতে সামর্থ হয়েছে, আল্লাহ মুছলমানদের জন্য

বিজয় সাফল্য মঞ্জুর করেছেন শুধু তাদের কর্মশক্তি, নৈপুণ্য এবং ঈমানাসক্তির কল্যাণে। সুতরাং আজ গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে বর্তমান আড়ষ্টতা এবং বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য ইছলামের সমর্থকবৃন্দের অবহেলা এবং ত্রুটীকে কতটুকু দায়ী করা যেতে পারে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পূববাঙলার দাঙ্গার কথাটি স্মরণ করুন, যখন এক মুছলমান অন্য মুছলমানের দেহে অস্ত্রাঘাত হেনেছিল। সেখানে কি এমন কোন ক্ষমতাসম্পন্ন মুছলিম দল ছিলনা যারা সংগ্রামরত দল দু'টিকে তাদের ইছলামের প্রতি মৌলিক বন্ধনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারতো আর পারতো ইছলামের মহান ভ্রাতৃত্বের পয়গামের প্রতি তাদের দৃষ্টি অকর্ষণ করতে যা ছিল প্রদেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত এবং অঞ্চলগত পৌত্তলিক বন্ধনের চেয়ে — সহস্রগুণে উৎকৃষ্টতর?

মুছলিম জনগণের দায়িত্ব

নিশ্চিতভাবে এটা ইছলামী রাষ্ট্র এবং তার সরকারী দফতর সমূহের দায়িত্ব যে, তারা ইছলামী পদ্ধতিতে যথাযথভাবে মুছলমানদের সমষ্টিগত উন্নতির ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। কিন্তু সরকার যদি তাঁদের এই মহান দায়িত্ব প্রতিপালনে অসমর্থ কিম্বা অকৃতকার্য হন, তাহলে কি মুছলিম জনবৃন্দ চুপ করে বসে থাকবে? না, তারা এভাবে নিষ্ক্রিয় বসে থাকতে এবং নিজেদের কে সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত মনে করতে পারে না। বিচার দিবসে আল্লাহ্ এ বিষয়ে তাদের কোন অজুহাত গ্রাহ্য করবেন মনে হয় না। খাদ্য, গৃহ-সংস্থান, কর্মনিয়োগ প্রভৃতি—ব্যাপারে সরকার যখন তাদিগকে সহায়তা করতে অসমর্থ হন তখন কি তারা নিজেরাই সে সবের সমাধানে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেনা? কাজেই তারা ন্যায়সংগত ভাবেই জিজ্ঞাসিত হতে পারে কেন তারা ইছলামের খাতেরে (যে ইছলামের প্রতি তারা তাদের প্রাথমিক আনুগত্য প্রচার করতো) সে শক্তি নিয়োজিত করতে পারেনি।

ইছলামী আদর্শবাদের সামাজিক দিক

কোন নির্দিষ্ট মুছলমানের পক্ষে ইছলামের ব্যক্তিগত বিধিনিষেধ মেনে চলাই যথেষ্ট নয়।—ইছলামী আদর্শবাদের সামাজিক দিকসমূহের রূপায়ণের উপায় পদ্ধতির অনুসন্ধানে তাকে বিরামহীন ভাবে ব্যাপৃত থাকতে হবে এবং সেগুলোকে সংগঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কত ক্ষুদ্র আকারে সে তার কাজ আরম্ভ করল সে প্রশ্নে কিছু এসে যায় না। আসল কথা হল, কাজের যে পদ্ধতি সে নির্বাচন করে নিল তারই ভেতর দিয়ে সে এমন একটা--নমুনা সংস্থাপন করতে উদ্যমশীল হবে যা অন্য মুছলমানকে অনুপ্রাণিত করে তুলবে, অতঃপর তারা পূর্ববর্তীর পন্থা অনুসরণ ক'রে অন্যদেরকেও আকর্ষিত করবে এবং এই ভাবে কালক্রমে রাষ্ট্রব্যাপী একটি বিপুল সংগঠনের কেন্দ্রস্থল তারা রচনা করে ফেলবে। সঠিক পদ্ধতির গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে যদি আমি বদান্যতার ক্ষেত্র থেকে কয়েকটি উদাহরণ পাঠকবর্গের সম্মুখে পেশ করি। এতে আমার বক্তব্যও আশা করি স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। প্রত্যেক শহরেই মুছলমান সমাজে দানশীল ব্যক্তি রয়েছেন, তাঁরা বিবিধ কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ দান করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের অর্থ খরচের পদ্ধতিটা এমনি ত্রুটীপূর্ণ যে, উক্ত জনহিতৈষী দাতার কেহ যদি আগামী কল্য মৃত্যুমুখে পতিত হন তাহলে তাঁর বদান্যতার কোন নিদর্শনই কয়েক বৎসর পর আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, এক ঝুড়ি ফল দান করার চাইতে একটি ফলবান বৃক্ষ অথবা তার বীজ দান করাই শ্রেয়তর। যদি একটি কোরআন শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অর্থ নিয়োজিত করা হয় তা'হলে সে অর্থ এমন ভাবে ব্যয় করতে হবে যাতে করে সেই বিদ্যালয়—তার শিক্ষকবর্গ ও সাজ সরঞ্জামসহ পরিণামে একটি আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ ধরণের বিদ্যালয়—যার সম্মুখে রয়েছে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত—এমন এক শত জন কোরআন

Contents

শিক্ষকের চাইতে উত্তম। তাদের কর্মতৎপরতা দাতা ও ব্যবস্থাকর্তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যাবে স্তব্ধ। প্রতি শীত মৌছুমে দরিদ্রদের মধ্যে স্তূপীকৃত কম্বল বিতরণের যে পূণ্য, তার চাইতে মহত্তর পূণ্য লাভ করা যেতে পারে যদি ঐ অর্থে এমন একটি কম্বল ফ্যাক্টরী নির্মাণ করা যায় যেখানে এই সব দীন দরিদ্র ব্যক্তিগণ কর্ম সংস্থান করতে সক্ষম হবে এবং প্রতিষ্ঠানের স্থিরীকৃত ছনদের শর্তানুসারে উহার লভ্যাংশ অথবা লাভের বৃহত্তর অংশ প্রতি বৎসর কম্বল বিতরণের কাজে ব্যয়িত হতে পারবে।

পদ্ধতির গুরুত্ব

সমসাময়িককালের মুছলমানদের দান পদ্ধতি প্রকৃতিগতভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এর ফল বহুলাংশেই অপব্যয়মূলক এবং ব্যয়িত অর্থের সহিত আনুপাতিক হিসেবে ফল একান্তভাবেই অসামঞ্জস্যকর। ইহার স্থায়িত্ব নির্দিষ্ট দাতার জীবনকালের ওপরই নির্ভরশীল। খ্রীষ্টানরা মুছলমানদের চাইতে অধিকতর দানশীল—উভয়ের অর্থ-সম্পদের অনুপাত স্মরণ রাখলে এরূপ ধারণাপোষণ করা অত্যন্ত অন্যায় হবে। কিন্তু উভয়ের দানশীলতার ফল সকলের সম্মুখেই দেদীপ্যমান। করাচীতে Seventh Day Adventist অথবা Holy Family এর মত খৃষ্টান হাসপাতালগুলির প্রতি লক্ষ করুন অথবা YMCA এবং YWCA এর মত সুপ্রশস্ত এবং বহু শিক্ষক-সমন্বিত খৃষ্টান স্কুলগুলোর কথা স্মরণ করুন। তাদের কার্যক্ষেত্রের পরিধি সুবিপুল। এসব প্রতিষ্ঠান সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে এমন কি ক্রমশঃ উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছতে থাকবে, কারণ ওগুলোকে সঠিক পদ্ধতির ওপরে গ'ড়ে তোলা হয়েছে। পদ্ধতির সুনির্বাচনের গুরুত্ব এক মুহূর্তের জন্যও এর সংগঠকগণ বিস্মৃত হননি। করাচীর পার্শী সমাজের কথাও একবার ভাবুন। একথা সত্য যে, তুলনামূলকভাবে তারা একটি সমৃদ্ধ সমাজ। কিন্তু শুধু অর্থ সম্পদের প্রাচুর্যকেই তাদের সুব্যবস্থিত শিক্ষা, গৃহ, চিকিৎসা এবং কর্মসংস্থান প্রভৃতির সুযোগপ্রাপ্তি ও সুবিধাভোগের কৈফিয়ৎরূপে গণ্য করা যেতে পারে না। এখানেও পুনঃ সেই একই কথা। মহত্তর পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগের ফলেই মুছলিম এবং পার্শী সমাজের মধ্যে এই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ইছলাম একটী সর্বব্যাপক ব্যবস্থা

পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরবর্তী কথার তাৎপর্যকে স্পষ্টতর করে তুলবে। ইছলাম একটি সর্বব্যাপক ব্যবস্থার নাম। আল্লাহর নির্দেশাবলী—যেমনভাবে তাঁর নবী (দঃ) কার্যে পরিণত ক'রে দেখিয়ে গেছেন—ঠিক তেমনিভাবে মানুষের ব্যক্তিগত আচরণে, তার সামাজিক সম্পর্কে, তার দলীয় সংগঠনে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আনুষ্ঠানিক অথবা অন্যবিধ কার্যকলাপে প্রয়োগ করতে হবে। এ সব কার্যকে শুধু আল্লাহর নির্দেশাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত রাখলেই চলবেনা, বরং, যেহেতু মানুষের জীবন একটী অবিচ্ছেদ্য সত্তা যার অংশবিশেষ অপর প্রতিটি অংশকে এবং সমগ্র সত্তাকে প্রভাবিত করে, সুতরাং এর প্রতিটি কার্যকলাপকে পরস্পরের সঙ্গে স্পষ্টভাবে সম্পর্কিত রাখতে হবে। যে লোক নামাজ পড়ে অথচ রোজা রাখেনা সে তার নামাজের মূল্যকে নিজেই খাট করে দিচ্ছে। যে লোক ব্যক্তিগত আচরণে বেশ ভাল মুছলমান রূপে পরিচিত সে যদি রাজনীতি ক্ষেত্রে ইছলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অগ্রে তার প্রদেশকে স্থান দান করে, তাহলে পরিণামে সে নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে তার ইছলামের আনুষ্ঠানিক কর্তব্যসমূহ সম্পাদনেও গাফলতি দেখাতে শুরু করেছে। সততা (Goodness) এমন সর্বগুণ সারৎসারের নাম যা সাধুতা, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, মহানুভবতা, দানশীলতা, ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা সব রকম গুণের ভিতর প্রকাশ লাভে সক্ষম। যদি আমি বলি, আমি সাধু হব কিন্তু দয়ালু হবনা, সহনশীল হব কিন্তু ন্যায়পরায়ণ হবনা, ভ্রাতৃত্ব ভাব দেখাব কিন্তু উদার হতে পারব না, তা হলে সাধুতা, সহনশীলতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বৃহত্তর অর্থ আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে এবং ইছলাম সততার যে সামগ্রিক রূপকে মানুষের মনে গভীরভাবে অঙ্কিত করতে চায় তার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে অমি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেব।

মছজিদ

ইছলামের প্রাথমিক স্বর্ণযুগে নামাজের ইমাম শুধু মছজিদের 'মোল্লা' ছিলেন না, তিনি ছিলেন যুগপৎভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতা, যুদ্ধের মাঠে সেনাপতি, পারিবারিক সমস্তায় উপদেষ্টা এবং বয়তুল মালের ব্যবস্থাকর্তা। একীভূত দৃষ্টিভঙ্গীর বস্তুগত—প্রতীক ছিল মছজিদ। ইছলামের নবী (দঃ) এবং তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন এই মছজিদে যেমন নামাজ পরিচালনা করেছেন, তেমনি রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ বৈঠক বসিয়েছেন; এখানে বসেই তাঁরা বিচার কার্য সমাধা করেছেন আর সাধারণ লোকের অভিযোগ শুনেছেন এবং তাদের সমস্তাবলীর সমাধান পথ বাৎলিয়েছেন। সে যুগের মুছলমানদের অন্তরে এর চমৎকার মনস্তাত্বিক সুফল দেখা দিয়েছিল। তাঁরা তাঁদের মনোবৃত্তিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তাঁরা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যে কোন ব্যাপারে পরামর্শ এবং সুনির্দেশ পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিনা দ্বিধায় মনের সহজাত প্রেরণা ও প্রবণতায় আল্লাহর কোরআন কিম্বা রছুলের (দঃ) উপদেশাবলীর অনুসন্ধানে ধাবিত হতেন। কপটতা এবং অব্যবস্থিতচিত্ততার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে আজিকার মানুষের ব্যধিগ্রস্থ অন্তর একবার এক দিকে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে পরক্ষণেই বিপরীত দিকে সেই বিশ্বাসের মোড় ঘুরিয়া দিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করেনা। কিন্তু সে যুগের লোকের সরল অন্তরে এধরণের প্রতারণামূলক ব্যারাম ঢুকতে পারেনি। তাদের বিশ্বাস এতই সুদৃঢ় ছিল যে, বিপরীত মুখী দুই আকর্ষণের টানা-হেঁচরায় তারা কখনও বিভ্রান্ত কিম্বা পদস্খলিত হতেনা। সুসংযত এবং সুসমঞ্জস আচরণই ছিল তাঁদের ব্যবহারিক জীবনের বৈশিষ্ট।

'জুমা'র জামাআত

আজ যখন আমরা ইছলামকে মানব জীবনে রূপায়িত ক'রে তোলার শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি খুঁজে বেড়াচ্ছি এবং এর সামাজিক দিকগুলোরও বিকাশ সাধনের সুযোগ দিতে চাচ্ছি তখন মছজিদ ভিন্ন এ কাজের অন্য কোন উপযুক্ততর মাধ্যমের অনুসন্ধান পেতে পারিনা। এখানে জুমা'র নামাজের পর সমবেত মুছল্লীরা অনায়াসে বিতর্ক সভা কিম্বা আলোচনা বৈঠকের—আয়োজন ক'রে মছজিদের এমাম কিম্বা নেতৃস্থানীয় কোন আলেমের সহায়তায় রাজনৈতিক বিষয় অথবা সমসাময়িক কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ইছলামের—দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সুচিন্তিত অভিমত গঠন এবং সুস্পষ্টভাবে সে অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

মছজিদ কমিটী

নির্দিষ্ট বিষয় এবং বিশেষ সমস্তাকে এ ভাবে ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বুঝবার চেষ্টা ক'রে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিমত জ্ঞাপন ক'রে জুমা'র জামা'ত অতঃপর একটি মছজিদ কমিটী গঠন ক'রে দিতে পারে। আজ ভাষা এবং প্রাদেশিকতাকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের ভেতর এক অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অবাঞ্ছিত ফছাদ শুরু হ'য়ে গেছে এবং উহা ইছলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শিথিল এবং পারস্পরিক—সম্পর্কের ক্ষেত্রকে কর্দমাক্ত ক'রে তুলছে। এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন ছিন্ন করার অপচেষ্টাগুলোকে কীভাবে কোন্ পদ্ধতিতে রোধকরা যেতে পারে এই কমিটী তা স্থির করার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। অতঃপর কমিটী কর্তৃক একজন কিম্বা ততোধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। তিনি বা তাঁহারা পার্শ্ববর্তী মছজিদ কমিটীগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন। এর আসল উদ্দেশ্য হবে ইছলামী ইখওয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাব ধারাকে সম্ভব মত প্রচারের ব্যবস্থা করা। এ ভাবে কাজ করলে অচিরেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, পৌত্তলিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিকতার বিষবাষ্প দূর করার অন্যতম অপরিহার্য উপায় হচ্ছে উহার বিরুদ্ধে বিরামহীন প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়া। সভা সমিতির আয়োজন, প্রচার পত্রের মুদ্রন—এবং অন্যবিধ উপায়ে ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গীর যথাসাধ্য প্রচারের বিশেষ উদ্দেশ্যে শুক্রবাসরীয় নামাজের অব্যবহিত পরে কিছু কিঞ্চিৎ ক'রে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। ইত্যাকার এবং অনুরূপ অন্যান্য উপলক্ষে স্থায়ী ভাবে প্রচার কার্য পরিচালনার

জন্য একটি স্থায়ী পাবলিসিটী কমিটী গঠন করাও যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হ'তে পারে। এ ভাবে বিভিন্ন মছজিদের সহিত সংশ্লিষ্ট জামা'তগুলোর পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করার এবং উহার প্রচারের একটা স্থায়ী সুব্যবস্থা কালক্রমে গ'ড়ে তোলা সম্ভব হয়ে উঠবে।

নামাজ কমিটী

দ্বিতীয় কাজ হবে নামাজ কমিটী গঠন। স্থানীয় অধিবাসীদের নামাজে যোগদানের কার্য তদারক, স্বল্প উপস্থিতির কারণ পরীক্ষা এবং মুছল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধির উৎসাহ প্রদানের দায়িত্ব এই নামাজ কমিটীর ওপর অর্পিত হবে। এই কমিটী নামাজের সঠিক পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় দোওয়া দরূদও শেখাবার ব্যবস্থা করবেন।

নামাজ যাতে ক'রে শুধু মাত্র একটি অভ্যস্ত কাজে অথবা গতানুগতিক প্রথায় পরিণতি লাভ না করে বরং নামাজীর অন্তরে একটা জীবন্ত অনুপ্রাণনা আনতে এবং তার চরিত্রের রূপান্তর ঘটাতে সহায়তা করতে পারে ঠিক সেইভাবে নামাজের তাৎপর্যকে উপলব্ধি করাবার ব্যবস্থা উক্ত কমিটীকে গ্রহণ করতে হবে।

ছাদাকাত কমিটী

তৃতীয় কাজ ছাদাকাত কমিটী গঠন। এই কমিটীর সংগৃহীত অর্থে প্রাথমিক স্তরে আশ্রয়হীনদের গৃহ সংস্থান, দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা এবং দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সাহায্য দানের নীতিকে অবশ্য আত্ম-নির্ভরশীল চিকিৎসালয় এবং পরবর্তী স্তরে মাতৃসদন এবং হাসপাতালে অথবা অন্ততঃপক্ষে নিকটস্থ কোন— হাসপাতালে কতিপয় রিজার্ভ বেডের স্থায়ী ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত ক'রতে হবে। মছজিদের জামা'তের তরফ থেকে এরূপ সুব্যবস্থিত এবং নিয়মিত অর্থ দান—সে দান যত ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত ভাবে প্রদত্ত হোক না কেন—পরিণামে নিশ্চিত ভাবে একটি পূর্ণ পরিণত বিদ্যালয় এবং সমাজের সরকারী মালিকানায় দুঃস্থ-আলয়ের ব্যবস্থাও ক'রে তুলতে পারবে।

হজ্জ কমিটী

চতুর্থ, হজ কমিটী গঠন। এ কমিটী হজ গমনেচ্ছুদের পাসপোর্ট ও বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ, জাহাজে স্থান প্রাপ্তির ব্যবস্থা, প্রভৃতি ব্যাপারে সহায়তা করবেন। তারা হজ এবং ছউদী আরব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ক্ষুদ্র বিজ্ঞপ্তি এবং বক্তৃতাদির মারফত হজ্জ যাত্রীদের বুঝিয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা করবেন।

আন্তর্মছজিদ পরামর্শ সমিতি

উপরোক্ত কমিটী সমূহের মারফত মছজিদের কর্মতৎপরতা যতই বাড়তে থাকবে, ততই সাধারণ মুছলমানের অন্তর এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত প্রাণসত্তায় মুগ্ধ এবং আকর্ষিত হবে। কারণ এর ভেতরে সে নিজেকেও একজন উদ্যোগী কর্মীরূপে দেখতে পাবে। এই স্তরে একটী আন্তর্মছজিদ পরামর্শ সমিতি গঠন যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হবে। কারণ এতে করে স্বেচ্ছাকৃতভাবে এবং ক্রমবর্ধমান আকারে বিভিন্ন মছজিদের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধনের সুযোগ মিলবে। এ পরামর্শ সমিতির কার্যায়তন যেভাবে বাড়বে,—কাজের সুযোগ সুবিধাও ঠিক সে হারে বর্ধিত হ'তে থাকবে। এখন বিচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞাপনাদি মুদ্রণের পরিবর্তে পূর্ণ আয়তনে মাসিক, সাপ্তাহিক এমন কি দৈনিক পত্রিকাও প্রকাশ করা সম্ভব হ'তে পারে। একটি হাসপাতালে কতিপয় বেডের সংস্থান অথবা একটি ক্ষুদ্র চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও বাস্তবায়িত হ'য়ে উঠতে পারে। নিঃস্ব গরীব দুঃখী অথবা আশ্রয়হীনদের জন্য ক্ষুদ্র দুঃস্থ-আলয়ের পরিবর্তে একটি বৃহদায়তন আশ্রয় গৃহ নির্মাণের প্রস্তাবনা বাস্তব সম্ভাবনার পর্যায়ে এসে যাবে। সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালন-পরিকল্পনাসহ ফ্যাক্টরী এবং দোকান প্রতিষ্ঠা দ্বারা বেকার সমস্যারও সমাধান করা যেতে পারে।

মছজিদ রাষ্ট্রীয় সংগঠনের চাবিকাঠি

যদি এরূপ পদ্ধতিতে ইছলামী প্রতিষ্ঠান এবং ইছলামপন্থী ব্যক্তি কর্তৃক পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় তাহ'লে শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন

Contents

বিশ্ব-পরিক্রমা

আসন্ন হজ্জ

ইছলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ পর্ব আসন্ন। আশা করা যায় এবার আগামী ২৪শে শ্রাবণ মক্কা মোয়ায্যমায় এই পবিত্র হজ্জব্রত উদযাপিত হইবে। গত বৎসর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে মোট ১৪৯৮৪১ জন এবং ছউদী আরবের আড়াই লক্ষ সর্বমোট ৪ লক্ষ লোক এই পবিত্র ফরজ আদায় করার জন্য মক্কায় সমবেত হন। পাকিস্তানের হজ্জ যাত্রীদের সংখ্যা ছিল ১৩৩০৫। এ বৎসরের সঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই। তবে অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বহু সংখ্যক প্রার্থী রিজার্ভেশন কার্ড না পাইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন।

এই বৎসর সিন্ধু হেজাজ কোম্পানী লিমিটেড নামে একটি বাস কোম্পানী ৩ শত হজ্জ যাত্রীকে মক্কায় লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাস গুলি সিন্ধুর হায়দরাবাদ হইতে করাচী, কোয়েটা, জাহিদান, মেশেদ, তেহরান, বাগদাদ, কারবালা, কুয়েত এবং অবশেষে রিয়াদের পথে মক্কা শরীফে পৌছিবে। হজ্জ পর্ব সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিতে বাসযাত্রীদের দেড় মাস সময় লাগিবে এবং মাথাপিছু মোট খরচ পড়িবে ১৫০০৲ টাকা। যাত্রীগণ বিনা খরচে চিকিৎসার সুবিধা প্রাপ্ত হইবে।

এবার পাকিস্তান সরকার হজ্জের সময় একটি স্পেশাল মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ করিতেছেন। এই বাবদ সরকারের ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। মিশনে ২ জন পুরুষ ডাক্তার, একজন মহিলা ডাক্তার, ৩ জন কম্পাউণ্ডার, ৩ জন নার্সিং আর্দালী, দুইজন এম্বুলেন্স কার ড্রাইভার এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও সাজ সরঞ্জামাদি থাকিবে।

এ বৎসর হজ্জের পর মক্কা মোয়ায্যমায় একটি ইছলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। মিসরের প্রধানমন্ত্রী লেঃ কর্ণেল আবদুন্ নাছের এবং অন্যান্য খ্যাতনামা আরব ও মুছলিম নেতা এই স্মরণীয় সম্মেলনে যোগদান করিবেন। জানা গিয়ছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী ছাহেব এবার হজ্জব্রত উদযাপনের জন্য বিমানযোগে হেজাজ গমন করিবেন।

ছউদী আরবে বেতার টেলিফোন

আধুনিক বেতার যোগযোগের ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করার জন্য ছউদী আরব সরকার ৩ দফা পরিকল্পনা তৈয়ার করিয়াছেন। প্রথমতঃ, রেডিও টেলিফোন যোগে দেশের বিভিন্ন সহরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন

(১৪৭ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

মছজিদ কেন্দ্রিক সংগঠন গুলো এত বর্দ্ধিত এবং শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে যে, ইছলামী রাষ্ট্রের মহান আদর্শ বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে ইছলামী রাষ্ট্রের শিকড় বা গোড়াই হচ্ছে এই মছজিদ কেন্দ্রিক সমাজিক সংগঠন গুলো। আদর্শের রূপায়ণের চাবিকাঠি পড়ে আছে এখানে। এই মছজিদ থেকেই সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোকে তাদের কার্যাবলীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই মছজিদের মাধ্যমেই মুছলিম সমাজের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক সামগ্রিক ভাবে ইছলামী সমাজের বৃহত্তর ঐক্যকে বিপন্ন না ক'রেও তাদের আপনাপন কাজ অনায়াসে চালিয়ে যেতে পারবে এবং সর্বশেষে এই মছজিদের ভেতরেই প্রতিটি ব্যক্তি ইছলামী নীতির কার্যকরীকরণের বাস্তব ফল সমূহ প্রত্যক্ষ ক'রতে পারবে। *

অনুবাদ : **মোহাম্মদ আব্দুর রহমান**

---

* Al-Islam, Vol 11, No. 13, July 1, 1954. Pages 100 & 101.

করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ছউদী আরবের সহিত সমগ্র বিশ্বের বেতার টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপিত হইবে। তৃতীয়তঃ, দেশের বড় বড় সহরগুলিতে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের ব্যবস্থা চালু করা হইবে। ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। প্রথম বৎসরেই এক নম্বর পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পূর্ব্ব বঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টি

পূর্ব পাক সরকার ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে পূর্ব বঙ্গে পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি নামক সমিতি, উহার কমিটি, সাব কমিটি এবং শাখা সমিতিগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, এই প্রতিষ্ঠানটি তাহাদের রাজনৈতিক মতলব হাছেলের জন্য শাসন ব্যবস্থায় এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছিল এবং সাধারণের মনে—অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছিল।

রাষ্ট্রের আদর্শ-বিরোধী এবং বাহিরের দেশ—বিশেষের চর স্বরূপ এই পার্টি বেআইনী ঘোষিত হওয়ায় দেশের বৃহত্তর অংশ এবং বিশেষ করিয়া ইছলামী আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাসী প্রত্যেকটি খাঁটী পাকিস্তানী অত্যন্ত খুসী হইয়াছে। ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই দুশমনরা দেশের সর্বব্যাপক দারিদ্র এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্বল্প-বুঝ জনসাধারণ এবং বিশেষ করিয়া শ্রমিক শ্রেণীকে প্রাচুর্যের বেহেশতের প্রলোভন দেখাইয়া নাস্তিক্যবাদী সমূহবাদের দিকে আকর্ষণের বিরামহীন অপচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছিল।

প্রাক্তন মুছলিম লীগ সরকার এই পার্টির রাষ্ট্রবিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিষয় সম্যক্—অবগত থাকিয়াও উহার প্রতিরোধকল্পে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। স্বল্পস্থায়ী যুক্তফ্রণ্ট সরকার উহাদিগকে নানাভাবে আশকারা দিয়া অপকর্ম চালাইয়া যাওয়ার সুযোগ দিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের নব নিযুক্ত গভর্ণর মেজর জেনারেল ইছকন্দর মির্যার তত্বাবধায়ক সরকার এই পার্টির বিরুদ্ধে সময়মত ব্যবস্থাবলম্বন না করিলে তাহাদের অপপ্রচারের ফাঁদে যে দেশের একটি বৃহৎ অংশ পতিত হইত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যে পার্টি ইছলামকে বিশ্বাস করেনা, ইছলামী জীবন-ব্যবস্থাকে নাটকে, নভেলে, গল্পে, রচনায় বিদ্রূপ করিতে ইতস্তত: করেনা, ইছলামী আইন কানুন এবং আনুষ্ঠানিক আচরণাদির বিরুদ্ধে জনমনকে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টায় মাতিয়া থাকে তাহাদিগকে কিছুতেই ইছলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে টিকিয়া থাকিতে ও পুষ্ট হইতে দেওয়া চলিতে পারেনা।

সুয়েজ বিরোধ

সুয়েজ খালের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা বহুদিন বন্ধ থাকার পর বৃটেন পুনরায় আলোচনা শুরুর চেষ্টা করিতেছে। এবার বিরোধ মীমাংসার জন্য ব্রিটীশ সরকার একটি নয়া প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সুয়েজ ইলাকা হইতে ব্রিটীশ সশস্ত্র বাহিনী অদূর ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অপসারিত হইবে এবং ব্রিটীশ কারিগরগণ তথায় অবস্থান করিতে থাকিবে, ইহাই প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু।

মিসরের প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, জাতীয় নীতি নির্ধারক কমিটীর মন্ত্রী এবং সামরিক সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ এই সর্বশেষ প্রস্তাবের বিষয়—বিবেচনা করিতেছেন। পরবর্তী সংবাদে জানা গিয়াছে, মিসর প্রস্তাবের কতিপয় শর্ত প্রত্যাখান করিয়াছে। অপর পক্ষে ব্রিটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনস্টন চার্চিল রক্ষণশীল দলের সামরিক কমিটীর এক গোপন বৈঠকে বলিয়াছেন যে, বৃটেনের সুয়েজ খাল ত্যাগের সময় আসন্ন। গোপন বৈঠকের গুপ্ত তথ্য ফাঁস করিয়া দিয়া এবং সুয়েজ সমস্যা মিটমাটের আগ্রহের কথা ফলাও করিয়া বিশ্বব্যাপী প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া বৃটেন দুনিয়ার নিকট জানাইতে চাহিতেছে যে, সে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য বিরাট ত্যাগের বিপুল আগ্রহ লইয়া—আগাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু নূতন প্রস্তাবের মূল বিষয় বস্তুর যে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে নূতনত্বের কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

Contents

ইতিপূর্বেই বৃটেন কর্তৃক অনুরূপ এক প্রস্তাব উত্থাপিত এবং মিসর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া গিয়াছে। বৃটেনের ত্যাগের মহিমা এবারও মিসর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে ঘটনাদৃষ্টে তাহা মনে হইতেছেনা।

বুরাইমী মরুদ্যান

বুরাইমী মরুদ্যান এবং তৎসন্নিহিত ইলাকায় ছউদী আরব উহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখিতে চায় আর বৃটেন ছলে বলে উক্ত ইলাকায় তাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। উভয়ের এই পরস্পরবিরোধী দাবীর মীমাংসার চেষ্টা বৃটেনের অযৌক্তিক যিদের জন্য বারবার ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। ছউদী সরকারের অধিকার বজায় রাখিয়া এবং অধিবাসীদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া ছউদী সরকার বৃটেনের সহিত যে কোন আলাপ আলোচনার প্রস্তাব মানিয়া লইতে রাজী আছেন। বৃটেন নিরপেক্ষ কমিশন প্রেরণের উপর যিদ ধরিয়াছে। কিন্তু ছউদী আরব এইরূপ অবস্থায় উহা আন্তর্জাতিক বিধি বহির্ভূত বলিয়া মনে করে। বিরোধ না মিটিবার ইহাই প্রধানতম কারণ।

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বৃটেন ইতিমধ্যে তথায় বিপুল সংখ্যক সৈন্য আমদানী এবং বহু নূতন সামরিক ঘাঁটি প্রস্তুত করিয়াছে। ব্রিটীশ সৈন্যবাহিনী ছউদী আরবের প্রতিনিধি-আবাস এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়বিক্রয়কেন্দ্র হাৎমাসা সহরটিকে চতুর্দিক হইতে ঘেরাও করিয়া অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। ব্রিটীশ তথাকার অধিবাসীদের খাদ্য সামগ্রী, ঔষধপত্র, প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রভৃতির সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এমন কি, সময় সময় শান্তিপূর্ণ গ্রাম ও নগরবাসীদের উপর আক্রমণাত্মক কার্য চালাইতেও দ্বিধাবোধ করিতেছে না। ছউদী আরব বৃটেনের এই অত্যাচারমূলক অন্যায় আচরণের প্রতি জাতিসঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

ইয়াহুদী দুরভিসন্ধি

পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কারসাজিতে যেদিন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও অভিশপ্ত ইয়াহুদ ইউরোপের বিভিন্ন ইলাকা হইতে 'ইছরাইল' জাতিরূপে উড়িয়া আসিয়া মুছলিম জাহানের বক্ষ পঞ্জরে জুড়িয়া বসিল, তখন হইতেই ইছলাম জগতের সম্মুখে এক বিরামহীন দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিল। আরব জগতের অনৈক্যের দরুণ 'ইছরাইলের' শক্তি সামর্থ ক্রমেই বর্ধিত হইয়া চলিল। চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করিয়া বারবার তাহারা জর্ডান, ইরাক ও সিরিয়া সীমান্তে আক্রমণ চালাইতে লাগিল। ইছরাইলের প্রতি স্বতন্ত্র স্বার্থের গরজে বৃটেন, আমেরিকা এবং রুশিয়া এই শ্রেষ্ঠ ত্রি-শক্তির সহানুভূতি ও সমর্থন থাকার ফলে জাতিসঙ্ঘের নিকট বারবার আবেদন নিবেদন পেশ করিয়াও কোন ফল লাভ হয় নাই।

"ইছরাইল" মুছলমানদের পবিত্র নগরী জেরুজালেম আক্রমণ করিতে পারে এরূপ আভাষ পূর্বেই আঁচ করা গিয়াছিল। তাহাদের এই অভিসন্ধি এখন অনেকটা বাস্তব আশঙ্কার পর্যায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে। সঙ্কটের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আরব লীগের টনক নড়িয়া উঠিয়াছে। লীগের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আহমদ আলী শুকরী এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুছলিম জাহানকে লক্ষ করিয়া বলেন, জেরুজালেম দখলের যুদ্ধ আসন্ন, ইছরাইলী কর্তৃপক্ষ এই পবিত্র নগরী আক্রমণের সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। তিনি বলেন, এই পবিত্র নগরীর রক্ষার জন্য সমস্ত আরব জাহান এবং বিশ্ব মুছলমানের প্রস্তুত হওয়া অবশ্যকর্তব্য। জাতিসঙ্ঘের উপর আশা পোষণ এবং বৃহৎ শক্তি-ত্রয়ের ঘোষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে তিনি নিষেধ করেন"।

ইয়াহুদী দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করার একমাত্র উপায় আরব রাষ্ট্র সমূহের সংহতি এবং আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বন। বৃটেন এবং রুশিয়া নিজ নিজ গরজে আরব রাষ্ট্রগুলিকে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন এবং কলহরত রাখিতে ইচ্ছুক। আরব রাষ্ট্রগুলি বৃটেন এবং রুশিয়ার এই কারসাজি ব্যর্থ করিয়া দিয়া ঐক্যবদ্ধ রক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে যদি সক্ষম

হয় তাহা হইলে শুধু ইছরাইলী আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হইবে তাহাই নহে, বরং বৃটেন কর্তৃক মধ্য প্রাচ্যের শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখার এবং রুশিয়া কর্তৃক নাস্তিকাবাদী কম্যুনিজম প্রসারের গোপন ইচ্ছা ব্যর্থ করিয়া দিতেও সমর্থ হইবে। পাকিস্তান আরব রাষ্ট্র সমূহকে আসন্ন সঙ্কট সম্পর্কে সতর্ক করিয়া এই আকাঙ্খিত সংহতির পথে আগাইয়া আনিতে বরাবর চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। আগামী হজ্জের পর প্রস্তাবিত বিশ্ব মুছলিম সম্মেলন পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অতঃপর সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, মুছলিম জাহান এই আশাই দৃঢ় ভাবে পোষণ করিতেছে।

মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

মৎস্য আমাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। অন্নভোজী বাঙ্গালীর জন্য মৎস্য শুধু একটি উপাদেয় খাদ্যই নহে বরং চাউলের কতিপয় খাদ্যগুণের অভাব মিটাইতে মৎস্য একটি সর্বোৎকৃষ্ট পরিপুরক খাদ্য বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সুখের বিষয় পাকিস্তান মৎস্যসম্পদে মোটেই দরিদ্র নহে। আভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদের দিক দিয়া পূর্বপাকিস্তান পৃথিবীর যেকোন মৎস্য-সম্পদে-সমৃদ্ধ — দেশের সহিত তুলিত হইতে পারে। দীর্ঘ দিনের সরকারী ঔদাসীন্য এবং জনসাধারণের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে এ সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। বিগত ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে নূতন আকারে—সরকারী মৎস্য বিভাগ স্থাপন করিয়া এই ধ্বংসের কথঞ্চিৎ প্রতিরোধের চেষ্টা এবং মৎস্য চাষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে এবং পরে উদ্দেশ্য হাছেলের পথে এই বিভাগ আশানুরূপ না হইলেও বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুকুর, বদ্ধ বিল ও বাওর প্রভৃতিতে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করিয়া এই বিভাগ সুফল প্রাপ্ত হন। এই বিভাগের সম্মুখে বহু স্বল্প ও দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা ছিল। উপযুক্ত সুযোগ এবং কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির ফলে পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিয়া মৎস্যচাষ বৃদ্ধির যথেষ্ট আশা ছিল। কিন্তু কোন এক রহস্যজনক কারণে বিগত এপ্রিল মাসে এই বিভাগ ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার বৃহত্তর অংশকে উন্নয়ন বিভাগের লেজুড়রূপে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে আর ক্ষুদ্রতর অংশটিকে লইয়া Land and water ways নামে একটি পৃথক বিভাগ খোলা হইয়াছে। স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি স্বাধীন বিভাগের মধ্যস্থতায় যে সুষ্ঠু কাজের আশা করা যাইত এখন তাহা আর সম্ভব নহে। সংশ্লিষ্ট মহলের খবরে প্রকাশ, এই ব্যবস্থার ফলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের কার্যক্রমে একটি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে এবং কর্মচারীদের মনে ব্যর্থতার ভাব ও হতাশার সঞ্চার হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যে মৎস্য বিভাগ রহিয়াছে আভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ব্যাপারে উহার কোন প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নাই। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ লইয়াই উহার কারবার। এই সম্পদ উন্নয়নের জন্য উক্ত বিভাগ সম্প্রতি একটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া উহা প্ল্যানিং বোর্ডের নিকট দাখিল করিয়াছেন। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের যে বিরাট সম্ভাবনার কথা বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে পারিলে উহার বাস্তব ফল দেখা দিবে। পরিকল্পনায় এই আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক পুরাপুরী কাজে লাগাইলে উৎপাদন দ্বিগুণিত হইবে এবং ভারত, সিংহল, বার্মা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রফতানী করিয়া পাকিস্তান প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে পারিবে। সমুদ্রে মৎস্য ধরার নৌকায় যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন, মৎস্য ধরার উন্নতর ব্যবস্থা অবলম্বন, মৎস্য সংরক্ষণ, বিক্রয় ও রফতানীর উন্নততর সুযোগ দানের কথাও উহাতে বলা হইয়াছে। মৎস্য সম্পদের প্রাথমিক তদন্তের জন্য অর্থ বরাদ্দ এবং করাচীতে বৃহদাকার একটি মৎস্য বন্দর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনাও পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্রতট এবং গভীর জলে মৎস্য শিকারের কোন প্রস্তাব এই পরিকল্পনায় আছে কিনা তাহা জানা যায় নাই। দেশের

এই অংশের চির অবহেলিত মৎস্যাগার এবং মৎস্য সম্পদের সত্যকার উন্নতি সাধন করিতে হইলে—স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাদেশিক মৎস্য বিভাগের পুনর্গঠন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিভাগদ্বয়ের সহযোগিত একান্ত ভাবে কাম্য।

বন্যার তাণ্ডবলীলা

গত কয়েক বৎসর হইতে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীবৃন্দ বিশেষ করিয়া কৃষকশ্রেণী একদিকে তাহাদের প্রধানতম অর্থ ফসল পাটের অস্বাভাবিক মূল্যহ্রাস,—অন্যদিকে কাপড় চোপড় এবং অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির দরুণ আর্থিক বিপর্যয় এবং সংকটের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। এ বৎসর অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত না হইলেও আউশ ধান ঘরে তুলিয়া এবং পাট বিক্রয় করিয়া তাহারা কোনমতে বর্ষার কয়েকটি মাস অতিক্রম করার আশা পোষণ করিতেছিল। কিন্তু আকস্মিক বন্যার ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা তাহাদের সমস্ত আশা ভরসা একেবারে নির্মূল করিয়া দিয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে অগভীর গোমতীর আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে বহুস্থানে উহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ব্যাপক এলাকায় আউশ ধানের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং উহাদের শাখা এবং অন্যান্য নদীসমূহে ভয়াবহ জল প্লাবনের সংবাদ আসিয়াছে। এই বন্যার ফলে রঙ্গপুর জিলার কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা মহকুমা, বগুড়ার উত্তর ও—পূর্বাঞ্চল, পাবনার সিরাজগঞ্জ মহকুমা, ময়মনসিংহের জামালপুর ও টাঙ্গাইল মহকুমা এবং ঢাকার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বিক্রমপুর—সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। প্রকাশ, কুড়িগ্রাম মহকুমার পাঁচশত গ্রাম, বগুড়ার চারিশত এবং—সিরাজগঞ্জের শত শত গ্রাম পানিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। সর্বত্রই আউশ ফসলের বৃহত্তর অংশ, পাটের একটি বিশেষ অংশ এবং আমনের কিছু পরিমাণ চারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক স্থলেই গৃহের প্রাঙ্গণ, বাড়ীর উঠান, খেলার মাঠ এবং হাট-বাজার জলমগ হইয়া পড়িয়াছে। সম্বলহীন কৃষক অনশনে—ও অর্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে মহামারীর আশংকা দেখা দিয়াছে। গবাদি পশুর আশ্রয়স্থান এবং খাদ্যের অভাব কৃষককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। অনেক স্থলেই এপর্যন্ত সরকারী সাহায্য আদৌ পৌছে নাই। যে সব স্থানে কিছু কিঞ্চিৎ পৌঁছিয়াছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অবিলম্বে অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকারের অবহিত হওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। আশু অভাব মিটাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খয়রাতী সাহায্য, মহামারীর প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র লইয়া আগাইয়া আসা উচিত। সাহায্যের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় কৃষিঋণ দানের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। শুধুমাত্র সরকারী সাহায্যে দুর্দশাগ্রস্থদের অভাব মিটিবেনা। দুঃস্থ—মানবতার কল্যাণে দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদেরও আগাইয়া আসা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়।

পূর্ব-পাকিস্তানকে সাহায্য দান

পূর্ব-পাকিস্তানে ৯২ (ক) ধারা জারীর অব্যবহিত পরেই কেন্দ্রীয় পাক-সরকার প্রদেশের খাদ্য,—বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নতি সাধনের উপায় নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করেন। কমিটী সপ্তাহাধিক কাল অবস্থা বিশেষভাবে পর্যালোচনার পর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দীর্ঘ ছুফারিশ সম্বলিত একটি রিপোর্ট পেশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার উহা গ্রহণ পূর্বক পূর্ব—পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নতিকল্পে ২১ কোটী টাকা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত টাকার মধ্যে বার কোটী টাকা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় ব্যয়িত হইবে। বিশেষজ্ঞদের অভিমতে এই সব পরিকল্পনা কার্যকরীকরণের ফলে দেশের আর্থিক অবস্থার প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেড় কোটী টাকা ব্যয় করা হইবে যাহার ফলে জনসাধারণ বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হইবে। খাদ্য শস্য মওজুদ করার এবং গুদাম নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ স্বরূপ আগাম প্রদান করিবেন।

জাহাঙ্গীরের বিচার

(সম্রাটের স্ব-লিখিত আত্মকাহিনীর এক পৃষ্ঠা)

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

(১)

আমি বাল্যকাল থেকে লক্ষ করে আসছি যে, মযলুম ব্যক্তি বাদশার সামনে তার অভিযোগ নিয়ে হাযির হওয়ার মওকা মিলাতে পারেনা। এ ব্যাপারে নিয়োজিত মধ্যস্থ ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণ উৎকোচ গ্রহণ করেও আসল ব্যাপার সম্রাট সমীপে পৌঁচুতে দেয়না। এ কারণে বাদশার পক্ষে ইনছাপ করতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। আমার ওয়ালেদ মাজেদ (সম্রাট আকবর) জন সমক্ষে "দর্শন"দানের নিয়ম এজন্যেই করেছিলেন যে, কারও পক্ষে বাদশার সম্মুখে কোন কিছু পেশ করার থাকলে এ সুযোগ সে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু "দর্শন" উপলক্ষে আমীর উমারার এত ভিড় হত যে তাঁদের উপস্থিতিতে ফরিয়াদী কোন অভিযোগই পেশ করতে সক্ষম হতনা।

(২)

এ সব ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা এবং গবেষণা করার পর আমি স্থির করলাম যে, বিশ মণ সোনা দিয়ে একটি লম্বা শিকল প্রস্তুত করে তার একপ্রান্ত আমার মহলের অষ্টকোণ বুরুজে—এবং অপরপ্রান্ত নদীর ধারে অবস্থিত মিনারার সাথে বেঁধে রাখতে হবে। শিকলে অনেকগুলো ঘণ্টা—ঝুলানো থাকবে। প্রয়োজনকালে বিচার প্রার্থী এসে সেই শিকলটি নাড়বে, তাতে এমন একটা আওয়ায উত্থিত হবে যে, আমি প্রাসাদের যে কোন স্থানেই অবস্থান করিনা কেন যেন সেই শব্দ শুনেই ফরিয়াদীর নিকট এসে পৌঁচুতে পারি। আমি এর সঙ্গেই সংবাদ সংগ্রহের জন্য একটা পৃথক বিভাগ খুলে দেই। প্রত্যেক আমীরের পেছনে একজন না একজন গোয়েন্দা নিযুক্ত থাকত। তারা আমিরদের দৈনন্দিন কাজকাম সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করত। আমি প্রাসাদের একটা কক্ষকে শুধু এজন্যই সুনির্দিষ্ট ক'রে রেখেছিলাম। সেখানে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা প্রয়োজন হলেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারত। সাধারণতঃ আমি এই কক্ষেই শয়ন করতাম। যদি কখনও হেরেমে শয়ন করতে যেতাম, তখন একজন বিশ্বস্ততম খোজা ভৃত্যকে মোতায়েন করে রাখতাম, প্রয়োজন দেখা দিলেই সে হেরেমে এসে সংবাদ দিয়ে যেত।

(৩)

এক রাত্রি এক সংবাদ দাতা আমাকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলল এবং অত্যন্ত ব্যাকুল স্বরে বলতে লাগল, "জাহাপনাহ, যলদী করুন! এক সতীর সতীত্ব হরণ করা হচ্ছে! কথা শুনে আমি—সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলাম! মনে এই খেয়াল হল, হতে পারে এই সংবাদ দাতা আমার —

(১৫১ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্থানান্তর এবং নূতন গৃহ নির্মাণের জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ দিবেন। সমবায় সমিতি কর্তৃক পাট ক্রয়ের জন্য দুই কোটী টাকা অগ্রিম দেওয়া হইবে। অধিক পরিমাণে এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বস্ত্র, সূতা এবং উপযুক্ত পরিমাণে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য আমদানী করা হইবে। সরকার সুপারী শুল্কও বাতিল করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহাতে সুপারীর মুল্য যথেষ্ট কমিয়া যাইবে। এই শুল্ক হইতে সরকারের এক কোটি টাকা আয় হইত। লবণের মুল্য হ্রাসের জন্যও সরকার শীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। এই সব ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের—অনেক খানি লাঘব হইবে বলিয়া সরকারী মহল মনে করিতেছেন।

কোন দুশমনের সাথে মিলিত হয়ে আমার কোন ক্ষতি সাধনের কু অভিসন্ধি নিয়ে আমার কাছে এসেছে! কিন্তু পরক্ষণেই আমি আমার প্রভুর তরফ থেকে অন্তরের ভেতর একটা জ্যোতি অবলোকন করলাম, আমি আশ্বস্ত হয়ে গেলাম! আমার বিশ্বাস হল এ লোকটি ধোকাবাজ নয়! আমি আমার প্রকৃত রক্ষক আল্লাহর ওপর ভরসা করে লোকটির সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম!

সংবাদ-দাতা পথ চলতে চলতে বলে যেতে লাগল, একজন সন্দেহভাজন লোক অসময়ে ঘর থেকে বের হওয়ায় আমি তার অগোচরে তাকে অনুসরণ করি। সে এক গরীব স্ত্রী-লোকের কুটিরে ঢুকে পড়ে। আমি প্রাচীর ঘেষে দাঁড়িয়ে থাকি। পরে শুনতে পাই, একটি নারী ভীতি-কম্পিত কণ্ঠে বলছে, "তোমায় বাদশাহের মাথার দিব্বি, আমার ইয্যত ও আব্রু নষ্ট কোরোনা।" তারপর আমার কানে ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ আসতে লাগল। আমি অনুমান করে নিলাম সতী সাধ্বী মেয়েটি নিজের ইয্যত রক্ষার্থে হাত পা ছুঁড়ে বাধাদানের চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় সেখানে আর স্থির থাকতে না পেরে জাঁহাপনার খিদমতে দৌড়ে এসেছি।

সংবাদদাতার বর্ণনা শুনে আমার দেহের লোম খাড়া হয়ে উঠল এবং ক্রোধ ও গোশ্শায় রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। আমরা এমন সময় সেই কুটিরে গিয়ে পৌঁচলাম—যখন সেই চরিত্রহীন আমীর মেয়েটিকে লক্ষ করে বলছিল, "যদি তুমি আমার কথায় রাযী হও তাহলে আমি তোমাকে আমার বেগম পদে বরণ করে নেব। তুমি সারা জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে সুখে কাটাতে পারবে।" কিন্তু সেই সচ্চরিত্রা মেয়েটি বার বার অস্বীকার করে যাচ্ছিল আর বলছিল, "আমি একজন শরীফ আওরত। আর শরীফ মেয়েরা নিজেদের গরীব স্বামীদেরকে আমীর ওমারার চাইতে শ্রেয়তর বলেই মনে করে থাকে।"

আমি কিছুক্ষণ আড়ালে থেকে উভয়ের কথা-ব্যর্তা শুনছিলাম আর দুজনকে দেখতেও পাচ্ছিলাম। আমার একজন মযলুম প্রজার বিপদমুহূর্তে তার সাহায্যের জন্য ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছি ভেবে হৃদয়ে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করলাম।

আমীর গর্জন করে বলল, "যদি তুমি এভাবে অস্বীকারই করতে থাকো, তাহলে তোমাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বামীকেও আমি হত্যা করে ফেলব।" মেয়েটি নির্ভীক কণ্ঠে জওয়াব দিল, "আমার বাদশাহ আমার আল্লাহর প্রতিনিধি, তিনি তোমার অন্যায় কাজের শাস্তিদানের জন্য ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হবেন।"

আমীর বলল, "ওরে কমবখ্‌তী, সে শরাবী তো এতক্ষণ প্রাসাদে ঘুমঘোরে লুট পড়ে আছে। তোর অবস্থা সে কি করে জানবে?"

তারপর আমীর সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। আমি আর অধিক্ষণ বিলম্ব করা উচিত মনে করলামনা। তরবারী কোষমুক্ত ক'রে এগিয়ে গেলাম। আমীর ভাবল, স্ত্রী লোকটির স্বামী বোধ হয় এসে গেছে, সেও তরবারী টেনে নিয়ে আমার শরীরে আঘাত হানতে উদ্যত হল। ঠিক এই সময়ে আমার সাথী সংবাদদাতা চিৎকার করে বলে উঠল "বা-আদব, বা-মোলাহেযা হুশিয়ার, জাঁহাপনাহ ছালামত।" এ কথা শোনামাত্র আমীর কাঁপতে লাগল এবং তার হাত থেকে তরবারীখানা খসে পড়ে গেল। সে আমার পা'র ওপর ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগল,—"হুযুরের নিকট ইনছাফ ভিক্ষা করছি। এই মেয়েটি আমার বাঁদী, পালিয়ে এসে এখানে আত্মগোপন করেছে।" আমি মেয়েটিকে লক্ষ করে বললাম, "একি সত্যি?" বেচারী ভয়ে ত্রাসে থর থর করে কাঁপছিল। ভয়ে ভয়ে বলল, জাঁহাপনাহ, "লোকটি মিথ্যে কথা বলছে! আমি হুযুরের দেহরক্ষী—দিলাওয়ার খাঁর কন্যা এবং জনাবের জন্য উৎসর্গীত-প্রাণ সিপাহী কাইয়েম বেগের সহধর্মিণী। আমি অতঃপর আমীরকে পরপর প্রশ্ন করলাম, স্ত্রী-লোকটি কি সত্যি বলচে?

যদি মেয়েটি তোর বাঁদী হয়ে থাকে তাহলে ওর নাম কি বল্ ?

তুই একে কখন ক্রয় করেছিস ?

কত মূল্যে ?

কোত্থেকে ?

আমীর একটি প্রশ্নেরও জওয়াব দিতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে বলল, হুযুর আমি অপরাধী। আমার প্রতি দয়া করুন!

আমি বললাম, আমার নিকট দয়া চাচ্ছিস ? এক শরাবীর নিকট ? এই স্ত্রীলোকটি তোকে আমার মাথার দিব্বি দিয়েছিল, তখন তোর কিছুই খেয়াল হয়নি ? বরং তুই নির্লজ্জের মত আমারই উপস্থিতিতে জওয়াব দিয়েছিলি, "বাদশাহ শরাবী! প্রাসাদে হয়ত অচেতনে পড়ে আছে।

সত্য কথা, আমি শরাব পান করে থাকি। কিন্তু গাফলতী আর মাতলামীর দোষারোপ আমার ওপর নিছক 'তোহ্মত'—নিকৃষ্টতম অপবাদ। আমি তোর গর্দান কাটার এবং তোকে হত্যা করার যোগ্য মনে করি। কিন্তু সেটা এজন্য নয় যে, তুই আমাকে শারাবী বলেছিস অথবা এজন্যও নয় যে, তুই আমার মাথার দিব্বির অসম্মান করেছিস। বরং শুধু এজন্য যে, একজন সুচরিতা নারীর ইয্যত নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিলি এবং একজন গরীব স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করেছিলি।

(৪)

এই বলে আমি তরবারীর এমন এক শক্ত আঘাত হানলাম যে তাতে আমীরের মাথা কেটে গিয়ে দূরে ছিটকে পড়ল!

আমি আমার সঙ্গী সংবাদ-দাতাকে তার কর্তব্যপরায়ণতা এবং কর্ম-কুশলতার জন্য একশত আশরফী পুরস্কার স্বরূপ দান করলাম। স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন ক'রে বললাম, "তুমি আমার প্রজাবৃন্দের জন্য একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। আমি তোমার হৃদয়ের পবিত্রতার জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তোমার সৌভাগ্যবান স্বামীকে নিহত আমীরের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান করলাম, এখন তুমি সত্য সত্যই একজন উঁচুদরের আমীরের বেগম।

এই কথা বলে আমি আমার প্রাসাদে ফিরে এলাম *

---

* চয়নকৃত—'নাক্কাদ' জুন সংখ্যা, ১৯৫৪।

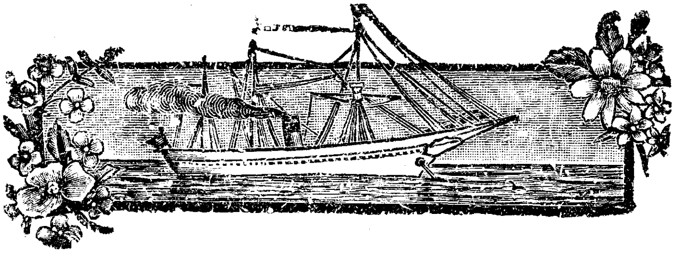

কোরবানী ঃ

—খোন্দকার আবদুর রহিম

(প্রথম)

বছরে বছরে একটি মহান দিন,
মানুষের দ্বারে নিয়ে আসে এক ছোওয়াবের সেরা চিন্‌।
নিখিলের যত ধর্ম-বিধানে নাই এ পুণ্য-বাণী ;
তুমি মুস্‌লিম লড়িয়াছ এই হিত-অনুজ্ঞাখানি।
মালের ছদ্‌কা হয়ত বা তুমি দিয়েছ অনেকবার,
জান্‌-ছদ্‌কার দিন আসে শুধু বছরে একটি বার।
তুমি মুস্‌লিম সেরা রাসূলের কামিয়াব উম্মত;
আল্লাহ্‌ তোমার পরীক্ষা করেন হৃদয়ের হিম্মত।
তুমি মুস্‌লিম হক-অধিকারী খেলাফত্‌ জাহানের,—
কঞ্জুস হ'য়ে রক্ষিতে নারো সঞ্চিত মোহরের।
তাই এ বিধান চির মহীয়ান করিয়াছে তোমা তরে,
বিনিময়ে এর পুণ্যের খনি খু'লে দেবে অকাতরে।
কোরবানী করো পিয়ারা বস্তু খলিলুল্লার মত ঃ
তারি ছোওয়াবের রশ্মি-শিখা যে রবে চির শাশ্বত।

(দ্বিতীয়)

ইস্‌মাইল! ইস্‌মাইল!!
পিতৃ-স্বপ্ন রক্ষিতে তুমি ভূবনে পাতিলে পুণ্য-দিল্‌।
তোমার বুকের তাজা হিম্মত ছড়াইয়া অগোচরে,
প্রতি মুস্‌লিম রক্ত-কণিকা কাঁপায়ে অধীর করে।
সন্ধ্যাকাশের গোধূলী-লগ্নে উদিলে জোহার চাঁদ,
প্রতি-মুসলিম-অন্তরে জাগে ত্যাগ-পূণ্যের স্বাদ।
অন্তরে জাগে বেহিসাব হিম্মত ঃ
দারাজ দিলের আপোষে সজীব আপনার কিস্মত্‌।
হিসাবেতে বসে দীন-মুসলিম ছওয়াবের ভাগ নিতে,
অনাগত এক দিনের স্বপ্নে খুশী জাগে ভক্তিতে।
বাঁকা নবমীর চাঁদ হাঁসে যেই নীল সিয়া আসমানে,
খলিলুল্লার সাধ জমা হয় প্রতিটী অধীর প্রাণে।
প্রতিটী হাতের ছুরিকার রওশনী—
হাশর দিনের পাথেয় জোগায় সমাপিয়া কোরবানী।

Contents

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

কৈফিয়ত

দ্বিতীয় সংখ্যা তর্জুমান প্রকাশিত হওয়ার ঠিক দুই মাস পর এই ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হইতেছে। এই বিলম্বের এবং যুগ্ম-সংখ্যা প্রকাশের কারণসমূহ আমাদের গ্রাহক এবং পাঠকবর্গের খিদমতে উপস্থিত করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। বিগত সংখ্যা প্রকাশ লাভের পর পরই তর্জুমানের মাননীয়—সম্পাদক ছাহেব এই সংখ্যার জন্য তফছীর রচনার কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। কিন্তু উহা সমাপ্ত করার পূর্বেই রামাযানের কয়েক দিন অবশিষ্ট থাকিতে তিনি ময়মনসিংহ যিলার বল্লায় যাইতে বাধ্য হন। কথা ছিল তথায় কিছু দিন অবস্থানের পর ঢাকা যিলার ধামরাই ইলাকা হইয়া জমঈয়ত এবং তর্জুমান সংক্রান্ত বিশেষ কাজে তিনি রাজধানী ঢাকা শহরে গমন করিবেন। ঢাকার কাজ সমাপ্ত করিয়া—ঈদুল ফিত্রের পনর বিশ দিন পরেই পাবনা প্রত্যাবর্তন পূর্বক তর্জুমানের কাজ পুনঃ শুরু করিবেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে প্রোগ্রাম মোতাবেক আজ পর্যন্ত তাঁহার ফিরিয়া আসা সম্ভবপর হয় নাই। এদিকে সরকারের নূতন সার্কুলার অনুসারে মাসিক পত্রিকা অন্ততঃ দুই মাসের ব্যবধানে প্রকাশ—করিতে না পারিলে পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণা পত্র (Declaration) বাতিল হইয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় জনাব মওলানা ছাহেবের নির্দেশক্রমে আমরা ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকা কিঞ্চিৎ বর্ধিতকারে যুগ্ম সংখ্যারূপে আল্লাহর নামে ভরসা করিয়া বাহির করিয়া দিলাম। তর্জুমানের যোগ্য সম্পাদক এবং প্রায় একক লেখক জনাব মওলানা ছাহেবের গবেষণা-সমৃদ্ধ রচনা-সম্ভার হইতে বঞ্চিত হওয়ায় পত্রিকার যে সৌষ্ঠবহানি—ঘটিল তজ্জন্য পাঠকবর্গের চাইতে আমরা কম দুঃখিত নহি। অবস্থার বিপাকে আমাদিগকে এবং পাঠকবর্গকে এ দুঃখ ও ক্ষতি স্বীকার না করিয়া উপায় কি?

মওলানা ছাহেবের বর্তমান অবস্থা

জনাব হযরত মওলানা ছাহেবকে বল্লায় পূর্ব-অনুমিত সময় অপেক্ষা অনেক বেশীদিন তাঁহার ভক্ত এবং অনুরক্তদিগের মধ্যে একান্ত বাধ্য হইয়া কাটাইতে হয়। দীর্ঘদিন পূর্বে বল্লার বিরাট ও বর্ধিষ্ণু গ্রামের অনেকগুলি মছজিদের পরিবর্তে তিনি একটি বৃহদাকার জামে মছজিদের গোড়াপত্তন করেন। মছজিদটিকে পাকা করার পরিকল্পনা নানা কারণে এতদিন কার্যকরী করা সম্ভবপর হয় নাই। এবার জনাব মওলানা ছাহেব স্বীয় কর্তব্যবোধে এই পুণ্য কাজ সমাধার জন্য আগাইয়া যান এবং ৮০০০৲ আট হাজার টাকা তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবে তুলিয়া এবং মছজিদের কাজ শুরু করার পন্থা বাতলাইয়া দিয়া তিন সপ্তাহকাল পর তথা হইতে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। বল্লা হইতে তিনি যমুনার চর বোয়ালকান্দীতে—তশরীফ আনেন। এখানে জরুরী কাজে এবং অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে প্রায় পক্ষকাল আটক থাকিতে হয়। অতঃপর তিনি ঢাকা জিলার ধামরাই অঞ্চলে বিগত ৫ই জুলাই গমন করেন। সেখানে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া বিগত ১৩ই জুলাই ঢাকায়—

পোঁছিয়াছেন। ঢাকায় জম্‌ঈয়ত ও তর্জুমান সংক্রান্ত বিশেষ যরূরী কাজের ব্যবস্থা করিয়া অতিসত্বর পাবনা প্রত্যাবর্তনের আশা রাখেন বলিয়া আমাদিগকে তারযোগে জানাইয়াছেন।

এই ছফরের প্রথম দিকে জনাব মওলানা ছাহেবের স্বাস্থের অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং অনিয়মানুবর্তিতার জন্য তাঁহার স্বাস্থের অবনতি ঘটে এবং পর পর তিনবার পুরাতন পিত্তশূল বেদনায় আক্রান্ত হন, তন্মধ্যে একবার আক্রমণের তীব্রতা তাঁহাকে খুব বেশীরকম কাহিল করিয়া ফেলে। এইরূপ অবস্থার ভিতর দিয়াও তিনি এই ছফরকালে মফস্বল অঞ্চলে জম্‌ঈয়ত এবং তর্জুমানের জন্য প্রভূত কাজ সম্পাদন করেন। আমরা তর্জুমানের সহৃদয় পাঠক, পাঠিকা, গ্রাহক, গ্রাহিকা এবং জম্‌ঈয়তের কর্মীবৃন্দকে তাঁহার আশু রোগমুক্তি এবং সুস্থতার জন্য আল্লাহর দরবারে দোআ জানাইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

ঈদ সম্ভাষণ

আমাদের দ্বারপ্রান্তে পবিত্র ঈদে কোরবান ত্যাগ ও তিতিক্ষার বাণী লইয়া, কোরবানী ও অগ্নি পরীক্ষার দাওয়াত বহন করিয়া পুনঃ সমাগতপ্রায়। আমরা মুছলিম জাহানের এই ত্যাগপূত এবং সত্য-সাধনার ঐতিহ্যবহ উৎসবের প্রাক্কালে আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহকবৃন্দকে ঈদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

আগত প্রায় এই বলিদান উৎসবে দেশের প্রান্তে প্রান্তে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, গরু ও ছাগ জাতির অজস্র রক্ত প্রবাহিত করা হইবে এবং যবিহার গোশ্‌ত ভক্ষণ ও বিতরণ এবং তৎসহ বিবিধ গুরুপাক খাদ্যের আহার ও পরিবেশন চলিবে। ঈদে কোরবান আজ আমাদের এইরূপ আনন্দস্ফূর্তির গতানুগতিক উৎসবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, কোরবানীর রক্ত ও মাংস আল্লাহর দরবারে পৌছিবেনা। আল্লাহর নিকট এইরূপ আদর্শ শূন্য এবং প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানের কোনই মূল্য নাই। সত্য-সাধক ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ এবং নিবেদিত-প্রাণ ইছমাঈল জবিহুল্লাহ সত্য—সাধনার যে শিক্ষা আর আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে প্রিয়তম বস্তুর উৎসর্গ দান এবং তাঁহারই রাহে আত্ম বলিদানের যে মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের মানসপুত্র স্বীয় বংশজাত মানব-শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) সেই আদর্শকে মানব জীবনে রূপায়িত করার জন্য যে পন্থার নির্দেশ এবং জ্বলন্ত নিদর্শন আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন আজ আমাদিগকে উহাই মনে প্রাণে গ্রহণ ও অনুসরণ করিতে হইবে।

আমাদের নমাজ, আমাদের কোরবান, আমাদের জীবন, আমাদের মৃত্যু সমস্তই বিশ্বপতি একক ও অদ্বীতিয় আল্লহরই জন্য। তাঁহারই ব্যবস্থিত জীবন-দর্শনের প্রতিষ্ঠা কল্পে আমাদের জীবন ধারণ এবং তাঁহারই মনোনীত জীবন-ব্যবস্থার সংরক্ষণ কল্পে আমাদের মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া মুছলমানের সম্মুখে জীবন মরণের আর কোন আদর্শ নাই। চতুর্দিকের বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে—ইলহাদী মানসিকতা এবং ভোগ-লিপ্সু আগ্রহপরায়ণতা যেভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে উহাতে ইছলামের তওহিদী আদর্শ সমুচ্চ এবং ত্যাগের প্রেরণা জ্বলন্ত ও জীবন্ত রাখিতে হইলে আজ আমাদিগকে ইব্রাহীম ও ইছমাইলের (আঃ) বিরামহীন সাধনা, কঠোরতম অগ্নিপরীক্ষা এবং শ্রেষ্ঠতম ত্যাগের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য লৌহকঠিন সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে প্রস্তুত হওয়ার প্রেরণা এই ঈদে কোরবান হইতে গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের ঈদ সফল হইবে, সার্থক হইবে। আমাদের জীবন পথের পাথেয় গ্রহণে ঈদে কোরবান সফল হউক, সার্থক হউক।

মুছলিম লীগ সম্মেলন

পূর্বপাকিস্তানের বিগত সাধারণ নির্বাচনে — মুছলীম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পর উহার কারণ বিশ্লেষণ এবং লীগের পুনরুজ্জীবনের উপায় পদ্ধতি স্থিরীকরণের জন্য লীগের একটী বিশেষ

সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্ট মহল মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছিলেন। রামাযানের অব্যবহিত পর করাচীতে এই আকাঙ্খিত সম্মেলন আহ্বানের ইঙ্গিত দিয়া লীগ-হাইকম্যাণ্ড লীগ ভক্তদের মনে আশার আলো জ্বালাইবার চেষ্টা করেন। অবশেষে অজ্ঞাত কারণে এই তারীখ পিছাইয়া দিয়া জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে মুছলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিল সম্মেলন এবং নূতন ও পুরাতন, দলভুক্ত ও দলত্যাগী, সক্রিয় ও নিস্ক্রিয় সদস্যদের এবং লীগের হিতাকাঙ্খী ও পৃষ্ঠপোষক সকলকে লইয়া খুব জাঁক জমকের সহিত একটি কনভেনশন আহ্বানের কথা ঘোষিত হয়। এই ঘোষণার পর লীগ ও উহার সমর্থক মহলে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয়। পূর্ব পাকিস্তান হইতে উক্ত সম্মেলন এবং কন্‌ভেনশনে যোগদানের জন্য বিপুল সংখ্যক ডেলিগেট— প্রস্তুত হন এবং বিভিন্ন পথে যাত্রার তোড়জোড় শুরু করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহাদের করাচী যাত্রার মাত্র অল্প কিছু দিন পূর্বে হঠাৎ জানাইয়া দেওয়া হয় যে, সম্মেলনের তারীখ সুদীর্ঘ চারি মাস— পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নির্বাচনের পর লীগ সম্পর্কে জনমনে যে হতাশার সঞ্চার হইয়াছিল— অল্প কিছুদিন উহাতে আশার আলোক জ্বলিবার পর এই ব্যাপারে পুনঃ উহা নৈরাশ্যের অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গেল। লীগ হাইকম্যাণ্ড অধিবেশনের তারীখ সুদীর্ঘকাল পিছাইয়া দেওয়ার যে কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়াছেন উহাতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। স্বয়ং লীডারদের মনে বিরক্তির ভাব দেখা দিয়াছে। সরদার আবদুর রব নিশ্‌তার, মওলানা আকরম খান, মিঃ হাশিম গাযদার প্রমুখ বিশিষ্ট ও প্রবীণ লীগ নেতৃবৃন্দ হাইকম্যাণ্ডের এই সিদ্ধান্তকে অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অবিবেচনা প্রসূত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

প্রকাশ, সম্মেলন ও কনভেনশনের চূড়ান্ত কার্যক্রম নির্ধারণের ব্যাপারে নেতৃস্থানীয় লীগারগণ ঐক্য-মতে আসিতে পারেন নাই। আসন্ন সম্মেলনে মিঃ মোহাম্মদ আলীর লীগের সভাপতির পদ পরিত্যাগ এবং বেসরকারী নেতাগণের মধ্য হইতে একজন যোগ্য নেতাকে সভাপতি নির্বাচনের কথা ছিল। লীগ পদ-প্রার্থীর আধিক্য দেখা দেওয়ায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। একটি উর্দু দৈনিকের খবরে প্রকাশ, সরকারী মহল চৌধুরী খালিকুয্‌যমানকে সভাপতির পদে বরণ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু লীগ কর্মীদের বৃহত্তর অংশ এই— প্রস্তাবে সম্মতি দিতে একান্তই নারাজ। তাঁহাদের একদল ছরদার আব্‌দুর রব নিশ্‌তারকে, অন্যদল মিস্‌ ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে উক্ত পদে দেখিতে চান। এ ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত ফয়ছালা না হওয়ায় লীগ, হাই কম্যাণ্ড বাধ্য হইয়া অধিবেশন আপাততঃ ধামা চাপা দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে চান কিন্তু বাদ সাধিতেছেন ছরদার নিশ্‌তার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। প্রকাশ, প্রতিবাদে জনাব নিশ্‌তার ইতিমধ্যেই লীগ ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য পদে ইস্তাফা দান করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর যাবৎ লীগের ইতিহাসে সম্মেলন, অধিবেশন ও কনভেন্‌শন পিছাইয়া দেওয়ার এবং গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপারেও কর্মীবৃন্দের পরামর্শ না গ্রহণ করার যে রেওয়াজ চালু হইয়াছে তাহা রীতিমত দস্‌তুরে পরিণত হইতে চলিল। লীগ কর্তৃপক্ষ করাচীতে লীগ কন্‌ভেনসনের জন্য একটী সুদৃশ্য বৃহদাকার পাকা স্টেডিয়াম এবং উহারই অভ্যন্তরে বৃত্যাকারে প্রস্তুত কতকগুলি কামরায় লীগের স্থায়ী দফতর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ফলাও করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। রাজধানীর এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা লীগের পুনরুজ্জীবন এবং নব শক্তিদানে সহায়তা করিবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু জনগণের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন রাখিয়া শুধু সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ দফতরের সাহায্যে কি করিয়া লীগ নবজন্ম এবং শক্তিলাভ করিবে তাহা সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য।

খালের পানি বিরোধ

দেশ বিভাগের পর হইতে ভারতের সহিত পাকিস্তানের যে সব বিষয় লইয়া বিরোধ চলিয়া আসিতেছে কাশ্‌মীরের পর সিন্ধু ও উহার উপনদী সমূহের পানির অধিকার লইয়া বিরোধ তন্মধ্যে

গুরুত্বের দিক দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই ব্যাপারে ১৯৫৮ সালে উভয় সরকার একটি স্থিতি ব্যবস্থা-চুক্তি সম্পন্ন করেন। অতঃপর বিরোধের চূড়ান্ত ফয়ছালার জন্য উভয় সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের উপর ভারার্পণ করেন। বহু আলাপ আলোচনা এবং বিচার বিবেচনার পর বিশ্বব্যাঙ্ক সম্প্রতি ফয়ছলার একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। উক্ত প্রস্তাবে ব্যাঙ্ক তিনটি নদীর অধিকার পাকিস্তানকে এবং অপর তিনটি নদীর অধিকার ভারতকে দিতে চাহিয়াছেন। পাক সরকার উক্ত প্রস্তাব বিশদভাবে পর্যালোচনার পর তাঁহাদের অভিমত প্রকাশের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই প্রস্তাব ভারতের মনঃপূত হওয়ায় তাহারা উহা গ্রহণ করিয়াছে এবং পাকিস্তান উহা সরাসরি গ্রহণ না করিলে ভারত পরবর্তী আলোচনা চালাইতে তাহাদের অস্বীকৃতি জানাইদিয়াছে।

কয়েকদিন পূর্বে পণ্ডিত নেহরু ভাকরা-নাঙ্গল খালের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই খাল ভারত—ইলাকার শতদ্রু নদী হইতে কাটিয়া ভারতের দিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু এই খালের উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা পাকিস্তানের জন্য অনির্দিষ্টকাল তাঁহাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে স্থগিত রাখিতে পারেননা। এই ব্যবস্থার ফলে পাকিস্তানের কোনই ক্ষতি হইবেনা বলিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেম এবং পাকিস্তানের জমির মালিক ও কৃষককুলের জন্য দরদের কুম্ভীরাশ্রু ফেলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহারা যাহাতে স্বাভাবিক পানির সরবরাহ প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য তিনি সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে—প্রস্তুত আছেন। পণ্ডিতজীর শেষোক্ত বাণীর পিছনে পাকিস্তানকে নেপাল, সিকিম, ভুটানের ন্যায় উহার একটি আশ্রিত রাজ্যরূপে কল্পনার দুষ্ট মানসিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পণ্ডিতজীর জানিয়া রাখা উচিত যে, পাকিস্তান ভারতের এই অশুভ মনোভাব এবং অন্যায় আচরণ বেশীদিন বরদাশ্ত করিতে রাযী নয়। খালের পানির ব্যাপার পাকিস্তানের জীবন-মরণ সমস্যা। পানির সরবরাহ এইভাবে কমাইয়া দিলে পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ লোক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে এবং তাহাদের জীবন ধারণের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ভারতীয় ব্যবস্থার ফলে পাকিস্তানের ক্ষতি হইবেনা বলিয়া পণ্ডিত নেহরু যে আশ্বাসবাণী শুনাইতে—চাহিয়াছিলেন তাহা সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। খাল চালু করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই—পাকিস্তানের পানি সরবরাহ ১২২০০ কুশেক হ্রাস পাইয়াছে। এই অন্যায়ের প্রতিকার না হইলে—বাহাওয়ালপুর রাজ্যের সম্পূর্ণ ফসল এবং মুলতান ও মণ্টোগোমারী যিলার সহস্র সহস্র একর জমি বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং ক্রমে ক্রমে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুর ৬০ লক্ষ একর জমি অনুর্বর হইয়া উঠিবে কিংবা মরুভূমিতে পরিণত হইবে।

দেশ বিভাগের পর ভারত পাকিস্তানকে নানাভাবে বিপন্ন, বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য কোন চেষ্টারই বাকী রাখে নাই। কিন্তু পাকিস্তানের জীবনরূপ এই নদীর পানি যবরদস্তি ছিনাইয়া লইয়া উহার অধিবাসীবৃন্দকে শুকাইয়া মারিবার এবং অর্থনৈতিক দাসত্বের নিগড়ে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য ভারত যে ফন্দী আঁটিয়াছে তাহা উহার পূর্ববর্তী সমস্ত অন্যায় ও পাশবিক আচরণের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। আজ সিন্ধু ও শতদ্রুর পানি লইয়া যে খেলায় ভারত মাতিয়া উঠিয়াছে আগামীকাল ব্রহ্মপুত্র এবং তিস্তার পানি লইয়া সেই একই খেলায় মাতিবেনা একথা কে যোর করিয়া বলিতে পারে? সুতরাং আজ পাঞ্জাবে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে সে সংকট শুধু পাঞ্জাবের নহে, শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের নহে সমগ্র পাক-রাষ্ট্রের। তাই আজ দেখিতে পাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দলমতনির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠান, সকল মুখপত্র এবং ছোটবড় সকল নেতার কণ্ঠে ভারতের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের আওয়াজ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের ন্যায় এই জীবন-মরণ প্রশ্নেও পাকিস্তানের হিন্দু এবং কম্যুনিস্ট নেতাদের মুখে নীরবতার ছিপি আঁটিয়াই

রহিয়াছে।

উদ্ভূত অবস্থা বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা পর পর কয়েকদিন আলোচনার পর ভারত সরকারের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। ভারত সরকার উক্ত প্রতিবাদের কোন উত্তর — প্রদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না বলিয়া জানা গিয়াছে। বিশ্ব-ব্যাঙ্কও পাকিস্তানের অভিযোগের কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন তাহাদের আচরণ হইতে এরূপ ভরসা পোষণের কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছেনা। আজ ইহার প্রতিবিধানের জন্য পাকিস্তানকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। খালের পানির ব্যাপারে ভারতের আচরণ জাতীয় সংকটরূপে দেখা দিয়াছে। আজ সমগ্র জাতিকে অতীতের সমস্ত মত-পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া এই— জাতীয় সংকটমুহূর্তে ঐক্যবদ্ধভাবে বলিষ্ঠ ও সুসংগত কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৯২ ক ধারার পর

যে পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য পূর্ব বঙ্গে হক মন্ত্রী-সভার অপসারণ এবং ৯২ ক ধারার প্রবর্তনে কেন্দ্রীয় পাক সরকার বাধ্য হইয়াছিলেন উহার— বিস্তারিত বিবরণ সংবাদ পত্রের পাঠক মাত্রই অবগত হইয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাময়িক অবসান ঘটিলেও পাকিস্তানের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ রাখিয়া ইহাকে অনেকেই হৃষ্ট মনে গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব বঙ্গের সম্ভাবনা-সমুজ্জ্বল শিল্প সাধনা ও বাণিজ্য প্রচেষ্টা— আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা এবং জনসাধারণ কম্যুনিস্ট অরাজকতা হইতে রেহাই পাওয়ায় দেশের অধিকাংশ অধিবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। কিছু সংখ্যক লোক সমগ্র মন্ত্রীর সভার উপর কেন্দ্রের রোষ আপতিত হওয়ায় মনে মনে ক্ষুব্ধ এবং নূতন নেতৃত্বে যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রী সভার পুনর্গঠনের দাবী জানাইয়াছেন। কিন্তু কোন মুছলমান, কোন খাঁটী পাকিস্তানই জনাব হক ছাহেবের রাষ্ট্রবিরোধী কলিকাতার বক্তৃতা অথবা করাচীতে বিদেশী সংবাদিকদের নিকট বিবৃত স্বাধীন পূববাংলার পরিকল্পনা সমর্থন করিতে পারে নাই।

কিন্তু রাজধানীর বুকে বসিয়া পার্লামেন্টের কক্ষে দাঁড়াইয়া হক ছাহেবের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং তাঁহার প্রতিটী কথার সাফাই গাহিতে সক্ষম হইয়াছেন পাক-পার্লামেন্টের সেই সব মাননীয় সদস্য যাঁহাদের দেহ (তাও সাময়িক ভাবে) পাকিস্তানে থাকিলেও মন ও আত্মা পড়িয়া আছে ভারতের বুকে, যাঁহারা পাকিস্তানের স্বার্থ অপেক্ষা ভারতের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখেন, যাঁহারা পাকিস্তানকে আপন দেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে আজও সমর্থ হন নাই। আজ ইঁহাদের সম্পর্কে সরকারের এবং জনসাধারণের বিশেষ ভাবে হুশিয়ার হওয়ার সময় আসিয়াছে।

৯২—ক ধারাকে বিভিন্নদল যে ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকুক, কোন দলই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের খাতেরে কোনরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন অথবা অরাজকতা সৃষ্টির — প্রয়াস পায় নাই। সরকারকে প্রয়োজনের তাকীদে রাষ্ট্রদ্রোহী, বিশৃঙ্খলা সৃজনকারী কিম্বা সন্দেহভাজন লোকদের ধরিতে হইলেও তাঁহারা কোথাও দমননীতি অবলম্বন কিম্বা ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই। — কিন্তু এখানকার স্বচ্ছপানিকে ঘোলা করিরা তোলার, শান্ত আবহাওয়াকে বিক্ষুব্ধ করার এবং আত্মকলহের উস্কানিদানের ভিতর যাহাদের গোপন অভিসন্ধির সফলতা নির্ভরশীল পশ্চিম বঙ্গের তাহাদেরই কয়েকটী মুখপত্র পূর্ববঙ্গের কল্পিত মিলিটারী শাসনের অত্যাচারলীলা এবং দেশময় বিভীষিকার যে মিথ্যা চিত্র দিনের পর দিন অঙ্কিত করিয়া চলিয়াছেন তাহাতে শয়তানও বোধ হয় শরমে মুখ ঢাকিবে এবং স্বয়ং লজ্জাও লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিবে।

দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন, মন্ত্রীসভার আগমণ নির্গম প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার —নিছক নিজস্ব মোয়ামেলা। ক্ষমতাশীল সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগের কারণ থাকিতে পারে, তাঁহাদের অনুসৃত নীতি এবং আচরণ— সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু যাহা কিছু করিবার তাহারা নিজেরাই তাহা করিবে, বাহিরের উদ্দেশ্যমূলক মুরুব্বিয়ানা এবং অনাহূত দরদ তাহারা এক মুহূর্তের জন্যও বরদাশ্‌ত করিতে পারে না— পারা উচিত নহে।

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

ঈদের কর্তব্য

—মোহাঃ আব্দুল হক হক্কানী

আল্লাহু আকবর ! আল্লাহু আকবর !
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ !
আল্লাহু আকবর ! আল্লাহু আকবর !
ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ !

ان لكل قوم عيد و هذا عيدنا

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক জাতির উৎসবের দিন রহিয়াছে আর এইগুলি অর্থাৎ ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আয্‌হা হইতেছে আমাদের দুই উৎসব দিবস।

মুছলমানের ঈদ নিছক আনন্দ কোলাহলের পর্ব নয়। উহার পিছনে আদর্শ আছে, সম্মুখে উদ্দেশ্য রহিয়াছে। উহা মুছলমানদের জাতীয় জীবনের সমষ্টিগত শক্তি সামর্থের নিদর্শন। এই উৎসব পালনের নির্দিষ্ট নিয়ম ইছলামের শারেএ (দঃ) বাঁধিয়া দিয়াছেন। আজিকার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে ঈদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য আলোচনার স্থানাভাব। আমি শুধু ঈদুল আয্‌হা প্রতিপালনের নবী (দঃ) নির্ধারিত কয়েকটি নিয়মের কথা উল্লেখ করিব। আর সাধারণ ভাবে সমাজের অর্ধাঙ্গিনী নারী সমাজের ঈদের জামাআতে যোগদান সম্বন্ধে রছুলুল্লাহর (দঃ) কতিপয় নির্দেশের কথা আলোচনা করিব।

(১)

আল্লাহ তালা কোরআন মজীদের ছূরায় বকরের ২৫ রুকুতে বলিয়াছেন,

واذكروا الله فى ايام معدودات

"গণিত দিবস সমূহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর অর্থাৎ তক্‌বীর ধ্বনি কর।"

ছহীহ বোখারীর বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর, হযরত আবু হুরায়রাহ প্রভৃতি ঈদের দিবসের ফজর হইতে ১৩ই তারীখের আছর পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর মুছল্লায় এবং হাটে বাজারে গৃহে বিছানায় উচ্চ কণ্ঠে তক্‌বীর পাঠ করিতেন। কোন কোন হাদীছে ৯ই জুল হিজ্‌জার ফজর হইতে এই তক্‌বীর পাঠের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরোল্লিখিত তকবীর সশব্দ পড়িতে হইবে। তৎসহ নিম্নের তকবীরটিও পড়া যাইতে পারে।

আল্লাহু আকবর কাবিরা, ওয়াল হাম্‌দো লিল্লাহে কাছিরা, ছুব্‌হানাল্লেহে বুকরাতাও ওয়া আছিলা।

(২)

যিল-হিজ্জার চাঁদ উদিত হওয়ার পর হইতেই চুল এবং নখ কর্তন বন্ধ রাখিতে হইবে।

মুছলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—

من راى هلال ذى الحجة واراد ان يضحى
فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره

"যে ব্যক্তি যিল-হিজ্জার নূতন চাঁদ দেখিবে এবং কোরবানী করিতে ইচ্ছা করিবে সে যেন তাহার কোন কেশ এবং নখ কর্তন না করে। আবুদাউদ ও নেছায়ীর হাদীছে আছে যাহারা কোরবানী করিতে অক্ষম তাহারা অন্যের কোরবানী হওয়ার পর চুল ও নখ কর্তন করিলে কোরবানীর ছওয়াব পাইবে।

(৩)

ঈদুল আযহার দিবসে কিছু না খাইয়াই ঈ:দর জামআতে যোগদান করিতে হইবে।

বুরায়দা হইতে রছুলুল্লাহ (দঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে,—

لايخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم
يوم الاضحى حتى يصلى

"ঈদুল ফিৎরের দিবসে কিছু না খাইয়া হযরত

(অবশিষ্টাংশ ১৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Contents

জম্‌ঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কুষ্টিয়া

৩। কিয়ামত আলী বিশ্বাস ও আফিযুদ্দীন বিশ্বাস, পাথরবাড়ীয়া, কুমারখালী, যাকাত ১০০৲, ৪। মোঃ আবদুল কুদ্দুছ বিশ্বাস, ঐ যাকাত ১০০৲, ৫। মোঃ আবদুল জলিল মিঞা, মৈশালা, পোঃ পাংশা, যাকাত ৭৫৲, ৬। পাথরবাড়িয়া জামাত পক্ষে আবদুল কুদ্দুছ বিশ্বাস, ফিৎরা ১৭৲ কোরবানী ৮।০, ৭। ভারত কান্দি (পোঃ কুমারখালি) জামাত পক্ষে ছৈয়দ আলী, ফিৎরা ২॥০, ৮। ঐ মোঃ হানিফ শেখ, ফিৎরা ২৸৵০, ৯। মোঃ জেহের আলী মিঞা, তেবাড়িয়া, কুমারখালী ফিৎরা ২।০, কোরবানী ১৸০, যাকাৎ ১১৸০, ১০। ছৈয়দ আলী শেখ, পাথরবাড়ীয়া, যাকাৎ ২৫৲, ১১। বেলাল শেখ, ঐ ফিৎরা ১॥০, ১২। মোঃ বোযদার মোল্লা, ভারত কান্দি, কুমারখালি, কোরবানী ৩॥০, ১৩। মোঃ আবদুল কুদ্দুছ জোওয়ার্দার, ঐ ফিৎরা ৪৲, ১৪। মোঃ ইয়াদ আলী প্রামাণিক, পাথরবাড়িয়া, কুমারখালি, ফিৎরা ৩০৲, যাকাত ৫০৲, কোরবানী ১৩॥৵০, ১৫। মওঃ মোফায্‌যল হুছাইন, হিজলাকর, কুমারখালী, কোরবানী ৪৲।

জিলা দিনাজপুর

মনিঅর্ডারে প্রাপ্ত :—

১। রিয়াজুদ্দীন আহমদ, ফরক্কাবাদ, উত্তরপাড়া, ফিৎরা ৫৲, ২। মাঃ মৌঃ আবদুর রহমান আল-কোরায়শী, হিলি অঞ্চলের বিভিন্ন জামাত হইতে, ফিৎরা ৪০৲, ৩। ডব্লিউ খান এম, বি, জিন্নাহ রোড, ২০৲ ৪। মাঃ মোঃ মোবারক হুছাইন চৌধুরী, বড়বাড়ী, ১১৲, গোদাগাড়ী ১০৲, জযফুর ৫৲, বারিন্দা ৪৲, সর্বপোষ্ট পীরগঞ্জ, বাবৎ ফিৎরা, ৫। এম, এ, রব, এস, ডি, পি, ও ঠাকুরগাঁও, ফিৎরা ৯৲ ৬। মোঃ রিয়াজুদ্দীন আহমদ, মডার্ণ মেডিক্যাল হাউস, মালদহপটি, কোরবানী ৩৲ ৭। মাঃ মৌঃ কেরামতুল্লাহ, পার্বতীপুর, জাহানাবাদ বড় জামাত—কোরবানী ৫॥৴০, চকপাড়া, কোরবানী ২৲, ৮। মৌঃ আব্বাছ ছাহেব, পার্বতীপুর, কোরবানী ১৲ ৯। আব্বাছ আলী মণ্ডল, চেংগ্রাম, পাক হিলি, কোরবানী ২৫৲ ১০। হাজী ফকির মোহাম্মদ, রছুলপুর, কোরবানী ১১৲ ১১। মোঃ আছহাবউদ্দীন, বাসুদেবপুর, চিরির বন্দর, কোরবানী ৭॥০ ১২। মওঃ আফাযুদ্দীন, খোর্দবাগওয়ার, নুরুল হুদা, কোরবানী ৫৲ ১৩। মোঃ ইয়াকুব আলী, আৎরাই, নুরুল হুদা, কোরবানী ১০৲ ১৪। ফয্‌লুর রহমান সর্দার, চক বোয়ালিয়া, নুরুল হুদা, কোরবানী ২৯॥০।

আদায় মাঃ মওঃ আবদুল্লাহ ছাহেব ছালেককুরী

১৫। নাছিরুদ্দীন আহমদ, ঘটিয়ারপাড়া, যাকাৎ ৫৲ ১৬। ঝালঝালি ঈদগাহ, কাজলদীঘি, ফিৎরা ২৫৲, ১৭। আবদুর রায্‌যাক সর্দার, মিরগড়, ফিৎরা ১০৲—সর্বপোষ্ট পচাগড়।

আদায় মাঃ মৌঃ আবদুল মতীন ছাহেব;—নুরুলহুদা অঞ্চল হইতে : বিভিন্ন বাবৎ ৫৯৲।

জিলা যশোর

মনি অর্ডারে প্রাপ্ত :—

মোহাম্মদ মোহছিন শেইখ, নারায়ণপুর, আহলে হাদীছ জামাত, পোঃ সাধুহাটা, ফিৎরা, ১০৲।

জিলা খুলনা

মনি অর্ডারে প্রাপ্ত :—

১। মৌঃ আবদুল মান্নান, সাব ডিপুটি কলেক্টর, ইছলামকাটি, যাকাৎ ১৫৲ ২। মৌঃ এস, কে মোঃ ওয়াক্কাছ, এস, ডি. ও অফিস, বাগেরহাট, যাকাৎ ১০৲ ৩। মোঃ আবদুল হামীদ, চাঁদপুর, ফিৎরা ৩৲ কোরবানী ২৲।

খুলনা-যশোর জিলা জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছের মারফত

ডাকযোগে : মাঃ মৌঃ আবদুর রৌফ, সেক্রেটারী ২০০, মাঃ মওলানা আহমদ আলী ছাহেব, পাবনায় কেন্দ্রীয় জম্‌ঈয়তের প্রেসিডেণ্ট ছাহেবের হাতে ১০০৲, পাথর ঘাটায় ঐ প্রেসিডেণ্ট ছাহেবের হাতে জম্‌ঈয়ত ফণ্ড হইতে ১৪০৲, সভার ফণ্ড হইতে ২১০৲ এবং সেক্রেটারী ছাহেবের হাতে সভার ফণ্ড হইতে ১০৲।

জিলা ফরিদপুর

আদায় মাঃ মওঃ আবদুর রায্‌যাক ছাহেব জিলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে ফিৎরা কোরবানী উশর প্রভৃতি বাবং—৮২৬৶০, মকছুদুল হক সিকদার বহালতলী, কে ডি, গোপালপুর কোরবানী ২৶০, উশর ১।৶০।

জিলা বাকেরগঞ্জ

১। মওঃ ওবায়দুল্লাহ, সুপারিণ্টেনডেণ্ট, বরিশাল জেল যাকাৎ ১০৲ কোরবানী ২॥০। মাঃ মওঃ আসাদুল্লাহেল গালিব, সোহাগদল—কোড়িখাড়া, ফিৎরা ৪৷০ যাকাৎ ৫৲।

জিলা শ্রীহট্ট

মওঃ আবদুল আযীয, ঢাকনাই, গাছবাড়ী বাজার, বাসবাড়ী আহলেহাদীছ জামাত পক্ষে—ফিৎরা ১১৲

জিলা মুর্শিদাবাদ

মোহাম্মদ জাকারিয়া, দেবকুণ্ড, বেলডাঙ্গা—যাকাত ২০৲।

জিলা রাজশাহী

মনি অর্ডারে প্রাপ্ত :—

১। তমিযুদ্দীন আহমদ, নয়ানসুকা, রাজারামপুর, যাকাৎ ১০৲, ২। মোহাঃ রহিম বখ্‌শ, হাটরা, যাকাৎ ৩।০, ৩। মোহাঃ নবীরুদ্দীন প্রামাণিক, তাহিরপুর, যাকাৎ ৫৲, ৪। আবদুল হামিদ মণ্ডল, মোহাজের ক্যালকাটা বেকারী, উপর বাজার, নাটোর, যাকাৎ ১০৲, ফিৎরা ৫৲, ৫। মওলবী খলীলুদ্দীন, পোষ্টমাষ্টার, গোদাগারী, ফিৎরা ৩৲, ৬। হাজী এবাদুল্লাহ, মারফত মওঃ মোহাঃ তাবারকউল্লাহ, সেনভাগ, তাহেরপুর, ফিৎরা ৪৲, ৭। মোহাঃ কলিমুদ্দীনা মৃধা, দস্তানাবাদ, পুঁঠিয়া, ফিৎরা ৭।০, ৮। মোহাঃ তমিজুদ্দীন, চাঁচকৈর, ফিৎরা ৯॥০, ৯। মওলানা আদমুদ্দীন, নওগাঁ, ফিৎরা ২৲, ১০। ডাঃ মোহাঃ সেকান্দার আলী, নওগাঁ, ফিৎরা ২৲, ১১। ডাঃ মোহাঃ পিয়ার বখ্‌শ, ঐ ফিৎরা ১৲, ১২। মোহাঃ ইদ্রিছ, ঐ ফিৎরা ১৲, ১৩। মোহাঃ আবুল কাছেম কেশরী, কেশর, হাটরা, ফিৎরা ৩॥০, ১৪। মওঃ আবু মোহাম্মদ সইদ, পরাণপুর, মান্দা, ফিৎরা ১০৲, ১৫। মওলানা মোঃ আব্বাছ আলী, হাঁসমারী, কাচিকাটা, ফিৎরা ৭৫৲, পুনঃ ১৬। মওঃ মোহাঃ তাবারকউল্লাহ, দস্তানাবাদ, পুঁঠিয়া, দস্তানাবাদ জামাৎ হইতে ফিৎরা ২০৲, ১৭। আবদুররজ্জাক মুনশী, চরকুশাবাড়ী, কাচিকাটা, ধমাইচ জামাত হইতে ফিৎরা ১৫৲, ১৮। মোঃ রহিমুদ্দীন মিঞা, মশিন্দা চরপাড়া, কাচিকাটা, ফিৎরা ৩০৲, ১৯। মোঃ শাহেবুল্লাহ প্রামাণিক, শিকারপুর,

চাঁচকৈর, যাকাৎ ৫৲, ২০। হাজী মোঃ জাকারিয়া মিঞা, জামলৈ, তাহিরপুর, ফিৎরা ১০৲, ২১। মোঃ হানিফুদ্দীন লিডার, প্রাণনাথপুর জামাত, প্রাণনাথপুর, রাণীনগর, ফিৎরা ১০ , ২২। মোঃ নবীরুদ্দীন প্রামানিক, তাহেরপুর, ফিৎরা ৩৲, ২৩। মোঃ আবদুল্লাহ সরদার, মশিন্দা শিকারপুর জামাত হইতে ফিৎরা ৬৪৸৶০, ২৪। মোঃ খলিলুর রহমান মোল্লা, মুতাওয়াল্লী, নামোরাজারামপুর জামে মছজিদ, এককালীন ৩৷০, ২৫। মোঃ কছিমুদ্দীন প্রামানিক, বিহান আলী, বাগমারা, ফিৎরা ২৲, ২৬। হাজী মোঃ ফালাহুদ্দীন মোল্লা, কৃষ্ণপুর, তানোর, এককালীন—৫০৲। ২৭। মোঃ বাহারুদ্দীন মিঞা, আন্ধারিয়াপাড়া, পাঁচন্দরভাঙ্গা, ফিৎরা—৩৷০। ২৮। আবদুর রহমান মিঞা, বাঁইগাছা, হাটমাধনগর, ফিৎরা—৫৲, ২৯। মোঃ আয়ুব আলি মিঞা, বুরুঞ্জ, তানোর, ফিৎরা—৫৲। ৩০। মোঃ আবদুর রহমান মিঞা, হাট মাধনগর, কোরবানী—৩৲। ৩১। কছিমুদ্দীন প্রামানিক, বিহানালী, বাগমারা, কোরবানী ৪৲, এককালীন ৮৲, ৩২। মোঃ আবদুল হামিদ মণ্ডল, (নাটোর) পুঁঠিয়া, ফিৎরা—১৲, ৩৩। আলহাজ আবদুল ওয়াহেদ ইলশামারী, রাজারামপুর, কোরবানী—৫৲, ৩৪। হাজি মোঃ নেছারুদ্দীন কাকন, কাকনহাট, কোরবানী, ১৫৲, ৩৫। হাজি ফালাহুদ্দীন, কৃষ্ণপুর, তানোর, কোরবানী—৬৲। ৩৬। মারফত মওঃ মোঃ আব্বাছ আলী, হাঁসমারী, কাচিকাটা, কোরবারী—১০৲, ফিৎরা—১০৲, কোরবানী—৫৲, মাঝপাড়া জামাতের ফিৎরা—৫৲। ৩৭। হাজি মোল্লা জানমোহাম্মদ, পানিয়া, হাট মাধনগর, কোরবানী—৩৲। ৩৮। মওঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, বাসুদেবপুর, কোরবানী ৪৲,। ৩৯। মারফত মওলানা আবুল হাসান এশারতুল্লাহ, বালুবাজার, মান্দা, এককালীন—১০৲। ৪০। মওলবী মোঃ রহীমুদ্দীন মশিন্দা চরপাড়া, কাচিকাটা, কোরবানী—৪৲। ৪১। হাজি মোঃ ওছমান আলি, ভোমকুলি, বাসুদেবপুর কোরবানী—৫৲। ৪২। মওলবী আবদুল হাফিয, সাব-ডিভিশন্যাল বটতলার চাপাই নওয়াবগঞ্জ যাকাৎ—৫৲। ৪৩। মোঃ শরীয়তুল্লাহ সরকার খোর্দঝিমা বাগমারা যাকাৎ—২৸০। ৪৪। পীর মওঃ আহমদ আলি তুয়ারী ললিতগঞ্জ—এককালীন--২০৲। ৪৫। আবু ওয়াহেদ মোহাম্মদ সাইদ, পরাণপুর মান্দা, কোরবানী—৪৲। ৪৬। মোঃ নবীউদ্দীন, মাঃ মওঃ আবদুর রহমান, আত্রাই, ফিৎরা ৫০৲, ৪৭। পণ্ডিত বাবর আলী মিয়া, মাধনগর, এককালীন ৷০, ৪৮। মোঃ আয়ূব আলী মিয়া, বুরুজ, তাম্বুর, কোরবানী ৪৲, এককালীন ১০৲, ৪৯। মাঃ মওলানা ইরশাদ আলী, জামালপুর, হুলিখালী, বাবৎ অজ্ঞাত ৪৷০, ৫০। মোঃ শাবগর আলী প্রামানিক, খোর্দঝিনা, বাগমারা ওশর ৯৷০, ৫১। মোঃ আব্বাছ আলী মোল্লা, গুনিয়াডাঙ্গা, বাগমারা, ফিৎরা—১০৲।

আদায় মারফত মওঃ মোহাম্মদ হুছায়েন ছাহেব, বাসুদেবপুরী।

৫২। মোঃ এছমাইল মণ্ডল, লস্করহাটি, বাসুদেবপুর, ফিৎরা ৩৷০, ৫৩। মোঃ আফছার হুছেন মণ্ডল, বাসুদেবপুর, ফিৎরা ৬৲, ৫৪। মোঃ আবদুল লতিফ মণ্ডল, লস্করহাটি, বাসুদেবপুর, ফিৎরা ৬৷০, ৫৫। নূর মোহাম্মদ মণ্ডল, বাসুদেবপুর, ফিৎরা ৩৲।

আদায় মারফত মওঃ মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব,

৫৬। মওলবী মোঃ মুজিবর রহমান খান, সাহেব বাজার মছজিদ, ছাতা ফাক্টরী, ঘোড়ামারা ফিৎরা—১৪৲, কোরবানী--৮৲, যাকাৎ—১০৲। ৫৭। হাজী মোঃ ওয়াছিমুদ্দিন প্রামানিক, বাণীগ্রাম জামাত, চাঁচকৈর, ফিৎরা—৭৫৲। ৫৮। নদীপার মাশিন্দা জামাত হইতে মোঃ ওয়াজেদ আলী ফকীর, চাঁচকৈর, ফিৎরা—২০৲।

আদায় মাঃ মওঃ রহীম বখ্‌শ ছাহেব,

৫৯। আযীযুর রহমান মিঞা, জলশুকা, চাঁচকৈড়, যাকাৎ—১০৲ ৬০। মুন্সি আবদুর রায্‌যাক, চর-

ধামাইচ, কাছিকাটা, কোরবানী—৪৲ ৬১। মৌঃ দাউদ হোসেন, চরকুশাবাড়ী, কাছিকাটা ওশর ১৲ ৬২। মোঃ ওয়াজেদ আলী মিঞা, মশিন্দা নদীপার, চাঁচকৈড়, কোরবানী—৪৲ ৬৩। মওলানা মোঃ আব্বাছ আলী, হাঁসমারী, কাছিকাটা, কোরবানী—১১৲ ৬৪। মৌঃ ময়েজুদ্দীন আহমদ, মশিন্দা শিকারপাড়া, চাঁচকৈর, কোরবানী—৭৷৵০ যাকাৎ—৪৲ ৬৫। মৌঃ মোঃ রহীমুদ্দীন, মশিন্দা চরপাড়া, কাছিকাটা, কোরবানী—৩৲ ৬৬। মৌঃ দাউদ হুসেন মিঞা, চরকুশাবাড়ী, কাছিকাটা, কোরবানী—৩৲ ৬৭। মৌঃ ময়েজুদ্দীন আহমদ, শিকারপাড়া মশিন্দা, চাঁচকৈড়, ওশর—১১৲ ৬৮। হাজী ওছিমুদ্দীন ছরদার, রাণীগ্রাম, কাছিকাটা, ওশর—১১৲ কোরবানী—৬৷৷০।

আদায় মারফত মওলানা আবদুল আযীম আযীমুদ্দীন আযহারী ছাহেব—

৬৯। মোঃ কফিলুদ্দিন প্রাং, জয়পুর দক্ষিণপাড়া, কোরবানী—১৲ ৭০। মওঃ আবদুল আযীম আযীমুদ্দীন আযহারী, বাদুড়িয়া, ফিৎরা—৫৲ ৭১। এযোর উদ্দিন মণ্ডল, জামীরা, ফিতরা—৫৲ ৭২। মোঃ মোশাররফ হোছাইন, মোমিনপুর, ফিৎরা—৫৲ ৭৩। মোঃ ফযলে হক, তুলসীপুর, ফিৎরা—২৲ ৭৪। নৈমুদ্দীন মুন্‌শী, জয়পুর, ফিৎরা—২৲ ৭৫। নুরমোহাম্মদ মুন্‌শী, তুলসীপুর, ফিৎরা—২৲ ৭৬। মৌঃ লুৎফর রহমান, জয়পুর, এককালীন—১৲ ৭৭। মোঃ ছেকেন্দার মিয়া, এককালীন—১৲ ৭৮। মোঃ আবদুছ ছালাম, শ্যামপুর, ফিৎরা—৫৲ ৭৯। মুনশী আবদুল আযীয, দস্তনাবাদ, ফিৎরা—১৲ ৮০। নাছের মাঝি, দস্তানাবাদ, এককালীন—১৲ ৮১। হাজি মঙ্গলুদ্দীন ছরদার, দস্তানাবাদ, এককালীন—১৲ ৮২। মোঃ আয়ুব আলি মণ্ডল, ভাংড়া, ফিৎরা—১৲ ৮৩। মোঃ তমেযুদ্দিন পণ্ডিত, জয়পুর, ফিৎরা—১৲ ৮৪। মোঃ রমযান আলী, বাদুড়িয়া, ফিৎরা—১৲ ৮৫। মোঃ আযিত আলি মণ্ডল, বাদুড়িয়া, ফিৎরা—২৲ ৮৬। আবদুল হামীদ মিয়া, এককালীন—১০৲ ৮৭। মোঃ আবদুছ ছাত্তার প্রামানিক, বাদুড়িয়া, ফিৎরা—১৲ ৮৮। আহমদ প্রাং, নামাযগ্রাম, ফিৎরা—২৲ ৮৯। মোঃ ইদরীছ আলি, সিপাহীপাড়া, ফিৎরা—১৲ খুচরা আদায়, ফিৎরা—১৷৷০ এককালীন—৷৵০।

আদায় মারফত মওঃ আবু সাইদ মোহাম্মদ ছাহেব—

সিন্দুরী প্রভৃতি ইলাকা হইতে আদায়—৪০৲।

আদায় মারফত মওলবী জর্জিস এবং মওঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম ছাহেব—

রাজসাহী টাউন এবং উপকণ্ঠ হইতে আদায়—১১৪৲

জিলা—ময়মনসিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আদায় মারফত মওলানা কফিলুদ্দীন ছাহেব—

গুয়াডাঙ্গা ফিৎরা—৮৲ কোরবানী—৫৲ সাইলামপুর, ফিৎরা—১৲ চর নিয়ামত নয়াপাড়া, ফিৎরা—১৲ চক সাইলাম নগর, ফিৎরা—৩৲ রামভদ্রপুর, ফিৎরা—২৲ কোরবানী—১৲ সিঙ্গীমারী, ফিৎরা—১৲ চরনিয়ামত পূর্বপাড়া, ফিৎরা—২৲ চরনিয়ামত মধ্যপাড়া, ফিৎরা—১২৲ চরগোয়াডাঙ্গা, ফিৎরা—২৲ চক ইছলামনগর, যাকাত—২৲ বাঘেধরা, কোরবানী—২৲ চরবসন্তী, কোরবানী—২৲।

আদায় মারফত মওঃ মতীয়ুর রহমান খাঁ ছাহেব—

মুন্সী আব্বাছ আলী, বাড্ডা, কোকডোহরা, ফিৎরা—২৲ নুরুল ইছলাম তালুকদার, আদাবাড়ী, মহেড়া, কোরবানী—৫৲ হাজি আমীর হুছেন, হালুয়াপাড়া, কাঞ্চনপুর, যাকাৎ—২৲ হেলালুদ্দীন আহমদ, কাঞ্চনপুর, দছকা—১৲ মোঃ অছিমুদ্দীন মিয়া, কাঞ্চনপুর পশ্চিমপাড়া, বাঁসাইল, ফিৎরা—৬৲ হাজি ইউছুফ আলি

মিয়া, কাঞ্চনপুর, কোরবানী—২৲ ছৈয়দ নজমে আলম, সোহানী, দেলতুয়ার, কোরবানী—১৲ মওঃ আবতুন্নুর, দেলতুয়ার, কোরবানী—১৲ মোঃ আবতুল হামীদ মিয়া, বারপাখীয়া, ফিৎরা—১৲ মোঃ মকছেদ আলি সরকার, মীরকুমুল্লী, করটিয়া, কোরবানী—১৲ মোঃ নায়েব আলি সরকার, আদাজল বাঁসাইল, কোরবানী ১৲ হাজি মোঃ ইব্রাহিম, হাবলা, টেঙ্গুরিয়াপাড়া, কোরবানী—৫৲ মোঃ ইনায়েত আলি, ইছলামপুর, টেঙ্গুরিয়াপাড়া, কোরবানী—১৲ হাজি তমিজুদ্দিন, কাঞ্চনপুর বিলপাড়া, বাঁসাইল, কোরবানী—১৲ মোঃ আবতুল হামীদ, টেঙ্গুরিয়াপাড়া, ফিৎরা—২৲ খোন্দকার মোঃ উছমান আলি, কান্দাপাড়া, ফিৎরা—১৶৹ ডাঃ আজ্জম আলি, ছাওয়ালী বাজার, মহেড়া, কোরবানী—১৲ আবতুল বারী মিয়া, ডৌহাতলী, খালিয়াজ্জানী, এককালীন—১৲ মুন্সী মোঃ আবতুল ছাকিম, দড়ানিপাড়া, খালিয়াজ্জানি, ফিৎরা—৪৲ যাকাৎ—৩৲ মোঃ আবতুর রউফ খান, কাঞ্চনপুর পশ্চিমপাড়া, বাঁসাইল, ফিৎরা—৫৲ মোঃ নায়েব আলি মুন্সী, কাঞ্চনপুর, কানাইরচর, ফিৎরা—২৲ মোঃ নায়েব আলি সরকার, সল্লামহেড়া, কোরবানী—১৲

হাজী মোঃ আবতুল জব্বার, কাঞ্চনপুর জাহাঙ্গীরনগর, ফিৎরা—৪৷৹। মৌলবী আবতুশ শকুর, বলবাথুলী, কোরবানী—২৲। মুন্সি মোহাম্মদ আবতুল কাতু দেওয়ান, পড়াইখালি, বাথুলী, ফিৎরা—১৲ কোরবানী—১৲। হাজী মোঃ ইছমাইল খাঁ, কাঞ্চনপুর কাজিরাপাড়া, কোরবানী—২৲ যাকাৎ—১৲। মোঃ ইরশাদ আলী খাঁ, কাঞ্চনপুর পশ্চিমপাড়া, যাকাৎ—৷৹। মাষ্টার সুজাত আলী খাঁ, ঐ যাকাৎ—৷৹। মোঃ দরবেশ আলী আমীন, হাবলা বিলপাড়া, টেঙ্গুরিয়াপাড়া, যাকাৎ—২৲। হাজী মোঃ ইব্রাহীম, ঐ যাকাৎ—২৲ হাজী মোঃ তযিযুদ্দীন, কাঞ্চনপুর বিলপাড়া, যাকাৎ—১।৹। মোঃ আফছর উদ্দীন খাঁ, কাঞ্চনপুর কাজিরাপাড়া, ফিৎরা—১॥৹ কোরবানী—১৷৹। মওঃ মতিয়র রহমান খাঁ, মোহাজের ঐ ফিৎরা—২৲।

পুনঃ আদায় মাঃ মওঃ মতিয়র রহমান ছাহেব, টাঙ্গাইল মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম হইতে ১৮॥৹।

মাসিক চাঁদা—

মওঃ নিযামুদ্দীন, আরামনগর ছিনিয়ার মাদ্‌রাছা—৩৲। মুন্‌সী মোঃ আযিয, শাতপোয়া শরিষবাড়া—১৲। মওঃ মুন্‌তাছের আহমদ রহমানী, ঐ ১৲। মওলবী আঃ লতিফ বি, এ, এক্সাইজ ইন্‌সপেক্‌টর, জামালপুর—৬৲। মওঃ মস্তাকীম এমাম জামালপুর আহলেহাদীছ—৩৲, ওশর—১৲।

১৯৫৩ ইং সালের ১লা মে হইতে ১৯৫৪ সনের ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত জমঈয়তের যাবতীয় অর্থের প্রাপ্তিস্বীকার এই সংখ্যাতেই সমাপ্ত হইল। ভুলক্রমে কাহারও প্রদত্ত অথবা প্রেরিত টাকার উল্লেখ প্রাপ্তিস্বীকারে বাদ পড়িয়া থাকিলে মেহেরবানী পূর্ব্বক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরই ভুল সংশোধন করা হইবে।

ইনশা আল্লাহ আগামী সংখ্যা হইতে এই বৎসরের প্রাপ্তিস্বীকার শুরু হইবে।

Contents

(১৬২ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

(দঃ) ঈদের নামাজ পড়িতে বাহির হইতেন না আর ঈদুল আযহার দিবসে ঈদের নামাজ আদা না করিয়া কিছু খাইতেন না।

ঈদের মাঠে কোরবানী করা ছুন্নত। বোখারীর হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে— হযরত ইব্নে উমর বলিয়াছেন,—

كان النبي صلعم يذبح و ينحر بالمصلى

“রছুলুল্লাহ (দঃ) ঈদের মাঠে (নামাজ বাদ) কোরবানী করিতেন।”

রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রত্যেক সামর্থবান লোকদিগকে কোরবানী করার জন্য বিশেষ তাকীদ করিয়াছেন। ইবনে মাজার হাদীছে বলা হইয়াছে, হযরত আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত আছে,—রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا

যাহার শক্তি-সামর্থ ছিল অথচ কোরবানী— করিল না সে যেন আমাদের মুছল্লায় না আসে—

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা রছুলুল্লাহ (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন. তিনি বলিয়াছেন,— আল্লাহর নিকট কোরবানী দিবসে পশুর রক্ত প্রবাহিত করার মত প্রিয়তম কাজ আর—কিছুই নাই। নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি (যে কোরবানী দিবে) কিয়ামৎ দিবসে তাহার কোরবানীর পশুর লোম, শিং এবং খুর লইয়া উপস্থিত হইবে। রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেও আল্লাহর দরবারে উহা পৌছিয়া যায়। —তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।

কোরবানীর গোশত আহার ও বিতরণ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন,

فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر

উহা হইতে তোমরা নিজেরা খাও এবং প্রার্থী ও অপ্রার্থীদিগকে খাওয়াও।

কোরবানীর গোশ্ত ৩ ভাগ করিয়া এক ভাগ ফকির মিছকীনকে ও এক ভাগ আত্মীয় স্বজনকে দিবে এবং বাকী এক ভাগ নিজেরা সপরিবার খাইবে।

[বিস্তৃততর বিবরণের জন্য হযরত আল্লামা মওলানা মোহাঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব কৃত “ঈদে কোরবান” দ্রষ্টব্য]

(৪)

ইছলাম নারীকে পুরুষের সমান মর্য্যাদা — এবং সম অধিকার প্রদান করিয়াছে— অন্যান্য ধর্ম্মে নারী ধর্মীয় অধিকার হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণ বঞ্চিত রহিয়াছে কিন্তু ইছলাম নর নারীর এই ধর্মীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তীক্ষ্ণ খড়্গ উদ্যত করিয়াছে।

ঈদ মুছলমানদের সার্বজনীন উৎসব। এই উৎসবের আনন্দ ভোগ করার অধিকার যেমন বৃদ্ধের রহিয়াছে তেমনই বালকের, যেমন পুরুষের তেমনই নারীরও রহিয়াছে। এই জন্যই রছুলুল্লাহ (দঃ) ঈদের মাঠে পুরুষদের পার্শ্বেই নারীদিগেরও স্থান দানের জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়াছেন। মুছলমান সমাজ রছুলুল্লাহের (দঃ) এই ছুন্নতকে ভুলিয়া রহিয়াছে। ছুন্নতের পাবন্দ আহলে হাদীছ জামাআতও সব জায়গায় এই ছুন্নতের উপর আমল করেনা। আমরা সকলের অবগতির জন্য স্থানাভাব বশতঃ নিম্নে রছুলুল্লাহের (দঃ) এই সম্পর্কিত মাত্র দুইটি হাদীছের অনুবাদ পাঠকবর্গের সম্মুখে পেশ করিলাম।

উম্মে আতীয়া বলেন, আমরা দুই ঈদ দিবসে ঋতুবতী এবং পর্দানশীন নারীদিগকে লইয়া মুছলমানদের ঈদের জমাআতে অংশ গ্রহণ এবং দোআয় শরিক হইতে আদিষ্ট হইতাম। ঋতুবতী স্ত্রীলোক নমাযের স্থান হইতে পৃথক থাকিবে। একটি স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের কোন একজনের চাদর নাই, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহার সঙ্গিনী তাহাকে নিজের চাদর পরাইয়া দিবে।—বোখারী ও মুছলিম।

ইবনে আব্বাছ বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) খোতবা শেষ করিয়া মেয়েদের দিকে আসিতেন, তাহাদের জন্য ওয়ায করিতেন, উপদেশ দিতেন এবং দান ও খয়রাতের জন্য আদেশ করিতেন। ফলে আমি দেখিতাম মেয়েরা তাহাদের কান এবং গলা হইতে অলঙ্কারাদি নিজ হস্তে খুলিয়া বেলালের (রাঃ) দিকে নিক্ষেপ করিতেছে।—বোখারী ও মুছলিম।

ইছলামের আজিকার নব জাগরণের দিনে এই লুপ্ত ছুন্নতের পুনরুদ্ধার একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

* * *

পূর্ব-পাকিস্তানে খাঁটি ইছলামী ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক –

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব প্রণীত

সৎ গ্রন্থরাজী

১। কলেমায় তৈয়েবা—মূল্য—১॥০ মাত্র।

(ইছলামের মূলমন্ত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহর (দঃ) কোরআনী ব্যাখ্যা)

২। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান—মূল্য—২৷০ মাত্র।

(ইছলামের শাস্ত্র ও স্বর্ণ যুগের ইতিহাস মন্থিত ইছলামী শাসন-নীতির সুবিস্তৃত অভিনব আলোচনা)

৩। ছিয়ামে রামাযান—মূল্য—৷৵০ মাত্র। (রোযার দার্শনিক তাৎপর্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য)

৪। ঈদে কোরবান—মূল্য—৵০ মাত্র। (কোরবানীর মছআলা ও অন্যান্য তথ্য)

৫। যওউল্ লামে (উর্দু) মূল্য—১৲ মাত্র। (মছজিদ সম্পর্কীয় মছআলা সম্বলিত)।

৬। তারাবীহর নামায ও জামাআত মূল্য—১৲

রামাযানে জামাতের সহিত তারাবীহ পড়ার অকাট্য দলীল এবং ৮ রাকাআতের ছহীহ প্রমাণ।

অন্যান্য লেখকের পুস্তক

মওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ প্রণীত—

১। গোর যিয়ারত মূল্য—৷৵০

মরহুম মওলবী মুজীবর রহমান প্রণীত—

২। আদর্শ দিনীয়াত বা

হযরতের (দঃ) নামায মূল্য—১৹

মওলানা আবুসাঈদ আবদুল্লাহ প্রণীত—

৩। নামাজ শিক্ষা মূল্য—॥০

মওলানা মুনতাছের আহমদ রহমানী প্রণীত—

৪। রামাযানের সাধনা মূল্য—১৹

প্রাপ্তিস্থান ঃ আলহাদীছ প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan Jamiati Ahli-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E. P.)